শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

শরণং

অর্থাৎ

স্মৃতি দর্পণ।

৺শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র কর্ত্তৃক সংগৃহিত

সুবিখ্যাত দেশোপকারক বিজ্ঞ মহামহোপাধ্যায়

শ্রীলশ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস তর্কচূড়ামণি মহাশয়

দ্বারা সংশোধিত হইল।

বর্ণ সংশোধক শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ তর্ক সিদ্ধান্ত

মহাশয়

কলিকাতা

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষের সুধানিধি যন্ত্রে

মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬৫ সাল ইং ১৮৫৮ সাল।

তারিখ ১৮ ভাদ্র ইং ২ সেপ্টেম্বর।

☞ এই গ্রন্থ যাহার প্রয়োজন হইবেক সহর কলিকাতার শ্যাম বাজারে ৺ শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে ৮ নং বাটিতে এবং বটতলার শ্রীগৌরিচরণ পালের দোকানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

পুস্তকের মূল্য স্বাক্ষর কারির প্রতি ১ এক তঙ্কা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

প্রভু সকল্ল

ভূমিকা।

জগৎকর্ত্তা ভগবান যে দেশে যে ধর্ম্ম ব্যবস্থার শাস্ত্র প্রকাশ
য়াছেন তদ্দেশের মনুষ্য সকল সেই মত আচার ব্যবহার
লে গুণ প্রাপ্ত হইয়া পরাক্রমি বলবান বুদ্ধি-জীবী দীর্ঘ-আয়ু
তে পারে তজ্জন্য প্রায় তাবৎ দেশীয় লোকেরা বালকদিগ-
কে প্রথমে আপনং দেশের ধর্ম্মের আচার ও নীতি শিক্ষা
াইয়া পরে উপজীবিকা জন্য স্বদেশীয় বা পরদেশীয় বিদ্যা
ভ্যাস করান যেমন মহাম্মদী ধর্ম্মাবলম্বিব্যক্তিগণ অগ্রে কোরান
ং ঐ মতে বিজ্ঞবরেরা যে সকল হেদাএত ও মছলা অর্থাৎ
র্ম্মের নিয়ম সকল কহিয়াছেন, আর ইউরোপীয় জাতি সকল
পন ধর্ম্ম শাস্ত্র বাইবেল পাঠ করান পূর্ব্বে এই ভারত বর্ষের
বা চতুর্ব্বর্ণের ব্যক্তিগণকে শৈশবকালে পিতা মাতা আপনং
র্ম শাস্ত্রের আচার ব্যবহার শিক্ষা করাইতেন। অধুনা তাহা
াগ করিয়া প্রথমেই পরদেশীয় শাস্ত্র অভ্যাস করাইতে যত্নবান
ন তদুপলক্ষে বালক সকল সেইদেশীয় আচার ব্যবহারে
পুণ হওয়ায় সেই ধর্ম্মের মতাবলম্বি হইয়া স্বজাতীয় ধর্ম্মের
চার ব্যবহার পরিত্যাগপূর্ব্বক অনেকেই জাতিভ্রষ্ট হইতেছেন,
রা এই কারণের প্রতি দৃষ্টিপাৎ না করিয়া ভিন্নধর্ম্মাশ্রিত-
উপর এই দোষ ঘটনা এবং নিন্দা করেন যে তাঁহারা আ-
দিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছেন কিন্তু আপনারা ইহার মূলীভূত
হইয়াছেন তাহা বিবেচনা করেন না সুতরাং তাহাতে অনেক
রীত্য ঘটিয়াছে এবং ঘটনের সম্ভাবনা আশ্চর্য্য নহে অতএব
প্রভৃতি শাস্ত্র বক্তা অনেক ঋষিগণ যে সকল সংহিতা করি-
ন ঐ সকল বংশে যাঁহারা পণ্ডিত হইয়াছিলেন তাঁহারা ঐ
ন বচন প্রমাণে অন্যান্য ঋষি বচনের অনুযায়ি অর্থ করিয়া

পৃথক২ স্মৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা তদ্দেশীয় রাজার সহায়
সংগ্রহাদির আছে বঙ্গদেশে রঘুনন্দন নামা মহামহোপাধ্যায় ম
শয় এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের যাবদর্থ সংগ্রহ করিয়া ব্যবস্থা স্থির ক
তাহা উড়িষ্যার উত্তরাবধি বেহারের পূর্ব্ব আসামের পশ্চিম
টের দক্ষিণ অর্থাৎ বঙ্গদেশ মধ্যে মান্য রূপে চলিত হইয়
যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা বোধ বিমূঢ় তাঁহারা বিনোপদেশে তাহা
জ্ঞানে সমর্থ নহেন অতএব নব্য ও প্রাচীন স্মৃতির প্রসিদ্ধ ও প্রচ
তিথি মাহাত্ম্য অশৌচ ব্যবস্থা দায় ব্যবস্থা ইত্যাদি ধর্ম্ম শা
ধর্ম্ম মতে আর তন্ত্র মতে পঞ্চাঙ্গদীক্ষা ভাগবত মতের বৈষ্ণবাচা
এবং বেদান্ত মতের ব্রহ্মোপাসনা প্রভৃতি সকল মতের কথা এ
তাহার দৃষ্টান্তীয় শ্লোক স্থানে২ দিয়া হিতোপদেশের স
সংযোগ এবং বিধি নিষেধের কারণ দর্শাইয়া বাল্যকালাবধি
কাল পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রশ্নোত্তরছলে এতদ্দেশীয় ভা
শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া নিম্ন লিখিত বিজ্ঞ সু
খ্যাত দেশ উপকারক মহামহোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা সং
ধিত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইল ॥

দেশ হিতৈষি বিজ্ঞ মহাশয়দিগের সমীপে এই নিবে
যে তাহারা অনুকূল হইয়া এই গ্রন্থে দৃষ্টি করিলে আমার প
শ্রমের ফল দর্শে যেহেতু শাস্ত্র সমুদ্র স্বরূপ পার হইয়া
পাওয়া অতি দুরূহ এ গ্রন্থ গোষ্পদের ন্যায় ক্ষুদ্র পাঠ কর
অনায়াসে নানা শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে এবং কহিতে সক্ষম হ
পারিবেন। এবং বালক সকলকে এই গ্রন্থ পাঠ করাইলে
ধর্ম্ম আচার ও ব্যবহার অভ্যাসে পারগ হইয়া ভিন্ন ধর্ম্মা
কদাচ হইবে না ॥

শ্রীঠাকুরদাস
তর্কচূড়ামণি।

শুদ্ধিপত্রম্।

অশুদ্ধম্।	শুদ্ধম্।	পৃষ্ঠায়াম্।	পংক্ত্যাঙ্কঃ।
আজ্ঞা	আজ্ঞা	[illegible]	১০ টীং
সঙ্গাচ্ছতে	সঙ্গচ্ছতে	৮	১২ ”
পত্রাণ্যম্ভুগণঃ	পাদাগ্র্যম্ভুগণ	১৩	১৮ কং
উপক্রম	উপক্রম্	১৩	২৪ টীং
ত্ব্রক্ষং	[illegible]	১[illegible]	২৪ পং
প্রারম্ভো	প্রারম্ভা	১৮	২৫ ”
জাতিতে	জানিতে	২১	৩২ [illegible]
[illegible]র্ম্মেতি	[illegible]র্ম্মেতি	২২	৩৪ [illegible]
[illegible]দ্মিন্যাঃ	পদ্মিন্যাম্	২৮	[illegible] ”
[illegible]শ্চাদে বৈশিকস্য	পশ্চাদ্বৈদেশিকস্য	[illegible]	[illegible] ”
সর্বাণিত্বপি অপি	সর্বাণি ত্বমিতাপি	[illegible]	৪[illegible] ”
পার	পারি	৩	৪৫ [illegible]
প্রতি বধ্যতে	প্রোত বধ্যতে	৩[illegible]	৫০ টীং
[illegible]দান্ধ কারিণাং	মদান্ধকরিণাং	৩[illegible]	৬[illegible] ”
[illegible]ন্তেতি	অনন্তেতি	৪০	৬৪ ”
[illegible]পান্তচারিনী	উপান্তচারিণী	৪[illegible]	৬৬ ”
[illegible]	মুগ্ধা	৪৬	৭৩ টীং
[illegible]হিত	সন্নিহিত	৪[illegible]	৭৪ ”
[illegible]য়ং	বৈদগ্ধীয়	৪৮	৭৬ টীং
[illegible]ান্যানি	ক্ষীণান্যালি	৫০	৭৭ কং
[illegible]মত্যুহনীয়ং	যদঙ্গমিত্যুহনীয়ং	৫০	৭৭ টীং
[illegible]	মম	৫১	৮০ ”
[illegible]তা	নিধনতা	৫৩	৮২ ”
[illegible]	সবংসৈকা	[illegible]	[illegible] ”

অশুদ্ধম্ ।	শুদ্ধম্ ।	পৃষ্ঠায়াম্ ।	পংক্তৌ ।
[illegible]	[illegible]	৪০	[illegible]
উপতিষ্ঠতি	উপতিষ্ঠতে	৬০	১৭ টীং
[illegible]	[illegible]	৬৮	১০ [illegible]
[illegible]	[illegible]	৬৯	১১ [illegible]

দ্বিতীয়পরিচ্ছেদে ।

লিপ্তে	লিপ্তে	৭৫	৪ টীং
মত্রা	মত্র	৭৫	৯ „
অক্ষ ইতি	অক্ষান ইতি	৭৯	৭ „
নিপিষ্টৈতঃ	নিষ্পিষ্টৈ	৮০	১৩ ক, টী
[illegible]	নাগান্তরেণ	৮১	২৪ ক,
[illegible]	[illegible]	[illegible]	৫ টীং
ক্রমেণ	ক্রমো	[illegible]	[illegible] ক,
প্রকৃতি	প্রকাতি	[illegible]	[illegible] টীং
আবাঃ	গাবা	১০২	[illegible] ক,
শেষাঃ	শেষাং	১০৯	৬০ টীং

তৃতীয়পরিচ্ছেদে ।

বিলাসহেতুঃ	বিলাসহেতোঃ	১১৩	৮ ক,

প্রস্তাবারম্ভ ।

প্রশ্ন । সনাতন ধর্ম্ম যাহা গৃহাশ্রমি ব্যক্তি সকল ব্যবহারাচরণ করিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করেন উক্ত শাস্ত্র কোনং ব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন ॥

উত্তর । শিব প্রকাশিত তন্ত্র, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বেদ ও বেদান্ত, এবং কোন স্থানে পুরাণ কর্ত্তা, এবং বেদোক্ত প্রাজ্ঞ কতক গুলিন ঋষি তাঁহারদিগের নাম ॥

তথাহি শ্লোকঃ ॥

মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরাঃ যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ
কাত্যায়ন বৃহস্পতি পরাশর ব্যাসশঙ্খ লিখিতা দক্ষ গৌতমৌ
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রয়োজকাঃ ॥

মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, এই বিংশতি ইঁহারাই ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রয়োজক অর্থাৎ বেদ মূলক ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রকাশক ॥

প্রশ্ন । ইঁহারা সমস্ত কে ছিলেন ॥

উত্তর । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই তিন জন সৃষ্টির প্রথম পুরুষ এবং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অধিপতি এবং সর্ব্বজ্ঞ । ঋষি সমস্তই তপোবলে সর্ব্বজ্ঞ, ও শাসন কর্ত্তা ছিলেন ॥

প্রশ্ন । তাঁহারদিগের বচন কি কারণে প্রামাণ্য ॥

উত্তর । তাঁহারা পাপ পুণ্য সদসৎ এবং বন্ধ মোক্ষ উভয়ের কারণ দেখিতে পাইতেন এই জন্য লোকের দুঃখ মোচনার্থে পুণ্য জনক কর্ম্ম দৈহিক ও সাংসারিক কর্ম্ম মধ্যে সংযোগ করিয়া দিয়া

ছেন, যে কর্ম্মাচরণ করিলে ক্রমে তপস্যা করিতে ক্ষমতাপ হইয়া চরমে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইতে পারে ॥

প্রশ্ন। প্রথমেই অন্ত চিন্তার আবশ্যক কি ॥

উত্তর। শরীর অনিত্য ক্ষণিক কোন সময়ে। ক্ষণে তৎকাল নিয়ম নাই অতএব কেবল অন্য ক্ষেপ না করিয়া শুভ্র বস্তু সংস্কারক যে ভগবান বলা এবং ভাবনা সর্ব্বদাই করা উচিত ॥

প্রশ্ন। শাস্ত্রে কহিয়াছেন মনুষ্যের চতুরবস্থা পোগণ্ড, যৌবন, বার্দ্ধক্য, তবে প্রথম প্রাপ্ত ত্রিকাল করিয়া চরমাবস্থায় চরম চিন্তা করা উচিত ॥

উত্তর। বাল্যাদি কালে ক্রীড়া ॥ ঐশ্বর্য্য, মিত্রের সহ আলাপ ইত্যাদি সমস্তই মাত্র উক্ত কিঞ্চিৎ কাল ভোগ করেন জীবা ইহারদিগের ভোগ নাই, অতএব সেই জীবা তৃণ জলৌক ন্যায়, অর্থাৎ জলৌকা যেমত ত্যাগকরিয়া অন্য তৃন গ্রহণে চেষ্টা সর্ব্বদা প্রায় জীবাত্মা পূর্ব্ব দেহ ত্যাগে যত্নবান। দেখেন নিশীথে নানা পক্ষি এক বৃক্ষে বাস করে দিগে গমন করে, সেই প্রকার প্রাণিরদিগের মা পূর্ব্বক সমাগম, বস্তুতঃ প্রকৃত বালক, যেমন মা করণের পূর্ব্ব ধাত্রী ক্রোড়ে করে সেই রূপ জন্মিবা ত্যশ্রিত হয় কারণ পঞ্চভূতের সম্বন্ধে শরীর হ অনিত্য, সুতরাং অনিত্যতা হেতুক শরীর কারণে তৎকার্য্য শরীরের নাশ। মতান্তরে উপমা নদী যে প্রকার বহিয়া যায়, সেই প্রকার রাত্রি ও দিন মনুষ্যের পর-

মাত্র গমন করে, পুনর্ব্বার তাহারা আগমন করে না। এই সকল বিবেচনা করিলে চরম ভাবনা সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য। দেখ, হিতোপদেশে লেখেন আপনাকে অজর অমর জ্ঞান করিয়া বিদ্যা এবং ধন চিন্তা করিবেক এবং মৃত্যু কর্ত্তৃক কেশ সংগৃহীত হইয়াছে ইহা জ্ঞান করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে সেই ব্যক্তিকেই সকল শাস্ত্রে প্রাজ্ঞ কহিয়াছেন ॥

অজরা মরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীতইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্ম মাচরেৎ ॥

প্রশ্ন। ইহা যাহা হউক এক্ষণে আমি এক কথা জিজ্ঞাসা করি যে শ্রুতি, স্মৃতি তন্ত্র, এবং পুরাণাদিতে যে সমস্ত বিধি ও নিষেধ আছে তাহার কোন প্রত্যক্ষ কারণ বিশেষ অনুভব হয় যে তাহা আচরণ করিলে পরকালে ভাল হইতে পারে ॥

উত্তর। তাবদনুসার হয় না, বিধি নিষেধ কতক গুলির কারণ প্রত্যক্ষ হয় কতক মুনিগণ স্বতন্ত্রেচ্ছুক তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহাই করা কর্ত্তব্য, আর কতক গুলি বোধ হয় দেশ কাল পাত্রানুসারে ব্যবস্থা, সুতরাং যাহা কালানুসারে তাহা কালে পরিবর্ত্তে কারণের প্রত্যক্ষাভাব ॥

প্রশ্ন। কালের পরিবর্ত্তে যেং কর্ম্মের কারণ অপ্রত্যক্ষ হইয়াছে সে সকল কর্ম্ম ইদানীং অবিধি কেন না হয় ॥

উত্তর। কোনং কর্ম্মের কাল বশতঃ কারণের দর্শনাভাব, এবং কোনং কর্ম্মই বা স্বতন্ত্রেচ্ছুক হেতুক ইহা অংশ কিপ্রকারে বলা যায়, যে হেতুক কালের পরিবর্ত্তে ভাবদ্বিষয়ের পরিবর্ত্ত হইয়াছে ॥

প্রশ্ন। কাল পরিবর্ত্ত হইলে কি তাবৎ বিষয়ের পরিবর্ত্ত হয় ॥

উত্তর। তাঁহাতে সন্দেহ কি ইহার দৃষ্টান্ত যথা ঋতু পরিবর্ত্তে ব্যবহার বৈলক্ষণ্য পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হইতেছে। অতএব দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্যের যে রূপ স্বভাব বুদ্ধি পরাক্রম ছিল এক্ষণে তাহা নাই, এই স্থানে শাস্ত্র বিষয়ে এক প্রস্তাব করি শুন। যে-হেতু আমাদিগের শাস্ত্র তিন প্রকার, আদৌ দর্শন শাস্ত্র তাহার অভিপ্রায় ঈশ্বর নিরূপণ, ইহা অনুমান মূলক, অতএব সে শাস্ত্রের প্রস্তাব প্রতি সর্ব্বদা তর্কের আবশ্যক, যে হেতুক নানা প্রকার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া অনুমান দ্বারা ঈশ্বরোৎপত্তি স্থির হয়। দ্বিতীয় শাস্ত্র পুরাণ, তাহার দৃষ্টান্ত কান্তার ন্যায় কহেন অর্থাৎ কামিনী সকল যেমন নানা প্রকার হাব ভাব কটাক্ষ দ্বারা পুরুষের চিত্ত আকর্ষণ করে, সেই রূপ পুরাণ শাস্ত্র নানা ইতিহাসছলে জ্ঞানোপদেশ এবং সৎ পথে নিয়োগ করেন। আর তৃতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র ইহাকে রাজাজ্ঞার ন্যায় কহেন, অর্থাৎ ইহার প্রতি কোন তর্ক করিবেক না যেমন রাজা বলেন তাহাই করিতে হয় সেইরূপ ধর্ম্ম শাস্ত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই করা উচিত ॥

প্রশ্ন। কেবল এই কথায় বিশ্বাস করি না, কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ কারণ চাহি অতএব জিজ্ঞাস্য রাত্রি শেষে শয্যাস্থিত হইয়া ঈশ্বর নাম স্মরণ ও বস্ত্র ত্যাগের যে বিধি ইহার কারণ কি ॥

উত্তর। ইহার কারণ এই যে রাত্রি কৃত পাপক্ষয় এবং তদ্দিবসীয় শুভ কামনায় ঈশ্বর স্মরণ, অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্ত্তার উদ্দেশে তন্নামোচ্চারণ আর চক্ষুর্দ্বয়ে জল দানের কারণ শরীরের স্বচ্ছন্দতা জনক এবং চক্ষের উত্তম সত্তা প্রকাশক মলিন বস্ত্র ত্যাগ করাতে শরীরের সৌন্দর্য্য এবং সভ্যতা ॥

প্রশ্ন। তদনন্তর কি কর্ত্তব্য ॥

উত্তর। মল মূত্রাদি পরিত্যাগ এবং দন্ত ধাবন ॥ জল পাত্রে স্পর্শ পূর্ব্বক মল মূত্র ত্যাগ নিষেধ। শৌচ কালে বস্ত্র দ্বারা মস্তকাচ্ছাদন বিধি। গর্ত্ত খনন তৃণ বিস্তীর্ণ প্রভৃতি আরো কতক গুলি বিধি, এবং মল মূত্র পরিত্যাগের মন্ত্র আছে, তাহা ইহকালে ব্যবহার প্রায় লোপ, বিশেষতঃ নগর বাসি বিষয়ি ব্রাহ্মণদিগের তদ্রূপ আচরণ অসম্ভব, এই কারণ এখানে তাহা লিখিত হইল না প্রয়োজন হইলে আহ্নিকাচারাদি গ্রন্থ দেখিবেন। মৃত্তিকা শৌচের নিয়ম ॥

তথাহি শ্লোকঃ।

[illegible]

[illegible]

গলন, অঙ্কুর, কর্কট গুঞ্জার এবং জল সংযোগাতিরিক্ত মৃত্তিকা লইবেক, সকণ্টক বৃক্ষের শাখা দ্বারা দন্ত ধাবন নিষেধ এবং বৃক্ষ বিশেষের শাখা নিষেধ আছে তাহা লেখা বাহুল্য, প্রয়োজন অল্প অতএব এইপর্য্যন্ত, আর সম্ভবের প্রয়োজন. দক্ষিণ এবং পশ্চিম মুখ হইয়া দন্ত ধাবন করিবেক না। দন্ত ধাবন কাষ্ঠ দ্বারা প্রশস্ত অভাবে দ্রব্যান্তর, ব্রাহ্মণ মধ্যমা অনামিকা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা করিবেক, তর্জ্জনী দ্বারা করিবে না, সুতরাং শূদ্রাদির নিষেধ বুঝায় না। স্নান কালে দন্ত ধাবন সর্ব্বজাতির নিষিদ্ধ। দ্রব্যাভাবে দ্বাদশ গণ্ডুষ জল লইয়া কুল্লি করিলে মুখ শুদ্ধি হয় ॥

অভাবে দন্তকাষ্ঠানাং প্রতিষিদ্ধ দিনে তথা।
অপাং দ্বাদশ গণ্ডুষৈ মুখ শুদ্ধি বিধীয়তে ॥

প্রশ্ন। এসমস্ত বিধি নিষেধের কারণ কি ॥

উত্তর। প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের হেতু, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে প্রাতঃ সন্ধ্যা বৈদ্যক শাস্ত্রে প্রাতঃ রুত্থানের বিস্তর গুণ লেখেন এবং বিষয় কর্ম্মে

সমর্থ অনেক পওয়া যায়। নীতি গ্রন্থে লেখেন, সর্ব্ব কর্ম্মে তৎপর হইবেক ঐশ্বর্য্যেচ্ছুক পুরুষ নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, লোভ, অলস, আর অল্পকাল সাধ্য কর্ম্ম বহু কালে করা এই ছয় দোষ পরিত্যাগ করিবেক। শৌচকালে জল পাত্র কিঞ্চিৎ দূরে রক্ষিত হইলে মূত্র বিন্দু জল পাত্রে স্পর্শ হইতে পারে না, তদুপায় জন্য স্পর্শ নিষেধ। সনান মস্তকাচ্ছাদন করার প্রয়োজন বৃক্ষস্থ পক্ষির নিসৃত বিষ্ঠাদি মস্তকে পতিত হইতে ও নিজ নিসৃত বিষ্ঠাদির গন্ধ গ্রহণ না হয় এই নিমিত্তে মৃত্তিকার ব্যবহার দুর্গন্ধ বিনাশ করে। কর্কট গর্ত্তাদির মৃত্তিকা গ্রহণ কালে সর্প ভয় সম্ভাবনা ইহাতে কৃতা শৌচে কাম্য কর্ম্মাধিকার হয়, এ কারণ তদ্রহিত ও কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত ধাবন করিলে দন্ত উত্তম পরিষ্কার হয়, এবং দন্ত রোগ অল্পাল্প জন্মে, দিক্ নিরূপণ এবং অঙ্গুলির নিয়ম তাহার কারণের প্রত্যক্ষতা বোধ হয় না, কিন্তু ঋষিরা সর্ব্বজ্ঞ তাঁহারদিগের বাক্য অকারণ না হইবেক এই বিধান অবলম্বন করা সৎ ।।

প্রশ্ন। তদনন্তর কি কর্ত্তব্য ।।

উত্তর। ক্ষৌর কর্ম্ম ।।

প্রশ্ন। তাহার বিধি নিষেধ কি ।।

উত্তর। সোম এবং বুধবার প্রশস্ত, সাম বেদি ব্রাহ্মণের রবি এবং মঙ্গল প্রশস্ত। অশৌচান্তে ক্ষৌর কর্ম্মে বার দোষ নাই।

প্রশ্ন। অন্যান্যবারে ক্ষৌরকর্ম্ম কি কারণ অপ্রশস্ত ।।

উত্তর। অন্যান্য বারে ক্ষৌর কর্ম্ম স্মৃতি বিরুদ্ধ ।।

তথাহি শ্লোক ।।

রবৌ দুঃখং সুখং সৌমে কুজে মৃত্যু র্বুধে ধনং হানিং হন্তি
গুরোর্বারে শুক্রে শুক্রক্ষয় ভবেৎ শনৌচ সর্ব্ব দুঃখস্যাৎ
নরাণাং ক্ষৌরকর্ম্মনি ।।

অস্যার্থ। রবিবারে দুঃখ, সোমবারে সুখ, মঙ্গলবারে মৃত্যু বুধবারে ধন, বৃহস্পতিবারে অপমান, শুক্রবারে সন্তানের হানি, শনিবারে ঐ সকল দোষ হয়॥

প্রশ্ন। তদনন্তর কি কর্ত্তব্য॥

উত্তর। তৈলাভ্যাসির তৈল মর্দ্দন, তাহার নিয়ম ব্রাহ্মণ অগ্রে ... পদে, ক্ষত্রিয় কর্ণে, বৈশ্য দক্ষিণ পদে, অন্তঃ্য অনামিকাতে, ... মস্তকে, অগ্রে মর্দ্দন করিবে। সার্ষপ এবং পুষ্পবাসিত ...ক শাস্ত্রে অতৈল কহেন, অর্থাৎ ইহা মর্দ্দনে তৈল ... জন্য যে অশৌচাদি তাহা হয় না। বৈদ্যক শাস্ত্রে ... অন্নের অষ্টগুণ পিষ্টক, পিষ্টকের অষ্টগুণ দুগ্ধ, দুগ্ধের অষ্টগুণ মাংস, মাংসের অষ্টগুণ ঘৃত, ঘৃতের অষ্টগুণ তৈল, ... মর্দ্দনে ভোজনে নহে।

প্রশ্ন। অতপর কি করিবেক।

উত্তর। স্নান, তাহার বিশেষ এই যে পদ্মপুরাণের মতে ...ক, মাস, আর বৈশাখ, মাসে প্রাতঃ স্নান করিবেক। ...রে প্রত্যহ, অক্ষম পক্ষে বিহিত কালে, কিন্তু প্রত্যহ স্নান আবশ্যক, তাহার কারণ স্নান না করিলে বৈদিক কর্ম্মে অধিকার হয় না।

প্রশ্ন। শূদ্রাদির বৈদিক কর্ম্মে অধিকার না থাকায় প্রত্যহ স্নান না করণে তবে প্রত্যবায় নাই কিন্তু ব্রাহ্মণ যে দিবস শারীরিক কোন ব্যামোহ প্রযুক্ত অবগাহন করিতে অশক্ত ...সে বিষ্ণু পুজনে অনধিকারি প্রযুক্ত বিষ্ণু পূজা অকরণ প্রত্য বায়ী না হউক যথা অশৌচাদি প্রতিবন্ধকে ঐ রূপ করণে প্রত্যবায়াভাব।

উত্তর। এমত নহে যে হেতুক বৈদিক কর্ম্ম প্রার উপলক্ষণ গাত্রে এবং ব্রাহ্মণের স্নান নানা বিধি উক্ত আছে এইযে অস্নাত ব্যক্তির বিষ্ণু পূজায় অনধিকার সে স্নান মার্জ্জন স্নান তস্মাৎ মার্জ্জন স্নান করিয়া বিষ্ণু পূজা করিবেক ইহার তাৎপর্য্য প্রাতঃ সন্ধ্যা না করিয়া বিষ্ণু পূজাদি করিবে না, সুতরাং সন্ধ্যা করিলে মার্জ্জন স্নান তাহার সহিত সিদ্ধ হইবে।

প্রশ্ন। প্রত্যহ স্নানের অন্য কারণ কি?

উত্তর। ধর্ম্ম বিষয়ের হেতু পূর্ব্বোক্ত হইল, বৈদ্যকে কহে স্নান দ্বারা শরীরের সুস্বচ্ছন্দতা হয়। তবে রোগ বিশেষে ব্যবস্থা, আতুর ব্যক্তির কোন নিয়ম নাই যাহাতে শরীরের স্বাস্থ্য হব তাহাই করিবে ইহাতে শিবোক্তি আছে। শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং শুদ্রাদি পীড়িত হইলে স্নানানুরূপ গাত্র মার্জ্জন জলস্পর্শ বস্ত্র পরিবর্ত্তন ইত্যাদি। ১।

প্রশ্ন। প্রাতঃ স্নানের পর কি কর্ত্তব্য।

উত্তর। প্রাতঃ সন্ধ্যা সময়ে প্রাতঃ সন্ধ্যা, তদনন্তর তর্পণাদি ঋষির তর্পণ তদনন্তর পূজা তদনন্তর মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা।

প্রশ্ন। সন্ধ্যা কি সর্ব্ব বর্ণের কর্ত্তব্য।

উত্তর। সন্ধ্যা সর্ব্ব জাতীয়ের আছে বরং ম্লেচ্ছ জবনাদি ব্যক্ত করে প্রকারান্তর মাত্র।

প্রশ্ন। পূজা কি।

উত্তর। ঈশ্বরাধনার পথ তাহা পঞ্চোপাসনায় ব্যবস্থিত। যথা শক্তি, শিব, সূর্য্য, গণেশ, বিষ্ণু এই পঞ্চধারূপ কল্পনা করিয়া মনুষ্য সকল পঞ্চধা আচারে নিযুক্ত হইয়া আত্মবৎ সেবা যথা নিত্য পূজা বন্দনা হোম জপ ধ্যান ইত্যাদি দ্বারা চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হন। চতুর্ব্বর্গ পদে সকামির ধর্ম্ম অর্থ

এবং কাম প্রাপ্তি, নিষ্কামি ব্যক্তির চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ পর ব্রহ্ম অনুসন্ধান করনক জ্ঞানী হইয়া মোক্ষ পদ প্রাপ্তি। বেদান্ত বাদিরা কহেন যে কেবল ব্রহ্মোপাসনাই করিবেক অন্যোপাসনার প্রয়োজন নাই এবং সুখ দুঃখ ঘটিত ভোগ জনক যে কর্ম্ম তাহা দুঃখ প্রদ অতএব কর্ম্ম ত্যাগ করা সর্ব্বাংশে কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। শাক্তির রূপ কি এবং শাক্তেরা আচার ব্যবহার বেশ এবং উপহার কি।

উত্তর। দশ মহা বিদ্যার রূপ প্রকৃতির কল্পনা। আচার তিন যথা পশু বীর এবং দিব্য। বেশ রক্ত বস্ত্র পরিধান, অর্দ্ধ চন্দ্র তিলক, রুদ্রাক্ষ স্ফাটিক মহাশঙ্খ মালাধারণ তন্ত্রোক্ত এবং বেদোক্ত মন্ত্রে ব্যবহার উপহার রক্ত পুষ্প রক্তচন্দন অপরাজিতা জবা ইত্যাদি পুষ্প মন্ত্র, স্ফাটিক রুদ্রাক্ষ প্রবালাদি [illegible] মহাশঙ্খ মালায় জপ, ঘৃত মধু চিনি মিশ্রিত বিল্বপত্র কমলক হোম, মেষ মহিষ ছাগাদি বলি, পূজা [illegible] পঞ্চোপচার দশোপচার ষোড়শোপচার সহস্র [illegible] ইত্যাদি। তন্ত্রসারে সাধনার উপাসনায় অধিকারি বিশেষ লেখেন যে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ বিশিষ্ট, [illegible] নিয়ম যুক্ত চিত্তশুদ্ধি বিশিষ্ট, শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান রত, আস্তিক্যাদি গুণ যুক্ত নিত্যোগ দর্শী, সদাচার, বক্তা ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট হইলে সে উত্তম শিষ্য হয়।

প্রশ্ন। পশ্বাচার কাহাকে কহে।

উত্তর। তাবত উপাচার নির্দ্দিষ্টের ন্যায় কিন্তু বৈষ্ণবাচারের ন্যায় বিষ্ণুর উপাসনা স্থলে প্রকাশ হইবেক অর্থাৎ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়, ঋতুকালে আহুতি দান, স্বীয় স্ত্রী ভিন্না স্ত্রীতে

গমনং নিবৃত্তি, বলিদান করিতে পারে এবং নিবেদিত মৎস্য মাংস ভোজনেও অধিকারী, মহিষ আর উষ্ট্রাদি বলিদান করিলে প্রত্যবায়াভাব কিন্তু তন্মাংস ভোজনে অনধিকার। নিশাপূজায় অধিকারী, অর্থাৎ দশ দণ্ডার্দ্ধ রাত্রে।

প্রশ্ন। উষ্ট্র এবং মহিষ মাংস ভোজন নিষেধ কি হেতু কহেন।

উত্তর। বেদে যাহা বিহিত ভোজ্য মাংস কহিয়াছেন তাহাই মাত্র গ্রাহ্য তদ্ব্যতিরেক গ্রাহ্য নহে।

প্রশ্ন। ইহাতে সন্দেহ বেদে কি কারণ নিষেধ করেণ।

উত্তর। বিহিত মাংস ব্যতিরেকে পীড়া দায়ক হয় তাহা বৈদ্যকে লিখিতাছে।

প্রশ্ন। বীর ভাব কি রূপ।

উত্তর। পঞ্চমকারে যুক্ত হইয়া শাক্ত প্রকরণ মতে উপাসনা, পঞ্চমকার যথা মৎস্য মাংস মুদ্রা মদ্য মৈথন প্রকার, মহা নিশাতে পুজা, মহা নিশা অর্থাৎ দুই প্রহরের পর।

তথাহি শ্লোকঃ॥

অৰ্দ্ধ রাত্রাৎ পরং যত্তু মুহূর্ত্ত দ্বয়মেবহি। সা মহা
রাত্রি রুদ্দিষ্টা তদ্দত্ত মক্ষয়ং ভবেত॥

প্রশ্ন। দিব্য ভাব কি প্রকার।

উত্তর। দেববৎ আচার কিন্তু সত্য আর ত্রেতার অর্দ্ধেকে পর্য্যন্ত সে ভাব প্রচলিত ছিল এইক্ষণে দিব্য ভাব হয় না ইহার প্রমাণ কালী বিলাস তন্ত্রে আছে।

প্রশ্ন। দিব্য ভাব কলিতে হয় না ইহার হেতু কি।

উত্তর। কলিকালের মনুষ্য পূর্ব্ববৎ বলবান এবং জ্ঞানী নহে

প্রশ্ন। শিবরূপ কি এবং শৈব, সকলের আচার ব্যবহার বেশ এবং উপহার কি।

উত্তর। একরূপ শিব, শিবলিঙ্গ শব্দের ব্যুৎপত্তি আকাশ, পীঠ পদে পৃথিবী, প্রলয় কালে সর্ব্ব দেবতা লয় হইলে সে কালকে লিঙ্গবলে, ইহার প্রমাণ স্কন্দ পুরাণে কাশীখণ্ডে আছে। পার্থিব শিবলিঙ্গ ব্যতিরেকে তাবৎ স্থাপিত শিবলিঙ্গে সর্ব্ব দেবতার পূজা হইতে পারে, কিন্তু দ্রব্য বিশেষে নির্ম্মিত ব্যতিরেকে আবাহন করিতে হয়। শৈব সকলের আচার বৈষ্ণবেরন্যায়, বেদ তন্ত্র এবং পুরাণ মতে ব্যবহার, বেশ অর্দ্ধ চন্দ্রাকার তিলক, বিভুতি, রুদ্রাক্ষ মালাধারণ। উপহার ধুস্তুর পুষ্পে যজ্ঞ, কুন্দ শেফালিকা জবা ইত্যাদি নিষেধ, রুদ্রাক্ষ মালায় জপ, ঘৃত মধু চিনি বিল্বপত্রে হোম, পূজার কাল পূর্ব্বাহ্ন।

প্রশ্ন। সূর্য্যরূপ কি এবং বেশ ব্যবহার আচার সৌর সকলের কি প্রকার।

উত্তর। দ্বাদশরূপে সূর্য্য এক রূপ, বৈষ্ণবেরন্যায় আচার সৌর সকলের, ব্যবহার বেদ পুরাণমত, ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলক বেশ, স্ফটিকে মালাধারণ, রক্তপুষ্প এবং চন্দন উপহার, যজ্ঞ করবীর পুষ্পে স্ফাটিক মালায় জপ, ঘৃত মধু পায়স পদ্মপুষ্পে হোম, পূজার কাল পূর্ব্বাহ্ন।

প্রশ্ন। গণেশ রূপ কি এবং উপহার বেশ ব্যবহার আচার গাণপত্য সকলের কি।

উত্তর। গণেশ একরূপ ভক্তিন্যায় বেদ এবং পুরাণমতে ব্যবহার বেশ ললাটের মধ্যস্থানে বর্ত্তুলাকার তিলক গাণপত্যের আচার, উপহার করবীরপুষ্পে যজ্ঞ, গজ দন্তের মালায় জপ, ঘৃত মধু চিনি বিল্বপত্রে হোম, পূজারকাল পূর্ব্বাহ্ন।

প্রশ্ন। বিষ্ণুরূপ কি এবং উপাস্থার বেশ ব্যবহার আচার বৈষ্ণবের কি।

উত্তর। দ্বিভুজ কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজ স্বর্ণবর্ণ ও দশাবতার রূপ নারায়ণের কল্পনা, হবিষ্যাশী, জিতেন্দ্রিয়, বিষ্ণু নিবেদিত ভিন্ন দ্রব্য ভোজন ত্যাগী, সর্ব্বদা হরি সংকীর্ত্তন, পুরাণোক্ত এবং বেদোক্ত মতে ব্যবহার, বেশ নাশাগ্র তিলক, তুলসী কাষ্ঠের মালাধারী, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কিত, উপাচার শ্বেতচন্দন, শ্বেতপুষ্প, তুলসী, করবীর পুষ্পে যন্ত্র, নানা রূপ শালগ্রাম শিলাতে সর্ব্ব দেবতার পূজা আবাহন ব্যতিরেকে মন্ত্র, তুলসী মালায় জপ, ঘৃত মধু। চিনি করবীর পুষ্পে হোম, পূজার কাল পূর্ব্বাহ্ণ। বৈষ্ণবাচার ভাব হরিভক্তি বিলাসের মতে সখ্য, দাস্য বাৎসল্য, এবং মধুর এই চারি ইহার মধ্যে মধুর ভাবের মাহাত্ম্য অধিক, তাহার কারণ ইহাতে সকল ভাবের উদ্রেক আছে এবং সর্ব্বাঙ্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি জন্মান হয়। ভাগবতে লিখেন কামে অথবা স্নেহে অথবা ভক্তিতে ঈশ্বরে চিত্ত নিবেশ করিলে উত্তম গতি প্রাপ্তি হয়, আর অবহেলা ক্রমেও ভগবান্নামোচ্চারণ করিলে পাপ ক্ষয় হয়, অন্যের সম্মান দাতা আত্মাভিমান শূন্য বৃক্ষ হইতে সহিষ্ণু আপনাকে তৃণ হইতে লঘুজ্ঞান করে এমত ব্যক্তি হরি সংকীর্ত্তন যোগ্য হয়, শাস্ত্রজ্ঞ ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, অহঙ্কার হিংসা দেষাদি রহিত, সত্য বাদী যে মনুষ্য তাহার নাম সাধু। সাধনাবস্থায় লিখিত আছে।

প্রশ্ন। বেদান্ত মতে কেবল ব্রহ্মোপাসনা যে কহিয়াছেন সে কি প্রকার।

উত্তর। বেদান্ত মতে আত্মোপাসনাই বিশেষ রূপে নিশ্চয় করেন, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাবৎ বিষয় ঈশ্বর, ইহা হইতে ভিন্ন পর-

মোক্ষের যুক্তি সিদ্ধ জানিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বরের সত্তাকে তাঁহার কার্য্য দ্বারা স্থির করিয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধা করাই মোক্ষ সাধন। তাহা এইরূপে কর্ত্তব্য যে সর্ব্বদা আত্ম চিন্তন এবং ইন্দ্রিয় দমনে যত্নবান, প্রণব উপনিষাদির অভ্যাস। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারির লক্ষণ করিয়াছেন তিন প্রকার যে ঐহিক, পারত্রিক, ফল ভোগ, বৈরাগ্য, এবং নিত্যানিত্য বস্তু কি ইহার বিবেচনা, এবং শমদমাদি সাধন, আর সর্ব্বদা মুক্তীচ্ছা, এই সকল ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারির বিশেষণ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ঊণত্রিংশাধ্যায় ঊনবিংশতি শ্লোকে লিখেন সর্ব্ব এই ঈশ্বর ব্যাপ্ত আছেন এই অভ্যাসের দ্বারা প্রাপ্ত হয় যে জ্ঞান তাহাতেই সকল জগৎ ব্রহ্মাত্ম বোধ হয় অতএব যখন সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দৃষ্টি রূপ জ্ঞানের স্থায়িত্ব হইল তখন সংশয়হীন হইয়া ক্রিয়া মাত্র হইতে নিবর্ত্ত হইবেক। ফলে প্রাপ্তে যদা বৃক্ষঃ পুষ্পং ত্যজতি নিস্পৃহ। অর্থাৎ ফল প্রাপ্ত হইলে ফুল স্বেচ্ছাধীই বৃক্ষ হইতে গলিত হয়।

প্রশ্ন। এই ছয় মতের কোন মত উত্তম হয়।

উত্তর। সকলেই উত্তম গৃহির ব্রহ্মোপাসনা শোভাকর হয় না কারণ সেমতে কেবল বেদ পাঠ ব্রহ্ম চিন্তা এবং শমদমাদিতে যত্ন, কর্ম্ম রহিত অতএব পঞ্চোপাসনার মধ্যে কোন এক পথ আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে পরম ব্রহ্মের আলোচনা করা উত্তম পথ এ কথার প্রমাণে ভগবতী গীতায় ভগবতী তাঁহার পিতা হিমালয়কে এই প্রকার কহিয়াছেন।

প্রশ্ন। পঞ্চোপাসকেরি ক্রমে ক্রমে পরম ব্রহ্মার আলোচনাকে যে আপনি উত্তম কহিয়াছেন তাহাতে এক সংশয় জন্মিতেছে যথা দেবোপাসকের এবং ব্রহ্মোপাসকের প্রত্যেকের ব্যবহার

প্রত্যেকের পক্ষে বিপর্য্যয় দেখা যাইতেছে, কারন কর্ম্মির প্রতি শ্রুতি অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত, অর্থাৎ প্রত্যহ সন্ধ্যা করিবেক, আর স্মৃতিতে ও তন্ত্রে লিখেন যাবজ্জীবন বিষ্ণু পুজা ও শিব পুজা করিবেক ব্রহ্মোপাসকের মতে ইহার কোনো কর্ম্মই নাই এই উভয় ব্যবস্থা এক জন এক সময়ে কি প্রকারে করিতে পারে।

উত্তর। ইহা সম্ভাবনার কাল ভালোই আছে, উপাসনানুসারে বেদ পুরাণ, এবং তন্ত্রোক্ত, যাহার যে কর্ম্ম তাহা করুন শেষে ঐ কর্ম্ম দ্বারায় আত্ম চিন্তা করযাজ্ঞ বল্ক্য কহেন, ন্যায়েতে ধনো পার্জন করে জ্ঞান নিষ্ঠহয় অতিথিকে, শ্রদ্ধাকারে, সত্যবাক্য কহে, এইরূপ দ্বারা গৃহস্থ মুক্তি পদ পায়। নিষ্কাম কর্ম্ম প্রবাহ চিত্ত শুদ্ধির কারণ চিত্ত শুদ্ধি জ্ঞানে তাহার কারণ, জ্ঞানেচ্ছা শ্রবণ মননাদি সাধনের কারণ, সেই সাধন জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, জ্ঞান মোক্ষের কারণ, উপাসনা প্রকরণে যাহা বিধান আছে তাহা বিবেচনায় ফল সকলেরি এক, শমদমাদি সাধন কি কর্ম্মী কি জ্ঞানী উভয়েরি প্রয়োজন, বরং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ব্যতিরেকে সামান্য ধনোপার্জনের নিমিত্ত তাবৎ ব্যবসায়ের প্রতি ব্যাঘাত, মনুকহেন। যে হেতুক কামুক, লোভী, এমত ব্যক্তিকে কেহ বিশ্বাস করে না। বেদ পাঠ কাহার না আছে, অর্থাৎ বাল্য কালাবধিই বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত আরম্ভ করিতে হয়।

প্রশ্ন। সামান্যত বিদ্যা যাহাতে ধনোপার্জন হয়, ব্যাকরণাদি ইহা পাঠে বেদ পাঠের ফল কি রূপে প্রাপ্তিহয়।

উত্তর। বিদ্যা মাত্রেই বেদাঙ্গ বিশেষত ব্যাকরণ জ্ঞান না হইলে অন্য শাস্ত্রার্থ বোধ হয় না, এই কারণ পরম্পর বেদ পাঠের যে ফল সেই ফল শাস্ত্র মাত্রই প্রাপ্ত করান। আঙ্গির কহেন বেদ হইতে ভিন্ন কোন শাস্ত্র নহে, এবং সাহিত্য দর্পণেও

তাহার প্রমাণ আছে যেমন কাব্য শাস্ত্র যে সুরস, এবং সহজ ইহা আলোচনা দ্বারা অল্পধী ব্যক্তি সকল চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হয়েন, সেই রূপ অতি সুকঠিন এবং দুঃখ বহ যে বেদ শাস্ত্র, তাহাকে পরিণত বুদ্ধি মানেরা আলোচনা করিলাও চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হয়েন।

প্রশ্ন। ইহাতে এই বুঝায় যে অল্পধী ব্যক্তি সকল ঐ কাব্য শাস্ত্র আলোচনার মতে নিত্য কর্ম্ম করিয়া চতুর্ব্বর্গ পায়, কিন্তু পরিণত বুদ্ধি মানেরা বেদাধ্যয়নের দ্বারা কর্ম্মত্যাগি রূপ জ্ঞান নিষ্ঠ হইয়া চতুর্ব্বর্গ পায়।

উত্তর। পণ্ডিতগণ গ্রন্থের স্থানান্তরে লিখেন যেমন রোগ হইলে তাহার উপশমনার্থে কটু ঔষধ সেবন করিলে রোগের শমন হয় কিন্তু শর্কর যুক্ত ঔষধ যদি কোন রোগী খায় তবে প্রবল হইতে থাকে।

প্রশ্ন। কর্ম্মানুষ্ঠান যে শর্করা গুড়ের ন্যায় সুখদ, ইহা কিমতে প্রতিপন্ন হইতে পারে।

উত্তর। গৃহাশ্রমির ধনোপার্জ্জনের আবশ্যক আছে, কারণ ধন হইলে, তাহার ব্যয় সৎকর্ম্মে অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক যাত্রা মহোৎসব নানা কর্ম্মোপলক্ষে দীন দরিদ্রকে দান, ও আত্মীয় স্বজন লইয়া আমোদ প্রমোদ, নানা প্রকার ব্যক্তিকে কার্য্য দ্বারা বশতাপন্ন করা ইত্যাদি প্রকারে কালযাপন, অবকাশ মতে আত্মচিন্তা করা। আর যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য না পায়, ও দান না করে, তাহার সেবনে প্রয়োজন কি, যেমন কোন ব্যক্তি আপন বৈরিকে দমন না করে, তাহার পরাক্রমে ফল কি, আর পুণ্যানুষ্ঠান না করে তাহার অধ্যয়নে প্রয়োজন কি, যে জিতে-

শ্রেয় না হয়, তাহার শরীর ব্যর্থ, জ্ঞানিগণ কহিয়াছেন। আর বেদোক্ত আচার রহিত ব্যক্তি অনেকলোক কর্ত্তৃক ঘৃণা যুক্ত হয়। এবং আত্মোদর ভরণ মাত্রাভিলাষী ভদ্রাভদ্র বিবেচনা রহিতাস্তঃ করণ যে পুরুষ, তাহার সহিত পশুর কি ভেদ। যদি ধনাদির সম্ভাবনা না থাকে, তবে উদাসীন হইয়া বনমধ্যে বাস করিয়া কেবল আত্ম চিন্তা করা উচিত, তাহাতেও বনস্থ ঋষি দিগের সহিত সৌহার্দ্দ করিলে অধিক সুখ আছে, ঐ সৌহার্দ্দ রাখিতে হইলে সময় ক্রমে আচার, ব্যবহার, দান, ও প্রতি গ্রহ, কর্ম্মাঙ্গ না করিলে তাহা থাকে না। অতএব জ্ঞানি ব্যক্তি যে যে কর্ম্ম করিবেন তাহা আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক, ইহা শাস্ত্রে আছে। যথা ভগবদ্গীতায় দ্বিতীয়াধ্যায়ে চত্বারিংশৎ শ্লোকার্থ কামনা রহিত কর্ম্ম নিষ্ফল হয় না এবং অঙ্গ ভঙ্গ হইলেও প্রত্যবায় নাই, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান অল্প তাহাতে মহাভয় হইতে ত্রাণ করে। অষ্ট চত্বারিংশৎ শ্লোকার্থ ঈশ্বরেতে তৎপর হইয়া আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করা কেহ যোগ কহে। পঞ্চাশৎ শ্লোকে ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সমস্ত কর্ম্ম কর তাহা কেহ বুদ্ধি যোগ কহে, তাহাতে পাপ পুণ্য এই উভয়কে নাশ করিয়া জ্ঞান জন্মায়, অতএব ঐ যোগের কৌশল দ্বারাই জ্ঞান জন্মে। এক পঞ্চাশৎ শ্লোকে ফল ত্যাগী হইয়া কর্ম্ম করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষপদ পায়। তৃতীয়াধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম করিয়া অন্তরে বিষয় ভাবে, লোককে জানায় আমি ব্রহ্ম ধ্যান করি, সে প্রতারক মাত্র হয়। সপ্তম শ্লোকে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় দমন, আর শরীর দ্বারা কর্ম্ম করে, তাহাতে ফলেচ্ছা রহিত হয় যে, সেই প্রধান। অষ্টম শ্লোক, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পরামর্শ দেন যে, হে অর্জ্জুন তুমি নিত্য

কর্ম্ম কর, কারণ কর্ম্ম ত্যাগাপেক্ষা কর্ম্মা চরণে শ্রেষ্ঠতা আছে, এবং সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে শরীর রক্ষা হয় না। আরো বিংশতি শ্লোক অবধি চতুর্ব্বিংশতি শ্লোক পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবার গুণ প্রকাশ করিয়াছেন, বিশেষ দ্বাবিংশতি শ্লোকাতে শ্রীকৃষ্ণ আপনার প্রতি দৃষ্টান্ত স্থল করিয়া কহেন, হে অর্জ্জুন দেখ আমার কোন কর্ম্মে প্রয়োজন নাই, ত্রিভুবনে আমার অপ্রাপ্ত বস্তু ও কিছুই নাই, তবু আমি সর্ব্বদা কর্ম্ম সাধন করিতেছি। বেদান্তের তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ পাদে ষড়্বিংশতি শ্লোকে আত্ম জ্ঞানাশ্রয়, কর্ম্ম সকলের অপেক্ষা করেন, কারণ যজ্ঞাদিকে বিদ্যার হেতু বেদে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতি, তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন। অর্থাৎ সেই যে এই আত্মা, তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠের দ্বারা, এবং যজ্ঞ, দান, তপস্যা আর উপবাস দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন, যে হেতু আত্ম জ্ঞানের ইচ্ছার উৎপত্তির নিমিত্ত যজ্ঞাদির অপেক্ষা করে।

প্রশ্ন। আহার, ব্যবহার, এবং দান এই সমস্ত আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক করা কি প্রকারে হয়, কারণ এই কহিলেন সৌখ্য আকাঙ্ক্ষী হইয়া করিতে হয়।

উত্তর। যে সকল কর্ম্ম কহিলাম এ লৌকিক মাত্র, ঐহিক সুখ জনক, ফলত জন্মান্তরীয় ভোগাকাঙ্ক্ষী হইয়া কোন কর্ম্ম করা উচিত নহে।

প্রশ্ন। বোধ হইল, আহার ব্যবহার ঐহিকের সুখ জনক বটে। কিন্তু দান কর্ম্ম ইহ জন্মে এবং জন্মান্তরে উভয়েতে সুখ জনক, কারণ সকল প্রকাশ আছে দানাদি করিলে পাপক্ষয় এবং অন্তে স্বর্গভোগ হয়।

উত্তর। যে ফলাকাঙ্খী হইয়া দানাদি করে, সেই ফল প্রাপ্ত হয়, শাস্ত্রে ইহা আছে, অতএব যে দানাদি কহিলাম ইহা ঐহিকের সৌহৃদ্যাকাঙ্খী হইয়া করিলে তাহাতে ঐহিকের সৌহৃদ্য জন্মাইবে, আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক যে দানাদি তাহা জন্মান্তরের উদ্দেশেকরিবে না।

প্রশ্ন। ফলাকাঙ্খী হইয়া কর্ম্ম করিলে কি ক্ষতি হয়।

উত্তর। কর্ম্ম জন্য শুভাশুভ মুক্তির বিরুদ্ধ, তাহার কারণ কর্ম্ম নষ্ট্রে তাহার ভোগ অবশ্যই হয়, একারণ তাহা ত্যাগ করা উচিত

প্রশ্ন। তবেতো সুখেচ্ছায় কর্ম্ম করাই ভাল হয়, কারণ জন্মান্তরে সুখভোগ হইবে।

উত্তর। তাহা উত্তম নহে, কারণ তৎসুখ ভোগান্তর দুঃখ ভোগ হইবার কল্পনা আছে।

প্রশ্ন। বুঝাগেল অনিত্য সুখেচ্ছায় কর্ম্ম করিলে কিঞ্চিৎ কাল পরে দুঃখ হইবে, তবে নিত্য সুখেচ্ছা হইয়া কর্ম্ম করিলে দোষ কি

উত্তর। যে পুরুষ নিত্য সুখী হয়, সেই মুক্ত পুরুষ, কিন্তু সেই নিত্য সুখ জনক আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক অথবা বিষ্ণু প্রীতার্থ কর্ম্ম করা, ইহা ভিন্ন নিত্য সুখ কখন হয় না।

প্রশ্ন। পূজার পর কি কর্ম্ম করিবার যোগ্য।

উত্তর। ভোজন। ২।

প্রশ্ন। ভোজনের সময় নিয়ম কি রূপ।

উত্তর। দিবসের সার্দ্ধ প্রহর দ্বয়, রাত্রির সার্দ্ধ প্রহর মধ্যে, এই দুই মুখ্য কাল, তদভিন্ন কর্ম্মানুরোধে শরীর রক্ষা জন্য, একাদশী, মহাষ্টমী, শ্রীরামনবমীঃ শিবরাত্রী চতুর্দ্দশীঃ এই কয়েক তিথিতে অষ্টম বর্ষীয় বালক, এবং অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধ, আর আতুর অর্থাৎ রোগী এই কএক ব্যক্তি ভিন্ন ভোজন করিবেক না, এবং পিতা

মাতা মহাগুরু মরণে ত্রিরাত্রোপবাস করা উচিত, অশক্ত-পক্ষে অনুকল্প কথিত আছে। বামাচারীর উপবাস তন্ত্রে ও আগমে নিষেধ করিয়াছেন।

প্রশ্ন। অন্যান্য দেশীয় দিগের শাস্ত্রে প্রাতঃ কাল এবং সায়ং কাল ভোজনের প্রশস্ত সময় কহেন তাহা ভাল বোধ হয় কারণ সময় অনেক পাওয়া যায়।

উত্তর। প্রাতঃকাল ভোজনের সময় হইলে হিন্দু দিগের নিত্য কর্ম্মের ব্যাঘাত হয়। আর যে দেশের যে ব্যবস্থা তাহা তদ্দেশে শুভ, এবং তদ্বারা তদ্দেশীয় লোক সকল দীর্ঘ-জীবি হইতে পারে, পরন্তু কর্ম্মানুরোধে ভুক্তান্তর হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্বারা দীর্ঘ-জীবি হইতে পারে না।

প্রশ্ন। ভোজনের দ্রব্য বিশেষ নিরূপণ কি আছে।

উত্তর। গীতায় লেখেন যে ভোজন ভোক্তার আয়ু উৎসাহ বল, আরোগ্য, সুখ প্রীতির বর্দ্ধক এবং মধুর স্নিগ্ধ, স্থির ও হৃদগত হয়, সেই সাত্বিক ভোজন। আর প্রহরাধিক, বিরস দুর্গন্ধ, পর্য্যষিত, উচ্ছিষ্ট, অস্পৃশ্য এই সমস্ত তামস ভোজন, স্মৃতির মতে নিন্দিতান্ন, অভোজ্যান্ন, অভক্ষ্য, অপেয়, পান ভোজন করা নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন। স্মৃতির মতে নিন্দিতান্ন কাহাকে বলে।

উত্তর। অগ্ন্যারসারির অন্ন, শূদ্রান্ন, চিকিৎসকের অন্ন, ভূমি পান্ন, স্ত্রী জীবির অন্ন, শৌণ্ডিকান্ন, সূতিকান্ন, কুক্কুর, গলৎ, কুন্টী, অমেধ্য, পুরুষ, রজস্বলা এবং পতিত ইহাবদিগের সংস্পৃষ্টান্ন, নটী, শৈলুষকী, বেণুজীবী, স্ত্রী গমনান ভিবার, রজক, চর্ম্মকার নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ, ভিল্ল, প্রব্রজিত ইহারদিগের অন্ন, এতদ্ভিন্ন, পর্য্যবিতান্ন, ব্যক্তি বিশেষের ভুক্তার শিষ্টান্ন শূদ্র সহি

তক পংক্তি ভোজন, এবং এক গৃহে সহ ভোজনে এক ব্যক্তি উত্থিত হইলে, কাক নকুলাদি গরোচ্ছিষ্টান্ন, ভোজন কালীন পতান্ন না ত্যাগ, আসনে পদ রাখিয়া ব্রাহ্মণের ভোজন ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন। অন্ত্যাবসায়ী কাহাকে বলে।

উত্তর। চণ্ডাল, শ্বপচ, ক্ষত্ত সূত, বৈদেহিক, মাগধ, আয়োগব ইত্যাদি।

প্রশ্ন। অভোজ্যান্ন কি।

উত্তর। ব্রাহ্মণ হইয়া নটক্রিয়া জীবী, নর্ত্তক, পদাতিক, চৌর, ভিষক, কর্ম্মকার চর্ম্মকার, স্বর্ণকার, ব্যাধ, শৌণ্ডিক, দূত, রজক, কৈবর্ত্ত ক্রিয়াজীবী, কণ্ডজীবী, নপুংসক উগ্র, বিপক্ষ, হিংসক, অজাগো মাহিষাদি পালক, অগ্র শূদ্রাধ্যাপক, অসৎ শূদ্রযাজক শিল্পী, চক্রোপজীবী, বার্দ্ধুষিক, পুণ্য বিক্রয়ী, ষণ্ড, আতুর, দুষ্টীক অর্থাৎ দরজীরাজ, নগরাধিপ, রঙ্গোপজীবী, অতি ভক্ষণশীল, পরিবিত্তি, ভগজীবী, স্বপোষকাতিগণ্ড, মিত্রা শাধ্য ভিধারী, কুট সাক্ষী, শাস্ত্রবিক্রী, শস্ত্র কর্ত্তা, বংশাধিকার নির্ম্মিতা, পরোক্ষে, পরনিন্দক, দুই চারি ব্যক্তির ভাগ্যক্রমে রন্ধনান্ন, এবং অবীরান্ন কেও অভোজ্যান্ন কহে, কিন্তু পুত্র হইয়া যাহার মৃত হইয়া থাকে, এমত যে বিধবা স্ত্রীলোক, তদন্ন অভোজ্যান্ন নহে। এবং গুরুতর সম্বন্ধ বিশিষ্টা যা স্ত্রী, তদন্নও অভোজ্য নহে।

প্রশ্ন। উক্তব্যক্তি সকলের সংস্পৃষ্টান্ন অভোজ্য কি উহার দিগের আমিকান্ন অভোজ্য, কি উহার দিগের কৃতান্ন অভোজ্য।

উত্তর। ইহার মধ্যে তিন প্রকার অন্নই নিন্দিতান্ন হয়, নগরাধিপের স্পৃষ্টান্ন, তদ্ভিন্নের সম্বন্ধীয়ান্নে এবং দুই চারি ব্যক্তির ভাগ ক্রমে রন্ধনান্ন যে নিষেধ কহিয়াছি, সে তদন্ন মাত্র এই

তিন প্রকার।

প্রশ্ন। সামান্যত অবীরান্ন ভোজন নিষিদ্ধ জানিলাম এক্ষণে আপনি কহিলেন স্বসম্পর্কীয় ব্যতিরিক্ত অবীরান্ন নিন্দিত তবে অন্যান্য উপরি উক্ত নিন্দিত যে যে ব্যক্তি তাঁহারাও স্বসম্পর্কী হইলে তাঁহার দিগের অন্ন ভোজন করিতে নিষিদ্ধ আছে কি না

উত্তর। অবীরান্ন সামান্যত নিন্দিত বটে, তবে যে এই স্বসম্পর্কীয়া কহিলাম মাতুলানী, বিমাতা, আচার্য্য পত্নী, আর শ্বশুর পত্নী এবং গুরুজন বিপত্নী।

প্রশ্ন। যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত মাতুলাদি হয়, তবে তৎ সংস্পৃষ্টান্ন ভোজন বিধি কি অবিধি।

উত্তর। প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেক তৎসংস্পৃষ্টান্ন উচিত ত্যাগ করা, যে হেতুক শাস্ত্রের মত। পতিতং পিতরং ত্যজেৎ।

প্রশ্ন। আপনি যে রূপ অভোজ্যান্ন নিরূপণ করিলেন তাহাতে সহ ভোজন নিষেধ নাই তবে কি কারণ অশাস্ত্র বলিয়া তাহার দিগের সহিত ভোজন দূষ্য হয়।

উত্তর। শাস্ত্রের অন্য প্রকরণে উক্ত আছে, দূষ্য ব্যক্তির সহিত অর্থাৎ পতিত ব্যক্তি সহ ভোজন করিবেক না। তাহার উচ্ছিষ্ট আহার কালীন নীচ ব্যক্তির মুখাবলোকন করিবে না, যদি দৈবাধীন তাহার মুখ দৃষ্ট হয়, তবে ঐ অন্ন ত্যাগ করিবে। এবং লোকাচারের অভিপ্রায় মনুষ্য সকল আত্মাভিমানী ইহাতে যদ্যপিস্যাৎ বোধ করে আমি এই এই কর্ম্ম করিয়া ইহারদিগের হইতে নীচ হইয়াছি অতএব এমত কর্ম্ম সকল বারান্তর না করিয়া এই সকলে যে কর্ম্ম করিয়া উত্তম হইয়াছে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইব, এই অভিলাষে সৎকর্ম্ম করিবেক।

৯ প্রশ্ন। এককালে কহিলেই হয় যে ব্রাহ্মণেরা স্বপাক ভিন্নান্ন ভোজন করিবে না।

৯ উত্তর। ইহাতে স্বপাক ব্যতীত আছে, এসমস্ত নিষেধ করিবার ...ংপর্য্য ব্রাহ্মণেরা প্রস্তুত্তিবিত দুষ্য কর্ম্ম করিবেন না, আর যে ...ক্ষণ করেণ তাঁহার সহ ভোজ্যান্নতা রাখিবে না। সামান্য ব্যক্তি ...হ প্রধান লোকের ভোজন নেচ্ছাদিরাও করে না। তাহার ...দিগের শাস্ত্রে স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট নিষেধ নাই, কিন্তু সহ ভোজনের ...ল বিবেচনা আছে। অতএব যাহাতে নিন্দা হয় এমত কর্ম্ম ...র্ম্ম শাস্ত্রের মতে কদাচ কর্ত্তব্য নহে। নীতি শাস্ত্রে লিখে সর্ব্ব ...দাই যশের অনুসন্ধান করিবে, তাহার কারণ মাংস, মূত্র, ...রিষ্ঠা, ও অস্থিতে নির্ম্মিত বিনাশী যে শরীর ইহার দ্বারা নিত্য নির্ম্মল যশ লাভ করিবেক কারণ শরীরের ও গুণের যে ভেদ সে অত্যন্ত অন্তর, তাহার হেতু শরীর অত্যল্প কালস্থায়ী গুণ কল্পান্তর স্থায়ী।

প্রশ্ন। অভোজ্য, অপেয়, কি যাহা স্মৃতিতে নিষেধ করেণ।

উত্তর। বিষ্ঠা, মূত্র, রেত, মদ্য, গুঞ্জনাদি, বিষ্ঠা মূত্র সংস্পর্শীয় ফলাদি, গোমাংস এই সমস্ত অভক্ষ্য, এবং পীত শেষ জল বাম হস্ত মাত্র করণক জলপান, কেবল হস্ত এবং বস্ত্র স্থিত দ্রব্য প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়াতে বৃহতী, তৃতীয়াতে পটোল, চতুর্থীতে মূলক, পঞ্চমীতে শ্রীফল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে শিম, একাদশীতে কলমীশাক, দ্বাদশীতে পুই, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকী, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই, পঞ্চদশীতে অর্থাৎ আমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে মাংস, আর রবিবারে মৎস্য, আদা, রক্তশাক, নিম্বপত্র, এবং মসুর দাউল, আর সামান্যত চণ্ডালাদি স্পৃষ্ট, এবং কুক্কুটাদির উচ্ছিষ্ট, অর্থাৎ স্পৃষ্ট

জলাদি নিষিদ্ধ এবং রবিবারে মাংস, শক্তু, কাঞ্জিক, কাংস্যপাত্রে ভোজন, স্ত্রীসংসর্গ, তৈল ইত্যাদিও নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন। অন্য কোন বারে কোন কর্ম্ম নিষেধ আছে।

উত্তর। কর্ম্ম বিশেষে নিষেধ আছে বিদ্যারম্ভে শনিবার, সোমবার, বুধবার, তৈলাভ্যঙ্গে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, মঙ্গলবার, নিষেধ।

প্রশ্ন। সামান্যত তাল ভক্ষণ ও বার্ত্তাকী ভক্ষণ নিষেধ তবে সপ্তমীতে তাল, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকী ভক্ষণ কি কারণ নিষেধ।

উত্তর। শ্বেত তাল, শ্বেত বার্ত্তাকী, নিষেধ, বিশেষ যে যে তিথিতে যেং দ্রব্য নিষেধ তৎ ভিন্ন তিথিতে তৎ দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারিবেক।

প্রশ্ন। যেং তিথিতে যেং দ্রব্য নিষেধ তদিতর দিনে যদি সেই দ্রব্য ভোজন বিধি হয় তবে দ্বাদশীভিন্ন দিনে পূতিকা ভক্ষণ করিবে কি না।

উত্তর। কুসুম, নালিকা শাক শ্বেত বার্ত্তাকী, পুতিকা এই সকল সামান্যত ব্রাহ্মণের অভোজ্য, দ্বাদশীতে পুতিকা নিষেধ অধিক পাপ জনক এজন্য শূদ্রাদির নিষেধ।

প্রশ্ন। বিষ্ঠা অবধি গোমাংস পর্য্যন্ত অপকৃষ্ট দ্রব্য নিষেধ যোগ্য বোধ হইল কিন্তু তদ্ভিন্ন জলাদি প্রকারান্তর ব্যবহারে এবং তিথি বিশেষে দ্রব্য বিশেষ ভক্ষণ নিষেধ ইত্যাদি সামান্যাপরাধে গুরুতর দোষ শ্রুতির ন্যায় বোধ হয় অতএব ইহার কারণ কি।

উত্তর। বিষ্ঠাবধি গোমাংস পর্য্যন্তের গুরুত্বাদিতর নিষেধ তাহার পর যে সমস্ত ইহা তদ্রূপ নহে, অকর্ত্তব্য প্রযুক্ত ঋষিরা ভয় প্রদর্শণ করাইয়া নিষেধ করেন তাহার কারণ এ সমস্ত কর্ম্ম করিলে রোগ জনক ইত্যাদি প্রত্যেকেরি গুঢ়াভিপ্রায় আছে, তাহা সম্যক রূপে অস্মদাদির উপলব্ধি হয় না, সে ক্ষুদ্র বুদ্ধি প্রযুক্ত। বিশেষতঃ মনুষ্য সকলের চরম কালে, যোগাবলম্বন করিয়া দেহ ত্যাগ করা শ্রেষ্ঠ অভিপ্রায়, তাহাতে অনশন ব্রত প্রভৃতি করা অতি শক্ত কর্ম্ম কিন্তু ক্রমে অভ্যাস দ্বারা তাহা সুসিদ্ধ হইতে পারে, জ্ঞানবানেরা ইহা কহে, কোনো বিষয় অভ্যাস করিতে হইলে সোপানাবলম্বন ব্যতিত হওয়া দুষ্কর, এ কারণ নীতি শাস্ত্রে লেখেন। ধন পাদধুলীর ন্যায়, যৌবন নদীর বেগের ন্যায়, পরমায়ু জলবিন্দুর ন্যায়, জীবন ফেনার ন্যায়, ইহা জানিয়া ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া লোক তাপিত হইয়া শোক রূপাগ্নিতে দাহ হয়, শাস্ত্রে অচল রূপ বিশ্বাস করিলে কোন সুখোদয় হয়, নিয়ম ভিন্ন ইন্দ্রিয় বশ না হইলে চিত্ত শুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞান হয় না, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না, এ জন্য প্রথমাবধি নিয়মাবধারণ ব্যতিরেকে চরমে যোগারূঢ় হইতে পারে না, এবং ইহ কালেও প্রশংসিত হয় না।

প্রশ্ন। আর কি নিয়ম উচিত।

উত্তর। সদসৎ কর্ম্ম এবং শুদ্ধ গ্রহণ, অশুদ্ধ ত্যাগ।

প্রশ্ন। অসৎ কর্ম্ম কি।

উত্তর। নানা প্রকার পাতক।

প্রশ্ন। পাতক কত প্রকার।

উত্তর। সঙ্করী করণ ১০ প্রকার, আপাত্রী করণ ৪ প্রকার, মলাবহ ৪ প্রকার, প্রকীর্ণক ৪ প্রকার, জাতি ভ্রংশকর ৫ প্রকার,

উপপাতক ৫০ প্রকার, অনুপাতক ২১ প্রকার, মহাপাতক ৫ প্রকার অতিপাতক ৩ প্রকার এই ১০ প্রকার পাতক, ইহা ভিন্ন আরো কতক গুলি কর্ম্ম বিশেষ আছে।

প্রশ্ন। সঙ্করী করণ ১০ প্রকার কি হয়।

উত্তর। খর, উষ্ট্র, অশ্ব, মৃগ, হস্তী, অজা, মেষ, মীন, সর্প, মহিষ বধ করা।

প্রশ্ন। অপাত্রী করণ ৪ প্রকার কি হয়।

উত্তর। ব্রাহ্মণের নিন্দিত ধন গ্রহণ, বাণিজ্য, শূদ্র সেবন, প্রবঞ্চনা।

প্রশ্ন। নিন্দিত ধন কি হয়।

উত্তর। চণ্ডাল, রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ, ভিল্ল, এই সকলের দান গ্রহণ।

প্রশ্ন। মলাবহ ৪ প্রকার কি হয়।

উত্তর। কৃমি কীট হত্যা, মদ্যজনক ফলাদি ভোজন, ফল, কাষ্ঠ, চৌর্য্য, এবং অল্পাপেতে যে মহদ্বেগ ক্রন্দ।

প্রশ্ন। প্রকীর্ণক ৪ প্রকার কি হয়।

উত্তর। নিষিদ্ধ কিম্বা কর্ম্ম করণ, শৃগাল, খর, বিড়াল, নর, অশ্ব, উষ্ট্র, বরাহ, দ্বারা দংশিত, মিথ্যাভিশাপ জনিত পাপ।

প্রশ্ন। জাতিভ্রংশকর ৫ প্রকার কি হয়।

উত্তর। ব্রাহ্মণ পীড়ন, লশুনাদি ঘ্রাণ, ভোজন ও মদ্য ঘ্রাণ, কৌটিল্যতা, পুংমৈথুন।

প্রশ্ন। উপপাতক ৫০ প্রকার কি হয়।

উত্তর। গোবধ, অযাজ্য যাজন, পরদার গমন, আত্ম বিক্রয়, পিতা মাতা গুরু অকৃত অপরাধ পুত্র মহাধ্যায় এই সকল পরিত্যাগ, পরিবেত্তৃত্ব, পরিবিত্তিত্ব ইত্যাদি এবং উহারদিগেরকে কন্যা

দান, অঙ্গুল্যগ্রে কন্যাযোনি বিদারণ, ব্রতভঙ্গ, তড়াগ, আরাম, দারা, অপত্য, এই চারি বিক্রয়, সংস্কার হানিস্ত, ত্রিবিধ বান্ধব ত্যাগ, ভৃতকাধ্যাপন, ভৃতাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের লৌহাদি বিক্রয়, সর্ব্ব-স্বর স্থানাধিকার, মনুষ্য বধাদি, মহাযন্ত্র প্রবর্ত্তন, স্ত্রী মাত্র জীবিকা, ঔষধ বিক্রয়, হিংসা, অভিচার, স্বমাত্রার্থক পাক ক্রিয়া, নিন্দিতান্ন ভোজন, চৌর্য্য স্বভাব, পিত্রাদির ঋণা শোধন, পাষণ্ড শাস্ত্রাভ্যাস, কুশীদ বৃত্তি, ধান্য তামাকু পশু স্তেয়, মদ্য পের স্ত্রীগমন মদ্যপা স্ত্রী গমন, স্ত্রী শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় বধ, নাস্তিক্য লোক।

প্রশ্ন। অনুপাতক ২১ প্রকার কি হয়।

উত্তর। পিতৃ ভোগ্যাস্ত্রী, পিতৃব্য স্ত্রী, পিতামহী মাতামহী, মাতুলানী, শ্বশুরস্ত্রী, নৃপস্ত্রী, পিতৃ ভগিনী, মাতৃভগিনী, শ্রোত্রিয় স্ত্রী, পুরোহিতের স্ত্রী, উপাধ্যায়স্ত্রী, মিত্রস্ত্রী, ভগিনীর সখী, সগোত্রাস্ত্রী, অস্মাপেক্ষোত্তম বর্ণ স্ত্রী, চণ্ডালাদিস্ত্রী, ব্রাহ্মণ কন্যা, রজস্বলাস্ত্রী, প্রব্রজিতাস্ত্রী, নিক্ষিপ্তাস্ত্রী, এই স্ত্রী সমস্ত গমন অতি-শয় নিন্দ্য, কারণ অনুপাতক মহাপাতকের সমান।

প্রশ্ন। মহাপাতক ৫ প্রকার কি হয়।

উত্তর। ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণের ত্রিবিধ প্রকার সুরাপান, শূদ্রের সুরাপান স্থলে কপিলা দুগ্ধপান, কপিলা দুগ্ধ শব্দে গাভী প্রসব হইলে দশ রাত্রের মধ্যে সেই গোর দুগ্ধ, ব্রাহ্মণের অশীতি রত্তিকা পরিমিত সুবর্ণ হরণ, গুর্ব্বাঙ্গনা অর্থাৎ বিমাতৃ গমন এবং উক্ত প্রকার দুষ্কর্ম্মির সংসর্গ, যথা এক যোন্যাদি প্রভৃতি গুরুতর সংসর্গ, আর মহাপাতকির মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত কিন্তু অজ্ঞান কৃত হইলে উৎকট প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা লোক ব্যবহার করে, অর্থাৎ

নিষ্পাপী হয়। মিথ্যা ভাবির অত্যন্তভ্যাসে মরনান্ত প্রায়শ্চিত্ত দৃষ্ট হওয়াতে তাহাকেও মহাপাতকের সমান গনণা করা যায়।

প্রশ্ন। অতি পাতক ও প্রকার কি হয়।

উত্তর। মাতৃ দুহিতৃ পুত্র বধূ গমন, ইহার জ্ঞানাজ্ঞান সাধরণ মরনান্ত প্রায়শ্চিত্ত, ইহাতে মহার্ষিদিগের সম্মতি যে এই রূপ দুষ্কর্ম্মির আত্মা ঘাতী হইয়া শরীর ত্যাগকরা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। কর্ম্ম বিশেষ যে কতক গুলি নিষেধ আছে সে কি হয়।

উত্তর। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত চ্ছেদন ব্রাহ্মণ স্ত্রী অগ্নি গো ইহারদিগের মধ্য দিয়া গমন, অগ্নিতে এবং গোতে চরন নিক্ষেপ, পৃথিবীতে পাদাঘাত, দেবতা গৃহের ইষ্টকাদি লইয়া বাস গৃহ নির্ম্মাণ, বিষ্ঠা মূত্র উচ্ছিষ্ট যুক্ত ব্যক্তির স্পর্শ, এবং চণ্ডালাদি স্পর্শ, উচ্ছিষ্ট মুখে উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ শব শূদ্র শূকর রজস্বলা কুকুর মদ্যভাণ্ড স্পর্শ, চণ্ডালাদির সহ গমন, গৃহীত তৈল পুরুষের এবং মৈথুনে বমনে ক্ষৌরে স্নান ব্যতিরেক মূত্র পুরীষোৎসর্গ, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবিত হীন ভোজন দেবতা অতিথি ভৃত্য বর্জ্জণ পূর্ব্বক ভক্ষণাভ্যাস, দেবার্থোপকল্পিত দ্রব্য ভক্ষণ, বালকাদি বর্জন পূর্ব্বক একাকী মিষ্ট ভোজন, অত্যন্ত ভক্ষণ, দিবা মৈথুন, নগ্ন হইয়া স্নান, পরস্ত্রী নগ্ন, দর্শন পর্ব্বতে স্ত্রী সংসর্গ তৈলাভ্যক্ত স্নানার্থ পুরুষের স্নানাকরণ পূর্ব্বক ভোজন, পশ্চিম, এবং উত্তর দিগে মস্তক করিয়া শয়ন, ও শনি মঙ্গল বার ষষ্ঠী দ্বাদশী এবং শ্রাদ্ধবাসর এই সকল দিবসে বস্ত্র ক্ষার সংযোগ, প্রতিপৎ অষ্টমী চতুর্দ্দশী পঞ্চদশী সন্ধ্যাগর্জ্জন অম্বুবাচি ইহাতে অধ্যায়ন, অম্বুবাচিতে অন্ন ভোজন মৃত্তিকা খনন, পর্ব্বাতিথিতে ঋতু মতীস্ত্রী পরিত্যাগ, তাম্বুলাতিরিক্তে চর্ব্বন কালে আচমনাকরণ, ভোজন কালেরেত মূত্র পুরীষোৎসর্গ, জলে

বিষ্ঠা মূত্র ষ্ঠীবন ত্যাগ, গঙ্গাতে বিষ্ঠা মূত্র ষ্ঠীবন ত্যাগ ও আচমন রেতপাত, নির্ম্মাল্য ত্যাগ, মলমর্দ্দন কেশ মোচন, গাত্র মার্জ্জন, ক্রীড়া প্রতিগ্রহ, অশ্রদ্ধা, অন্য তীর্থের প্রতি শ্রদ্ধা, এবং অন্য তীর্থ প্রশংসা, বস্ত্রত্যাগ, বস্ত্রাঘাত, সন্তরণ, এই সমস্ত।

প্রশ্ন। কোনং দিবসকে পর্ব্ব বলা যায়।

উত্তর। অষ্টমী চতুর্দ্দশী পৌর্ণমাসী অমাবাস্যা, সংক্রান্তি, এই পাঁচ পর্ব্ব, ইহাতে স্ত্রী তৈল, মাংস ব্যবহার অনুচিত, কিন্তু বৃদ্ধ মতে ব্রহ্মচারির এই পাঁচ দিনে অবশ্য উচিত।

প্রশ্ন। শুদ্ধাশুদ্ধ কিসে হয়।

উত্তর। বর্ষার জল ভূমিগত তিন দিবস অশুদ্ধ, দীর্ঘী কুপাদি জলে মৃত শরীরাদি স্পর্শ হইলে অশুদ্ধ হয়, তাহার শোধন শত কুম্ভ জল উঠাইয়া পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিলে হয়, শব দূষিত গৃহ হইতে মৃন্ময় ভাণ্ড আর অন্নাদি পরিত্যাগ করিয়া গোময় দ্বারা উপলেপন করিলে গৃহ শুদ্ধ হয়। চণ্ডালাদির বাসকরা গৃহ হইলে, প্রথম তৃণের অগ্নির দ্বারা দাহ, তাহার পর মৃত্তিকা খনন, এবং অন্য মৃত্তিকা দ্বারা পূরণ, পরে গোময় দ্বারা উপলেপ করিলে শুদ্ধি হয়। ইহা মৃন্ময় গৃহ প্রতি। কিন্তু ইষ্টকাদি নির্ম্মিত গৃহ, দ্রব্যবিশেষ দ্বারা উপলেপনাদি যুক্তি সিদ্ধ, কারণ কাঞ্চন, রূপা শঙ্খ, পাথর শুক্তি রঙ্গ কাংস্য তাম্র, রঙ্গসীসা, লোহ, পাত্র উচ্ছিষ্টাদি রহিত হইলে কেবল জলদ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হয়, উচ্ছিষ্ট হইলে মৃত্তিকা, ভস্ম এবং জল দ্বারা ধৌত হইলে শুদ্ধ হয়। রজস্বলা বিষ্ঠা, মূত্র, মদ্য, চণ্ডালাদির উচ্ছিষ্ট, স্পর্শ হইলে দহন শীল পদ্যাস্তাগ্নি সংযোগ করিলে শুদ্ধ হয়। কাষ্ঠপাত্র চাঁচা মাত্রে শুদ্ধ হয়। প্রস্তর, হস্তী দন্ত, মহিষ শৃঙ্গ পাত্র, সপ্তাহ মৃত্তিকার মতে

রাখিলে শুদ্ধ হয়। মৃত্তিকা, পাত্র, ভগ্নকাংস্য পাত্রের ত্যাজ্য হয় ঘৃত, মধু, তৈল, গুড়, দুগ্ধ, যে পর্য্যন্ত ম্লেচ্ছ পাত্রে থাকে সে পর্য্যন্ত অশুদ্ধ, মক্ষিকা, অচ্ছিন্ন ধারা, ভূমি, জল, বিড়াল, বায়ু, ব্রহ্ম কাষ্ঠ, ও প্রস্তর, সর্ব্বদা শুদ্ধ। লবণ, মধু, মাংস, পুষ্প, মূল ফল, শাক, কাষ্ঠ, তৃণ, জল, ঘৃত, দুগ্ধ তৈল, ঔষধ, মৃগচর্ম্ম, ভাণ্ড, ভৃষ্টতণ্ডুল, অগ্নিপক্ব দ্রব্য, তণ্ডুলাদি অপক্ব, অশৌচি স্বামিক হইলেও ব্যক্ত্যন্তর হস্ত দত্ত হইলে শুদ্ধ হয়। এবং মূল্য দিয়া অশৌচির দ্রব্য লইয়া ধৌত করিলে শুদ্ধ হয়।

প্রশ্ন। উপরের লিখিত বিবর সকলের মধ্যে বাহুতর নিরর্থক জ্ঞান হয়।

উত্তর। কখন নয়। যাহা আচরণ করা অসাধ্য, আর বিষয় কর্ম্মের হানি জন্মায়, এমত কর্ম্ম বারণ নাই যে দ্রব্য যে প্রকারে অশুদ্ধ হয়, সে দ্রব্য সে প্রকারে ব্যবহার করিলে কোথাও মানের হানি, কোথাও মনের ক্লেশ, কারণ ঋষিদিগের সূক্ষ্মবুদ্ধি হেতু যাহাতে বুদ্ধির জড়তা হয়, তাহা নিষেধ করিয়াছেন, কারণ নিষেধিত দ্রব্যের ব্যবহার করিলে শরীরে রোগ হয়, যে সকল লোক নিজ ধর্ম্মশাস্ত্র মানে না, তাহারা প্রায় উৎকট রোগগ্রস্ত, এ কারণ শাস্ত্রের বিধিমতে, কর্ম্মকরা অতি কর্ত্তব্য, উত্তম ব্যক্তি সকল যাহাতে মনের মালিন্য, এবং রোগ না হয়, আর লোকে মুখ্যা কহে এমত উপায় সর্ব্বদা করে। নীতি শাস্ত্রে লেখেন চিকিৎসকের রোগী অধিকারি রাজাদিগের দানশী লোক পণ্ডিতের মূর্খ, সল্লোকের উত্তম জাতি, এই প্রত্যেক প্রত্যেকের জীবন, কারণ রোগী, পাপী, এবং মূর্খখ্যাতি হইলে বৈদ্য, শ্রোত্রিয়, পণ্ডিত ইহরা আক্রমন করে, সল্লোক ত্যাগ করে। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ নিষেধ নাই, কিন্তু নীতিশাস্ত্রে রোগ জনক প্রযুক্ত নিষেধ করেন

থা শুষ্কমাংস, বৃদ্ধাস্ত্রীসংভোগ, শরৎ কালীন রৌদ্র, অত্যম্ল দধি আর প্রভাতে মৈথুন, এবং নিদ্রা ইহারা লোকের মৃত্যুর হেতু বাম্ন, সদ্যোঘৃত, অল্পোদক জল, বালিকাস্ত্রী, এই সকল জীবনের হেতু।

প্রশ্ন। শুষ্কমাংস দিগর ছয় দ্রব্য ব্যবহারে মৃত্যু হয় কহেন তাহা গ্রাহ্য হয় না কারণ এইক্ষণে অনেকেই প্রায় এই সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদিগের জীবতমান থাকা দৃষ্ট হইতেছে।

উত্তর। মৃত্যু হয় যে কহেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, কারণ শুষ্কমাংস ও অত্যম্ল দধি আহারে রোগ জন্মিয়া মৃত্যুর সম্ভাবনা, আর শরদ্রৌদ্র গ্রহণে রোগোৎপত্তি হয় বৃদ্ধাস্ত্রী সংভোগ, এবং প্রভাতকালীন মৈথুন, আর নিদ্রা, আয়ু সহ শরীরকে ক্ষয় করে, অতএব মৃত্যু জনক বলা জায়।

প্রশ্ন। এমত কর্ম্ম কি আছে, যাহাতে দোষ হয় না।

উত্তর। নিজ ভৃত্য দ্বারা, কিম্বা কুম্ভকার, কি নাপিতাদির গৃহে কন্দু পক্ব, অর্থাৎ জল ব্যতিরেক পাক, ঘৃত পক্ব, তৈল পক্ব, দুগ্ধ গোপজাত দধি, শক্তু ভোজনে দোষ হয় না। আপৎকালে শূদ্রের আমান্ন ভোজনে দোষাভাব, বরং, অতিশয় বিপদ কালে চণ্ডালাদির আমান্ন ও আহার করিতে পারে। ক্রোধ, কিম্বা মোহ, কিম্বা ভয় জন্য জায়াকে মাতৃসম্বোধন করে, তবে সে স্ত্রী ত্যাগ করিবেক, কিন্তু যদি ঐ স্ত্রী বয়স্থা আর গুণবতী হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গ্রহণ করিলে দোষ হয় না। এবং ব্যভিচারিণী স্ত্রী বধে দোষ হয় না, বধ পদে মস্তকাদি মুণ্ডন-প্রাণে নষ্টকরা নহে। ভোজন কালে সূতকাদ্য শৌচে, গ্রাস ত্যাগপূর্ব্বক স্নান করিলে দোষ হয় না, আর পিতা, ও মাতা, গুরু

ইহারদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজনে দোষাভাব, কুক্কুর দষ্ট মৃগমাংস দুষ্ট স্থান ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করা জায়।

প্রশ্ন। যে সকল কর্ম্ম অগ্রে নিষেধ লিখিয়াছেন, তাহা সমস্ত বর্ত্তমান কালের লোকের, ব্যবহার করিতেছে, তবে ইহারা অরোগী ও নির্ম্মল বুদ্ধি এবং সচ্চিত্ত হইয়া চরমে মোক্ষারূঢ় হইতে পারে এমত বোধ হয় না।

উত্তর। এই হেতুতে এক্ষণকার মনুষ্য অল্প পরাক্রমী এবং স্থূল বুদ্ধি ও সর্ব্বদা রোগ গ্রস্ত। ধর্ম্ম পথে যদি কিঞ্চিৎ বুদ্ধি রা-খিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ম্ম করে, তবে সকল কর্ম্মই উত্তম হয়, এবং পাপ জন্মে না। দৈবাৎ কোন পাপ জনক কর্ম্ম ঘটিলে তাহার ও প্রায়শ্চিত্ত আছে। প্রায়শ্চিত্ত করিতে অশক্ত হইলে, অনুকল্প কহিয়াছেন। যে সাবধান হইবেক না এবং সর্ব্বদাই কুকর্ম্মই করি বেক, তাহার শাস্ত্র কি প্রয়োজন। শাস্ত্রে লিখেন গতায়ু লোকেরা প্রদীপ নির্ব্বাণের গন্ধের ঘ্রাণ পায় না. সুহৃৎ লোকেরা বাক্য শ্রবণ করে না, এবং অরুন্ধতী তারার দর্শণ হয় না, সেই রূপ নরক গামি লোকের শাস্ত্রে বিশ্বাস হয় না, উত্তম লোক দিগের স্বভাব সিদ্ধ এই যে আপৎ কালে ধৈর্য্য, বৃদ্ধি কালে ক্ষমা, সভাতে বাক্যের পটুতা, যুদ্ধে পরাক্রম, যশেতে অভিরুচি, আর শাস্ত্র শ্রবণে সদাভিলাষ হয়। উপাসনা পক্ষে অধিকারিভেদ পাপ ক্ষয়ের উপায় ও পুরুষার্থ সিদ্ধির কারণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার চতুর্থাধ্যায়ের পঞ্চবিংশতি শ্লোকাবধি এক ত্রিংশত্ শ্লোক পর্য্যন্ত কহিয়াছেন। যথা পঞ্চবিংশতি শ্লোকার্থ, কর্ম্মযোগী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবতাকে যজন করেন, জ্ঞান যোগী ব্রহ্ম রূপাগ্নিতে ব্রহ্মার্পণ রূপ যজ্ঞ দ্বারা যজন করেন। ষড়্বিংশতি শ্লোকার্থ

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয় সংযম রূপাগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে হরণ করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া প্রধানরূপে সংযমের অনুষ্ঠানে স্থিতি করেন। কেহ২ গৃহস্থেরা ইন্দ্রিয় রূপাগ্নিতে শব্দাদি বিষয়কে হরণ করেন, অর্থাৎ বিষয় ভোগ কালেও আত্মাকে নির্লিপ্ত জানিয়া ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ইন্দ্রিয় করে এই নিশ্চয় করেন। সপ্তবিংশতি শ্লোকার্থ ধ্যান নিষ্ঠ ব্যক্তিরা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণাদি বায়ু এ সকলের কর্ম্মকে জ্ঞান দ্বারা প্রজ্বলিত, যে আত্মার ধ্যান রূপ যোগ স্বরূপাগ্নি, তাহাতে হরণ করেন, অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে আত্মাকে জানিয়া তাহাতে মন স্থির করিয়া বাহ্যে লিপ্ত রূপ থাকেন। অষ্টাবিংশতি শ্লোকার্থ, কোন২ ব্যক্তিরা দান রূপই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর কেহ২ তপোরূপ যজ্ঞ করেন। কেহ২ চিত্তবৃত্তি নিরোধ যজ্ঞ করেন। ও কেহ২ বেদ পাঠ রূপ যজ্ঞ করেন ও কেহ২ যত্নশীল দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিরা বেদার্থ জ্ঞান রূপ যজ্ঞ করেন। উনত্রিংশত শ্লোকে কোন২ ব্যক্তি পূরক কুম্ভক ও রেচক ক্রমে প্রাণায়ামাদির নকরূপ যজ্ঞ পরায়ণ হয়েন। ত্রিংশত শ্লোকার্থ, কোন২ ব্যক্তিরা আহার সংকোচ দ্বারা ইন্দ্রিয়কে দুর্ব্বল করিয়া ইন্দ্রিয় বৃত্তি লয় করেন, এই দ্বাদশ প্রকার ব্যক্তিরা স্ব২ অধিকারে যজ্ঞকে প্রাপ্ত হয়েন, আর পূর্ব্বোক্ত স্ব২ যজ্ঞের দ্বারা স্বকীয় পাপকে ক্ষয় করেন। এক ত্রিংশত শ্লোকে স্ব২ যজ্ঞের অবসর কালে অমৃত রূপ বিহিতান্ন ভোজন পূর্ব্বক ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বারা নিত্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, ইহার মধ্যে কোন যজ্ঞ যে না করে সে মনুষ্য লোক ও প্রাপ্ত হয় না, পরলোকে সুখ তাহার কিমতে হইবে।

প্রশ্ন। পরলোক যে আছে ইহার নির্ণয় কি, কারণ দৃষ্ট হয় না, যদি থাকে, তবে তাহাতেও সুখ এবং দুঃখ ভোগ আছে,

অতএব ভবিষ্যৎ সুখ আরোপ করিয়া ইহকালে অত্যন্ত ক্লেশ অঙ্গীকার করা তাহা সুবোধের কর্ম নহে।

উত্তর। এই সকল স্থূল বুদ্ধি লোকের কথা, কারণ দুই চারিটা কথা অভ্যাস করিলে পূর্ব্ব পক্ষ করা হয় না, তাহা বহু তর বিদ্যার কর্ম, কলিযুগের লোক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শাস্ত্র জানিয়া আপনি অত্যন্ত পণ্ডিতত্ব। ভিমানী হইয়া পুণ্য জনক কর্ম ত্যাগ দ্বারা দেহান্তরে কর্মানুসারে মনুষ্য দেহ পাইয়াও পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য হীন প্রযুক্ত জ্ঞানের বিরহ হয়, কারণ পৃথিবী অতি প্রাচীনা প্রযুক্ত এইক্ষণে উত্তম মনুষ্য উদ্ভব হয় না, কারণ মনুষ্যেতেও পৃথিব্যংশ আছে, তাহার উপমা বহুকালের বৃক্ষে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল অত্যল্প হয়, সেইরূপ পৃথিবী জীর্ণাবস্থা হইয়াছেন কিঞ্চিৎ ধর্ম্ম মাত্র আছে ইহা শেষ হইলে অবশেষে একাকার হইবেক।

প্রশ্ন। শেষে যদি সকল একাকার হইবে, তবে হিন্দু ধর্ম্মাচার করিয়া ক্লেশ পাইবার আবশ্যক কি।

উত্তর। যাবৎ পর্য্যন্ত এক পাদ ধর্ম্ম আছে তাবত পর্য্যন্ত সকল লোক হইতে ঐ প্রকার আচরণ না হইয়া, কেহ কেহ ঋষিদিগের বাক্য বিশ্বাস করত তাহার প্রামাণ্য করিবেক তাহার উপমা, আপনার চক্ষু আপনি দৃষ্টি করিতে পারে না, ক্রিয়া দ্বারা চক্ষু থাকা নিশ্চয় হইতেছে, অতএব পরলোক যে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, ইহলোক অত্যল্প কাল ইহাতে কিছু কষ্ট স্বীকার করিয়া, যদি পরলোক যে দীর্ঘকাল, তাহাতে সুখ ভোগ হয় ইহাকে অন্যথা করা বুদ্ধি রহিতের কর্ম্ম। ২।

প্রশ্ন। মনুষ্য মরিয়া কি হয়।

উত্তর। জীব নিত্য প্রযুক্ত তাহার ধ্বংস নাই, প্রবন্ধ দেহের

ধ্বংস হয়, জীব অন্য দেহ ধারণ করত, পূর্ব্বকৃত পাপ পুণ্যানু রূপ সুখ, দুঃখ ভোগ করে।

প্রশ্ন। কি প্রকারে পরলোক দীর্ঘকাল তবে বোধ হয় কারণ দেহের আয়ু আকার বিশেষে প্রায় তুল্য দেখা জাইতেছে।

উত্তর। একজন্মে পাপ পুণ্যের ভোগ ক্ষয় কি হইয়া থাকে, জন্ম মৃত্যু কর্ম্ম বশাতঃ বারম্বার জীবের স্থাবর জঙ্গমাদি শরীর হয়, পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মানুসারে কর্ম্মান্তরকে নিয়োজন করে, কারণ যাহার পাপ অধিক থাকে, তাহাকে জন্মান্তরে সর্ব্বদা পাপ জনক কর্ম্মে আসক্ত হইতে হয়, যাহার পুণ্যাধিক থাকে তাহার পুণ্য জনক কর্ম্মতেই চেষ্টা হয়, যাহার জ্ঞান সাধন কিছু থাকে পুনর্ব্বার তাহার জ্ঞান জনক কর্ম্মই স্পৃহা হয় শ্রীভগবদগীতায় ইহার প্রমাণ।

যথা শ্লোক।

পার্থ নৈবেহ না মুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। নহি কল্যাণ কৃত
কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ প্রাপ্য পুণ্য কৃতান্ লোকানু
ষিত্বঃ। শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽ-
ভিজায়তে॥ তত্রতং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্ব্ব দেহিকং।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরু নন্দন॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহেন যে যে ব্যক্তি প্রথম জ্ঞানারূঢ় হইয়া পশ্চাৎ ভ্রষ্ট করে তাহার সে জ্ঞানেচ্ছায় ফল ব্যর্থ হয় না, কারণ পর জন্মে সে শুচি শ্রীমান ব্যক্তির ঘরে উদ্ভাবিত হইয়া পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার জন্য পরজন্মে যত্ন করিয়- জ্ঞানকে বর্দ্ধন করে, আত্ম জ্ঞানের ফল যে মুক্তি তাহা প্রাপ্ত

হয়। ভগবদ্গীতার পঞ্চমাধ্যায়ের চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শ্লোকার্থ, জীবের কর্ত্তৃত্ব পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ ঈশ্বর সৃজন করেন না, ইহা অনাদি অবিদ্যা হইতে জন্মে, অতএব যেরূপ কর্ম্ম করে তাহাকে ভগবান্ সেইরূপ ফল দেন। যথা মনু কহেন। জন্তু কর্ম্মাণি যস্মিন্ সন্যযুঙক্ত প্রথমং প্রভুঃ। সতদেব স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ। আদিতে প্রজাপতি যাহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন সে পুনঃ পুনঃ জন্ম পাইয়া সেই কর্ম্মকে স্বয়ং আচরণ করে, তস্মাৎ পূর্ব্ব জন্ম কৃতকর্ম্ম যথ করণক, যে প্রকারে যে কালে, যে স্থানে, যৎ শুভ, কি অশুভ কর্ম্ম আপাণ করে, সেই প্রকারে সেই কালে সেই স্থানে, ঈশ্বরেচ্ছায় সেই জীবকে করিতে হয়। ইহার নিয়ম শত জন্মে কিম্বা কল্প কোটি শতান্তে পাপের ভোগ করিতে হইবেক, যদি উৎকট পাপ কি পুণ্য হয়, তবে ইহ জন্মেই তিন দিনে, কি তিন পক্ষে, অথবা তিন মাসে, কিম্বা তিন বৎসরে ফল ভোগ করিতে হয়। এই চারি ভোগের কাল নিয়ম, চারি যুগ ভেদে জানিবে।

প্রশ্ন। ব্রহ্মহত্যাদি উৎকট কর্ম্ম করিলে উক্ত চতুষ্টয় কালের মধ্যে অবশ্য ফল ভোগ হয়, যে কহিলেন, তাহাতে সন্দেহ জন্মিল, কারণ কর্ম্ম চতুর্থক্ষণ স্থায়ি তবে পরে কি কারণ জন্য ভোগ হয়।

উত্তর। ইহার প্রমাণ স্মৃতি কর্ত্তারা লিখিয়াছেন যে পাপ জনক কর্ম্ম করিলে পাপ জন্য দুর দৃষ্ট হয়, তাহার ফলভোগান্তর নাশ হয় তাহার প্রমাণ ধর্ম্ম শাস্ত্র কর্ত্তারা কহিয়াছেন, যথা।

চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা।

প্রশ্ন। ম্লেচ্ছাদিরাতো আমার দিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র মানে না

কিন্তু. তাহার দিগের বুদ্ধি বল এবং পরাক্রমতো উত্তম দেখা জায়।

উত্তর। মনুষ্য যে দেশে যে ধর্ম্মে জন্ম গ্রহণ করে সেই সেই দেশে সেই সেই ধর্ম্মের এক এক শাস্ত্র আছে সেই শাস্ত্রের মতে আচরণ করিলে নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিতে পারে কারণ ঐ সকল ধর্ম্ম সেই দেশে ভগবানেরইচ্ছায় প্রকাশ হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে চলিলে পাপ জন্মিয়ে কেষ্ট ভোগ করে।

প্রশ্ন। হিন্দুর শাস্ত্রে বিস্তর গোলযোগ দৃষ্ট হইতেছে কারণ পূজা প্রকরণে শাক্তি উপাসক বীর ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণের প্রতি মদ্যপান মাংস ভোজন বিধি কহিলেন, পরে সদসৎ কর্ম্ম মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য মদ্য পানে মহাপাতক হয় ইহা গুরুতর নিষেধ দেখা জাইতেছে এ উভয় মিল কি মতে হইতে পারে।

উত্তর। শাক্তি উপাসক পশু, বীর এবং দিব্য এ তিন ভাবের কথা আপনে দেখেন, বটে স্মৃতির মতে কলিতে মদ্য পান অত্যন্ত নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন। ইহাতে বিবাদ ভঞ্জন হইল না, কারণ উভয় শাস্ত্র প্রকাশককে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াছেন, তবে পরস্পর মতের শাস্ত্রের মধ্যে কোন শাস্ত্রকে অধিক বলবান ও প্রামাণ্য জ্ঞান করা জাইবেক।

উত্তর। এই উভয় শাস্ত্রের কাহাকেই অপ্রামাণ্য কহিতে পারা যায় না, যেহেতু আগমকর্ত্তা মহাদেব, স্মৃতি সংহিতা বেদ মূলক। যথার্থ শাস্ত্র এই শ্রুতি স্মৃতি বিরোধেতু শ্রুতিরেব গরীয়সী। অর্থাৎ বেদেতে, এবং স্মৃতিতে বিরোধ হইলে বেদের প্রমাণ্য হয়, শ্রুতিতে, স্মৃতিতে বিরোধে বৈধাবৈধ পর মীমাংসা হয় অতএব এই উভয় শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ হওয়ায় মহাদেবের

তাহার মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা এই যে সকল স্থানে কলি যুগে ব্রাহ্মণাদির প্রতি মদ্যাদির নিবারণ দেখা যাইতেছে, অবৈধ মদ্যাদি, আর যে স্থলে কলিযুগেতে ব্রাহ্মণাদি মদ্যাদির পান বিধি দৃষ্ট হইতেছে তাহা বৈধ হয়, আর অধিকারি বিশেষে মদিরা পানে আবশ্যক আছে, বৈষ্ণবাধি কারে সৌত্রা মনিযাগে সুরা বিধির স্থলে আত্মার লইবা বিধি আছে। যেহেতু মনুষ্যের আপন আপন অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহাই দোষ রহিত। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে, যজ্ঞাদিতে বেদোক্ত যে প্রকার বিধানে মদ্যাচরণ ছিল তাহা কলিযুগে বারন, অতএব সামান্যত সুরাপানে ব্রাহ্মণের অখণ্ড মহা পাতক হয়।

প্রশ্ন। শাক্ততে দিব্য, বীর, পশু, এই তিন ভাব আছে তাহার মধ্যে দিব্য, আর পশু, এই দুই ভাবকে ভাল করা যাইতে পারে।

উত্তর। এই তিন ভাবের কাহাকে ভাল কাহাকে মন্দ বলা যায় না তাহার কারণ শাস্ত্রে কোন স্থানে পশু ভাবের মাহাত্ম্য অধিক কহেন, কোন স্থানে বীর ভাবের হইতে শ্রেষ্ট তাই ইহাও কহেন, যেমন শিব প্রধান গ্রন্থে ব্রহ্মাও বিষ্ণু হইতে শিবের শ্রেষ্টতা বর্ণন করেন, সেইরূপ বিষ্ণু প্রধান গ্রন্থে ব্রহ্মা ও শিব হইতে বিষ্ণুর প্রাধান্য, আর শক্তি প্রধান তন্ত্রাদিতে বিষ্ণ্বাদি হইতে শক্তির শ্রেষ্টতা লিখিয়াছেন, একারণ সকল বর্ণনকে স্তুতি স্বীকার করা উচিত, পরস্পরে বিরোধ বোধ করিলে সকল অপ্রামান্য হয়। যেমত ব্রত মাত্রেই ঋষিরা কহিয়াছেন এ ব্রত সকল ব্রতের প্রধান, তাহা ঐ ব্রতের স্তুতি করা জানিবে, তাহাতে অন্য ব্রতের লঘুত্ব জ্ঞান করা অনুচিত তাহাতে দেবতা ও অধিকার ও ভাব ভেদে কোন শাস্ত্রের

কলোৎপন্ন যে পরস্পর বিরোধ ঘটনা হয় তাহা সমাধা করা উচিত।

প্রশ্ন। যে আগম শ্রুতি ও স্মৃতির বিপরীত তাহা অপ্রমাণ্য করিলে হানি কি।

উত্তর। তাহা সম্ভব হয় না, কারণ বামাচারিরা কহিবেক যে স্মৃতি সংহিতা ও পুরানাদিতে অধম জাতি কর্তৃক পক্বান্ন উত্তম জাতির কলিযুগে ভোজ্য নহে, কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের নৈবেদিতান্ন উৎকল খণ্ডে সর্ব্ব জাতি একত্র হইয়া ভোজন করিবার বিধি আছে, তাহা ত্যাগ করিলে দোষ হয়, দেখ শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ শাস্ত্র কর্ম্মো অসৎ পুরাণ বলিয়া ঐ উৎকল খণ্ডকে কোন গ্রন্থকর্ত্তা কহেন নাই, সেই অনুসারে জগন্নাথ ক্ষেত্রে বিষ্ণু, কাঞ্চি, প্রভৃতি দ্রাবিড় দেশীয় ব্রাহ্মণ ভিন্ন সর্ব্ব জাতি একত্র হইয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ দেবের নিবেদিতান্ন ভোজন করিয়া পাপগ্রস্ত ও জাতি নাশ হয়েন না। অতএব সত্যাদি যুগে বেদ সম্মত যে মদ্য সেবা বিধি ছিল, স্মৃতিতে কলিযুগে তাহারি নিষেধ করেন ইহাই বোধ হইতেছে ইহাতে নহে বিদ্যাদি দেবতা বিশেষের প্রতি কামনায় তন্ত্রোক্ত বিশেষ সংস্কারে মদ্য মাংস ব্যবহারের নিষেধ শাস্ত্রানুসারে হলা জায় না। তদ্ব্যতিরেক সৌর, গানপত্য, শৈব, বৈষ্ণব, এবং দক্ষিণাচারি শাক্ত মদ্য, মাংস, মৎস্য, এবং তাবৎ আমিষ ত্যাগ করিবেন।

প্রশ্ন। মদ্য পানের কর্ত্তব্যতা তন্ত্রেতে যে লিখিয়াছেন কেহ কেহ কহেন সে কল্পিতাগম।

উত্তর। সে সন্দেহ কুলার্ণবের প্রতি তাহা যোগ্য হয় না তাহার হেতু অনেক টীকা কারের ধৃত, আর তাহাকে বেদের

ন্যায় কহেন, বরং এরূপ সন্দেহ উচিত হইতে পারে যে কো কোন তন্ত্রে কোন কোন ব্যবহার বরঞ্চ অপকৃষ্ট বোধ হ যেহেতু বেদের মতে সেই রূপ ব্যবহার অতি বিরুদ্ধ, এবং নীতি শাস্ত্রেতে ও নিন্দা করিয়াছেন, ঐ সকল বচন কল্পিত সন্দেহ হইতে পারে, নতুবা সংস্কৃত মদ্য পান করণের বিষয় লোপ করা যায় না, কারণ বেদের প্রমাণে উভয় ঐক্য হইতেছে।

প্রশ্ন। মদ্য পান যে সদাচার, কি সদ্ব্যবহার ইহা বোধ হইতেছে না।

উত্তর। তাহা যথার্থই বটে, যেহেতু যথার্থ পথ বিস্মৃত হইয়া লোক সকল সুখের নিমিত্ত পিয়া উন্মাদ হয়, শাস্ত্রে উক্ত আছে, যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন তপস্যা, সত্য, ধৃতি, ক্ষমা, অলোভ, এই অষ্ট প্রকার ধর্ম্মের পথ, তাহার পূর্ব্ব চতুষ্টয় দম্ভের নিমিত্তেও লোক ব্যবহার করে, কিন্তু উত্তর চতুষ্টয় কেবল মহাত্মাতেই থাকে, এ দ্রব্যের গুন হটাত্ অজ্ঞান এবং রাগীকরে, যে হেতু রাগ জন্মিলে ভ্রম হয়, ভ্রম জন্মিলে পাপ হয়, পাপির কদাচ মুক্তি নাই এহ কারণেই যুক্তি মূলাস্মৃতিকার দেশ হিতার্থী রাজা বারবার বারণ করিয়াছেন। আর সদ্ব্যবহার সদাচার বিষয়ে মনু কহেন। সরস্বতী দৃশ স্বত্যোদেবক দ্যোর্য দন্তরং। তর্দ্দেব নির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে তস্মিন দেশে যংআচারঃ পারম্পর্য্য ক্রমাগতঃ। বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে। এ বচন দ্বারা যে সম্প্রদায়ে পরম্পরা যে আচার তাহাই উপাসনা বিশেষে সদাচার বক্তব্য হয়। অতএব বিধি পূর্ব্বক আচরণ করিলে তাহাকে অশাস্ত্র এবং নিন্দিত কর্ম্ম বলা যায় না কিন্তু কৌল ধর্ম্ম রক্ষা করা বড় কঠিন এই জন্য মনু লিখেন।

মাংস ভক্ষণে দোষেন মদ্যে নচ মৈথুনে। প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা। অর্থাৎ বিধি পূর্ব্বক দোষ নাই, তথাচ বর্জ্জ ভাল।

প্রশ্ন। মদ্য পান অতি ক্ষতি দায়ক। ইহাতে কেবল ব্রাহ্মণ প্রতিই নিষেধ জানা গেল অন্য বর্ণ প্রতি সে প্রকার নয় ইহার হেতু কি।

উত্তর। এখানে পূর্ব্ব কথা উপস্থিত করিতে হইল যেহেতু কালের পরিবর্ত্তে কারণের প্রচ্ছন্ন হয়। যে সময়ে ঐ সকল মনু ছিলেন, তৎসময়ে উচ্চ পদাভিষিক্ত প্রায় ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন, ফলিতে হইবেক যে উচ্চ পদাভিষিক্ত লোকের আচরণে দেশের সভ্যতা অসভ্যতা প্রকাশ হয়। তাহার প্রমাণ এইক্ষণে এত্র দেশ ম্লেচ্ছ রাজা, তাহারাই উর্দ্ধ পদস্থ, তাহারদের মদ্য পান জাতীয় ধর্ম্ম বটে, কিন্তু তাহারদের প্রধান ব্যক্তিরা, যে মদ্যেতে উন্মত্ততা হয় তাহা ব্যবহার করেন না, যে কেহ করে তাহাকে ভদ্র সমাজে নিন্দা করিয়া থাকে। এইক্ষণে বঙ্গদেশে কায়স্থবর্গের এক ব্যবসা, অর্থাৎ দাস্য কর্ম্ম, তাহাতে উচ্চপদস্থ মাত্রেই ব্রাহ্মণের ন্যায় মদ ব্যবহার করিতেছেন কিন্তু অশৌচাদি স্থলে তাহা ব্যবহার হইতেছে না, পান ভোজন স্থলে হইতেছে মাত্র, আর নীতিশাস্ত্রে কহেন মদিরা পানে মত্ত অকৃতাবধান বর্ত্তুল ভ্রমযুক্ত ক্লিষ্ট, ক্ষুধাতুর লোভী ভীরু, সত্বর, এবং কামাতুর, এই কয়জন ধর্ম্মজ্ঞ নহে।

প্রশ্ন। সঙ্করী করণ পাতকে ছাগাদি বধ নিষেধ হয়, কিন্তু শাক্ত পূজাস্থলে ছাগাদি বলিদিবেক বিধিআছে ইহাও অনৈক্য দৃষ্ট হইতেছে।

উত্তর। পূর্ব্ববৎ ইহারো নিষ্পত্তি উচিত, কারণ বেদে এক স্থানে কহেন মাহিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি, অর্থাৎ কোন জীবের হিংসা করা উচিত নহে স্থানান্তরে কহেন, বায়ব্যাং শ্বেত ছাগল মালভেত, অর্থাৎ বায়ু দেবতার উদ্দেশে শ্বেত ছাগল বলিদিবেক। স্কন্দপুরাণে একস্থানে নিষেধ আছে তাহা অশাস্ত্র প্রীতি দৃষ্ট হয় প্রমাণ যথা।

যথা শ্লোক।

যোহত্তরত্যুর্দ্ধ্বং ক্রিয়তি জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। ঘরাচারেণ তস্যেহ
না মুক্তাপি সুখং ক্বচিৎ॥ এবচনে শুভক্ষণার্থ মাংস বুঝায়।
ইহা মাংস ভোজনের নিষেধ প্রমাণ॥

প্রমাণ। দেবান্ পিতন্ সমভ্যর্চ্চ খাদন মাংসং ন দোষভাক্। অর্থাৎ দেবতা পিতৃলোককে নিবেদন করিয়া মাংস ভোজন করিলে দোষ হয় না। মনু কহেন। নিযুক্তস্তু যথা ন্যায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ। স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবা নেক বিংশতিং। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যজ্ঞাদিতে নিযুক্ত হইয়া মাংস ভোজন না করে সে মৃত্যুর পর একুইশ জন্ম পশু হয়। অতএব শক্তি উপাসকেরা বলিদান করিয়া মাংস ভোজন করিবেক এবং বৈষ্ণবাদিরা তিথি বিশেষে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া শাস্ত্রোক্ত মাংস ভোজন করিতে বিধি আছে।

প্রশ্ন। শাস্ত্রোক্ত মাংস কি।

উত্তর। ছাগ, মৃগ, মেষ, বন্যশূকর, আর পঞ্চনখী, পঞ্চনখী মধ্যে শশক, সজারু, স্বর্ণ গোধা, কূর্ম্ম, এবং গণ্ডার।

প্রশ্ন। ভোজনের পর কি কর্ম্ম উচিত হয়।

উত্তর। আচমন তাম্বুলাদি দ্বারা মুখ শুদ্ধি আর শত পদ গমন পরে কিছু বিশ্রাম কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। ইহার কারণ কি।

উত্তর। মুখ শুদ্ধিতে তৃপ্তি জন্মে এবং দুর্গন্ধ বিনাশ করে। শত পাদ গমনে ভোজনোত্তর যে শ্রম। জন্মে তাহার বিনাশ করে, এবং বায়ু সমতা হয়। বিশ্রামে বায়ু সমতা এবং ভুক্ত দ্রব্যকে পাকস্থলীতে স্থির করে।

প্রশ্ন। তাহার পর কি করা উচিত।

উত্তর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি জাতি ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণের যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতি গ্রহ, এই ছয় কর্ম্ম, ক্ষত্রিয় কর্ম্ম যুদ্ধ, এবং রাজ্য শাসন,। বৈশ্যের বানিজ্য এবং কৃষি শূদ্রের সেবা। অতএব নিয়ম পূর্ব্বক অর্থাৎ দিবার মধ্যে যে সময়ে যে কর্ম্ম করা উচিত আপনং কর্ম্ম করিবেন। পরে সায়ংকালে সায়ং সন্ধ্যা কর্ত্তব্য. অত্র দেশে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থার মতে মাসান্তে পক্ষান্তে দ্বাদশী এবং যে দিন শ্রাদ্ধ করে তাহাতে সায়ং সন্ধ্যা করিবেক না, কিন্তু এ ব্যবস্থা সর্ব্বদেশে প্রচলিত নহে, আর তান্ত্রিক সন্ধ্যার বাদ অত্র দেশে ব্যবহার নাই।

প্রশ্ন। রাত্রি দিবা ৬০ দণ্ড ইহার মধ্যে কতক্ষণ ঈশ্বরারাধনা করিবে, কতক্ষণ বা বিশয় চেষ্টা, আর কতক্ষণ নিদ্রা যাইবেক।

উত্তর। স্মৃতি শ্রুতি মতে ব্রাহ্মণের উচিত, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত অবধি প্রদোষ পর্য্যন্ত, দিবসকে আটভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগের আদ্য অস্ত ভাগে অগ্নি হোত্রে করিবেন। দ্বিতীয় ভাগে বেদের অধ্যয়ন, বিচার, অভ্যাস, জপ ও অধ্যাপন। তৃতীয় ভাগে স্বয়

বৃত্তির দ্বারা ধনোপার্জ্জন। চতুর্থ ভাগে পুনঃ স্নান। পঞ্চম ভাগে নিত্য শ্রাদ্ধ, বলি বৈশ্ব দেব, ক্ষুধার্ত্ত জীবে অন্নদান, পশ্চাৎ অবশিষ্ট ভোজন। ষষ্ট ও সপ্তম ভাগে ইতিহাস পুরাণাদির আলোচনা। অষ্টম ভাগে লোক যাত্রা।

প্রশ্ন। বৈশ্য প্রতি অতিথি সেবার বিশেষ বিধি আছে এখানে ব্রাহ্মণের প্রতি কি হেতু কহিলেন।

উত্তর। অতিথি সেবা গৃহস্থ মাত্রেরি মহৎ ধর্ম্ম, ধনহীন ব্যক্তি প্রিয় কথায় অতিথিকে পুজা করিবে কারণ স্থান, আসন ও জল, এবং প্রিয় কথা এ সকল সাধুলোকেদের গৃহে কখন অপ্রাপ্য হয় না। শত্রু যদি অভ্যাগত হয় তাহারেও আতিথ্য করিবে, তাহার প্রমান বৃক্ষ ছেদন কর্ত্তার সমীপবর্ত্তি ছায়াকে বৃক্ষ অপহরণ করে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের অগ্নি গুরু হন, ক্ষত্রি বৈশ্য এবং শূদ্রের গুরু ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোকেরদের পতিই গুরু, আর সকল বর্ণেতে অতিথি গুরু। অতিথি নিরাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে যায় সে আপন পাপ তাহাকে দিয়া তাহার পুণ্য লইয়া প্রস্থান করে। এবং অধম বর্ণও যদি উত্তম বর্ণের ঘরে আইসে, সে অতি পুজ্য হয় কারণ শাস্ত্রে লেখেন অতিথি সর্ব্বদেব স্বরূপ হন।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মণের উপজীবিকা কি।

উত্তর। মনু লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণের উপজীবিকা এই পাঁচ, ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত, সত্যামৃত, এই বৃত্তির সকলের দ্বারা ধনোপার্জ্জন ব্রাহ্মণ করিবেন। সেবা বৃত্তি কদাচ করিবেন না। কারণ পরের আজ্ঞাবহ হওয়াই সেবা বৃত্তি। তবে যজ্ঞাদিতে ব্রতী যে যজমানে করে, তাহা সম্পন্ন করা যে আজ্ঞা বহন শাস্ত্রের অভিপ্রায় এমত নয়, কারণ যাজন করণের বিধি শ্রুতিতে

আছে। ঋত শব্দের অর্থ, উঞ্ছবৃত্তি ও শিলবৃত্তি, অমৃত শব্দে অযাচিত, মৃত শব্দে যাচিত, প্রমৃত শব্দে কৃষি, সত্যানৃত শব্দে বাণিজ্য, অতএব ব্রাহ্মণ ভিক্ষোপজীবীই শ্রেষ্ট, তাহার পর কৃষি এবং বাণিজ্য অগত্যা উঞ্ছ এবং শিল, সেবা আর শূদ্র যাজন অতি নিষিদ্ধ। কিন্তু চারি যুগেই ব্রাহ্মণের রাজ সেবা করা দৃষ্ট হই-বাতে এই ক্ষণকার ব্রাহ্মণেরা ম্লেচ্ছাদি রাজাকে শুচি জ্ঞান করিয়া ঐ ম্লেচ্ছ সেবা করিতেছেন তাহাতে লোকে নিন্দিত নহেন। আর শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ সকল পুর্ব্ব উল্লেখিত কাল বশৎ শূদ্রাদির উর্দ্ধ পদ হওয়ায়, শুচিজ্ঞানে ব্যবহার করিতেছেন তাহাতে তাহারদিগকেও পতিত জ্ঞান কেহ করেন না, এ দুই ব্যবস্থাই ব্যবহারোপি শাস্ত্র বলিয়া সমাধা হইল জানিবে।

প্রশ্ন। সেবা বৃত্তি ব্রাহ্মণের অত্যন্ত নিষিদ্ধ কি কারণ।

উত্তর। শ্রেষ্ট লোকের নীচ কর্ম্ম নিন্দনিয় হয়, নীতি শাস্ত্রে সেবাকে অতি ঘৃনিত লেখেন, যেমন বাশ্যারা ধন উপার্জ্জনের জন্য বেশ বিন্যাস করিয়া আপন শরীর বিক্রয় দ্বারা পরের উপকার করে, সেই মত ভৃত্য সকল আপন শরীর দ্বারা ধন উপার্জ্জনের কারণ পরের সুখ জন্মায় ইহাতে চাকর হইতে মুর্খ আর কে আছে, বিবেচনা কর যদি কোন বেতন ভোগী বেতন দতার কাছে মৌন হইয়া থাকে তাহাতে তাহাকে মুর্খ বলে, বাক্‌পটু হইলে পাগল কিম্বা বহু ভাষী কহে, যদি ক্ষমা থাকে, তবে তাহাকে ভীরু কহে, যদি কিছু সহ না করে, তবে তাহাকে অনতি জাত বলে, সমীপে বসিলে অভব্য দূরে থাকিলে মূঢ় কহে, চাকরের যশ কিসে দেখা যায় কহ।

প্রশ্ন। মনুষ্যের জীবদ্দশার কালকে কি প্রকার বিভাগ করেন।

উত্তর। পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার, পঞ্চমাবধি দশম পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, দশমাবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত কৈশোর পঞ্চদশাবধি পঞ্চবিংশতি পর্য্যন্ত প্রথম যৌবন, পঞ্চবিংশতি অবধি ত্রিংশদ্বর্ষ পর্য্যন্ত যৌবন। ত্রিংশদবধি চত্বারিংশদ্বর্ষ পর্য্যন্ত শেষ যৌবন, চত্বারিংশদবধি পঞ্চাশদ্বর্ষ পর্য্যন্ত প্রথম বৃদ্ধাবস্থা, পঞ্চাশ অবধি ষষ্টীবর্ষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধাবস্থা। ষষ্ট্যবধি সপ্ততী পর্য্যন্ত শেষ বৃদ্ধাবস্থা, সপ্ততী অবধি সপ্তমাসাধিক সপ্তসপ্ততি বর্ষ পর্য্যন্ত অতিবৃদ্ধাবস্থা, তদূর্দ্ধ ভীমরথী।

প্রশ্ন। ইহার কোন কালে কি করিবেক।

উত্তর। কৌমার কালে ক্রীড়া, পৌগণ্ড এবং কৈশোরে বিদ্যাভ্যাস, প্রথমাবধি শেষ যৌবন পর্য্যন্ত ধনোপার্জ্জন বিবাহ স্ত্রী রক্ষা সন্তানোৎপত্তি এবং সংসার নির্ব্বাহ। প্রথম বৃদ্ধাবস্থায় পুণ্য সঞ্চয় শেষ বৃদ্ধাবস্থায় যোগসাধন অতি বৃদ্ধাবস্থায় প্রবৃত্তিমতে অনাশন ব্রত দ্বারা দেহ ত্যাগ। ভীমরথীর এবং কৌমারের পাপ পুণ্য নাই।

প্রশ্ন। কৈশোরে বিদ্যাভ্যাস কি প্রকারে করিবেক।

উত্তর। গুরুর উপদেশ সহ অনুশীলন করা, তাহার এই নীতি গুরু সন্নিধানে সর্ব্বদা নির্লজ্জ হওয়া। উত্তম বিদ্যা যদি এক নীচব্যক্তি হইতে পায় তাহা শিক্ষা করিবে, বিদ্যার তুল্য প্রিয়তম অন্য কেহ নাই, দেখ বিদ্যা হইতে ধনোপার্জ্জন হইয়া নানা সুখ ভোগ করিতে পারে।

প্রশ্ন। বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সেবা দ্বারা ধনোপার্জ্জন হইয়া থাকে, ইহা যথার্থ বটে, কিন্তু শরীর অল্পকাল স্থায়ী কোনক্রমে ক্ষেপন হইলেই হয়, ধনের জন্যে তবে চেষ্টা কেন।

উত্তর। এই পৃথিবীতে ধনহীন তুল্য দোষ আর কিছুই নাই, কারণ দারিদ্রতাতে লজ্জা পায়, লজ্জা পাইলে বলের হানি জন্মে, বল হানিতে পরাভব হয়, পরাভব হইলে জ্ঞান নষ্টকরে, জ্ঞান নষ্ট হইলে অল্প কেক্লেশে ব্যাকুল হয়, ব্যাকুলতায় হত বুদ্ধি হয়, বুদ্ধিনাশে সর্ব্বনাশই ঘটে, অতএব দরিদ্রতার ক্ষমতা কি আশ্চর্য্য দেখ।

প্রশ্ন। যে ব্যক্তি পৈতৃক ধন পাইয়াছে তাহার বিদ্যাভ্যাসে কর্ম্ম কি।

উত্তর। বিদ্যাহীন ব্যক্তি ধন রক্ষা করিতে পারে না, শাস্ত্রে লিখিত আছে, বিদ্যা হইতে বিনয় পায়, বিনয়েতে যোগ্যতা হয়, যোগ্যতাতে ধনোপার্জ্জন হয়, ধন হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে ইহলোকে ও পর লোকে সুখ পায়, বিদ্যার দ্বারা বুদ্ধি হয়, বুদ্ধি হইতে অপ্রাপ্ত ধন পাইবার চেষ্টা, প্রাপ্তধন চৌরাদি হইতে রক্ষা, রক্ষিত ধন বাড়াইতে পারে, এবং সৎকর্ম্মে ব্যয়শীল হয়, অতএব যে ব্যক্তি ধনোপার্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইতে ধন রক্ষা হয়, এ নিমিত্ত বিদ্যা শিক্ষা প্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন। যৌবনাবস্থায় কি প্রথায় ধনোপার্জ্জন করিবেক।

উত্তর। যে ব্যবসা করিবে, যদি তাহাতে প্রতারনা না করে তবে অধিক ধনোপার্জ্জন করিতে পারে। শাস্ত্রে কথিত আছে, ঈর্ষা বিশিষ্ট, ঘৃণাযুক্ত, অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ, সর্ব্বদা সুশঙ্ক, আর পর ভাগ্যোপজীবী এই কএক জন দুঃখ ভাগী হয়। উদ্যোগ বিশিষ্ট আচার ক্রিয়, কর্ম্ম জ্ঞাত, ব্যসনেতে অসক্ত, বীর, কৃতজ্ঞ, অনেকের মিত্র, এমত পুরুষকে লক্ষ্মীর দয়া হয়। তাহাতে মহত্ত্ব হয়।

প্রশ্ন। মহত্ত্ব কি।

উত্তর। কুলাচারাদিতে পবিত্র, ধর্ম্মিষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞানী, যে হয় তাঁহাকেই মহৎ বলা জায়। কিন্তু আলস্য, স্ত্রী সেবা, রুগ্নতা, জন্মস্থানের স্নেহ, পরিতোষ, এবং অধিক ভয়, এই হয় মহত্বের প্রতি বন্ধক।

প্রশ্ন। যৌবনে বিবাহ কোন সময় করিবেক।

উত্তর। বিদ্যোপার্জনের পর ধনোপার্জন ঐ ধন রক্ষার ক্ষম হইলে বিবাহের চেষ্টা কর্ত্তব্য। কিন্তু বিবাহ করণের পূর্ব্ব সত পল্লীতে বাস করিবেক, কেননা সৎসংসর্গ ব্যতীত কোথা ভার্য্যা কোথা ধন।

প্রশ্ন। বিবাহের প্রণালি কি।

উত্তর। স্মৃতি শাস্ত্রে বিবাহ আট প্রণালিতে লিখিয়াছেন, যথা, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুরিক, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ। কুলিন বর আহ্বান করিয়া অলঙ্কার এবং আচ্ছাদন যুক্তা কন্যা দানকে ব্রাহ্ম্য শব্দে কহে। যজ্ঞ করিয়া পুরোহিতকে বিধিবৎ কন্যাদানকে দৈব কহে। এক কিম্বা দুই গোপণ করিয়া বিধিবৎ কন্যাদানকে আর্ষ কহে। কন্যা এবং বর উভয়কে ধর্ম্মাচরণ করাইয়া কন্যাদান করিলে তাহাকে প্রাজাপত্য কহে। জাতি বর্গকে কিঞ্চিৎ২ এবং কন্যাকে ধন দিয়া আপনার ইচ্ছানুসারে বরকে কন্যা দান করে তাহাকে আসুরিক কহে। কন্যা এবং বর উভয়ে ইচ্ছাধীন কামুক হইয়া আপনারা বিবাহ করে, তাহাকে গান্ধর্ব কহে। যুদ্ধাদিতে ছেদ ভেদ করিয়া রোদন বিশিষ্টা কন্যা আনিয়া বিবাহ করে তাহাকে রাক্ষস শব্দে কহে। সঙ্কেত স্থানে সুপ্তা কি প্রমত্তা কন্যা পাইয়া যে গ্রহণ করে তাহাকে পৈশাচ বিবাহ কহে।

প্রশ্ন। উক্ত সকল বিবাহের রীতি এইক্ষণে দেখা যায়না।

উত্তর। কাল পরিবর্ত্তে রীতির অন্যথা হওয়া পূর্ব্বাপর আছে। কিন্তু দেশ বিশেষে ব্যবহার থাকিতে পারে। যেমত ইউরোপ দেশে গান্ধর্ব্ব এবং পৈশাচ এই দুই প্রণালিতে বিবাহ দৃষ্ট হইতেছে।

প্রশ্ন। তাহা কি প্রকার।

উত্তর ইউরোপদেশে ভদ্রলোকেদের মধ্যে প্রায় গান্ধর্ব্ব বিবাহ হয়, ইতর মধ্যে অনেক পৈশাচ। তাহা এই রূপ ঐ দেশীয় অনেক পুরুষ এবং স্ত্রী ৬।৮ সন্তান হইয়াছে, এ প্রকার বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহের উৎসব করে।, রাক্ষস বিবাহ যবনাদিগের মধ্যে ঘটিয়া থাকে।

প্রশ্ন। হিন্দুদিগের মধ্যে এক্ষণে কোন রূপ বিবাহ ব্যবহার্য্য।

উত্তর। পাশ্চাত্য এবং দাক্ষিণাত্য মধ্যে দাস দাসীর মধ্যে যে গৃহস্থেরা বিবাহ দেওয়ায় তাহাকে প্রাজাপত্য বোধ হয়। কন্যা বিক্রয় করা শাস্ত্র না থাকায় উহাকে বিবাহ বলা যায় না, কুলীন বর আনিয়া তাহাকে পন দিয়া যে কন্যা দান করে তাহাকে আর্ষ বিবাহের মত বোধ হয়, আর সমানং ঘরে বিনা পনে বস্ত্রালঙ্কার দিয়া যে কন্যা দান হইয়া থাকে, তাহাকেই ব্রাহ্ম বিবাহ কহে, তাহাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। আর্ষ এবং ব্রাহ্ম এই দুই এক্ষণতক কথক চলিত আছে, যে হেতু ভদ্রের কর্ত্তব্য, তাহার শাস্ত্র অনুসারে ব্যবস্থা এই। পিতৃ-গোত্রে এবং মাতামহ-গোত্রে করিবেক না, পিতৃ সাপিণ্ডের প্রত্যেকের সপ্তমী কন্যা বিবাহ করিবে না, সমান প্রবরা কন্যা বিবাহ করিবে না, মাতামহ পক্ষে, পঞ্চ পুরুষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পঞ্চমী কন্যা বিবাহ করিবেনা

জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিলে পরিবেত্তা হয়, জ্যেষ্ঠ পরিবিত্তি পরিবেদনীয়া কন্যা, পরিদায়ী, দাতা পরিকর্ত্তা যাজক ইহারা পতিতের মধ্যে গণ্য, যদি ক্লীবাদি দোষ বিশিষ্ট হয় তবে প্রস্তাবিত দোষ হয় না। অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা কন্যা থাকায় কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহও ঐ প্রকার। দশম বৎসরের পরকালে দোষ হয়, পিতৃ গৃহে যদি কন্যা রজস্বলা হয় তবে তাহার পিতা ভ্রূণহা হয়। আর বর এবং কন্যার উভয়ের বিবাহ বোধ বিবাহস্বের প্রতি কারণ, যে হেতু অতি বালিকা কন্যা দান করা তাহাও অব্যবস্থা।

প্রশ্ন। পুরুষের ইচ্ছামতে বারম্বার বিবাহ করণে নিষেধ নাই, স্ত্রী প্রতি পুরুষ মরিলে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে নিষেধ কি জন্য।

উত্তর। স্বত্ব নাশের প্রকরণ দান, আর বিক্রয়, স্বত্বোৎপত্তির হেতু প্রতি গ্রহ, কি ক্রয়, অতএব প্রশস্ত বরে কন্যা দাতা বিধি বোধিত রূপে কন্যাকে স্বস্তি উচ্চারণ করিয়া দান করিলে ব্রাহ্ম এবং আর্ষ বিবাহ সিদ্ধ হয়, তাহাতেই প্রতিগ্রহীতারি স্বত্ব জন্মে, অতএব যাহার বিবাহিতা স্ত্রী তাহারি গোত্রাস্পদীভূতা হয় এ কারণ অন্য কাহারো স্বত্ব থাকেনা, এতাবতা প্রতিগ্রহীতার অভাবে ঐ স্ত্রীলোক পতিহীনা হয় তাহাকে অস্বামিকা কহিয়া থাকে, অতএব অস্বামিকাবস্তু গ্রহণে পাপ জনক হয় কি না ইহাও বিবেচনা করিবে, কিন্তু কালানুসারে ইহার অধিক আলোচনা করা অকর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। হিন্দুর মধ্যে বিরাচারির মদ্য মাংস পান ভোজন ব্যবস্থা আছে শাস্ত্রে লেখে কি জন্য।

উত্তর। সুখ ভোগের জন্য বীরাচার নহে, ভোগ ও মোক্ষ কামনায় ভোগযুক্ত হইয়া মোক্ষ সাধন করিবেক এই বিধি।

বৈধব্য মন্ত্রনঃ বেদে পাপ ভোগ বলিয়া কহিয়াছে তাহার বিপর্য্যয় করিয়া পুনর্ব্বার পতিযুক্তা হইলে তাহার পাপ ভোগ জন্য দুঃখ কি হইল। ভোগ না হইলে পাপক্ষয় হয় না। পুরাণ অপ্যদুষ্টা স্ত্রীয়ং মোহাতি যৌবনে যঃ পরিত্যজেত সপ্তজন্ম ভবেত্স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ। ৩৬

প্রশ্ন। স্ত্রী রক্ষা করণের প্রকরণ কি।

উত্তর। যে স্ত্রী গৃহ ব্যাপারে নিপুণা, পুত্রবতী, পতির প্রিয়া, সাধ্বী, সেই পত্নী। স্বামী যাহার ব্যবহারে তুষ্ট নয় তাহাকে পত্নী বলা যায়না, সকল শাস্ত্রের মত স্বামী তুষ্টে সকল দেবতা তুষ্ট। স্ত্রী লোকের কুদৃষ্ট, পিতৃ গৃহে বাস, যাত্রোৎসবে গমন অনেক পুরুষের সন্নিহিত বাস, ভ্রষ্টা স্ত্রী সহিত বাস, পতির বার্দ্ধক্য, পতির ঈর্ষা, এই সকল স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নাশের কারণ। দুর্জ্জন সংসর্গ, যথেষ্ট গমন, অন্য গৃহে বাস, মাদক দ্রব্যের পান, পতির বিরহ, স্বপ্ন. এই ছয়, স্ত্রীলোকেরদিগের দূষণ। যেমত নদীতে সমুদ্র, প্রাণি সকলেতে যম, তৃপ্ত হয়না, দুষ্টা স্ত্রী পুরুষেতে তদ্রূপ তৃপ্ত নহে। ইত্যাদি অনেক বাহুল্য। রক্ষার হেতু, নির্জ্জন স্থান থাকেনা, অবকাশ কাল থাকেনা, প্রার্থনা কর্ত্তা মনুষ্য থাকেনা, তাহাতেই স্ত্রীর সতীত্ব থাকে।

প্রশ্ন। সন্তান উৎপত্তির কি নিয়ম।

উত্তর। গর্ভবতি স্ত্রীর তিন মাসের প্রথম দশ দিনে পুংসবন করিবে। তিন, পাঁচ, আট মাসে সীমন্তোন্নয়ন করিবে।

সন্তান ভূমিষ্ট হইলে, পুত্রের ছয় মাসে, অক্ষয় হইলে আট মাসে, স্ত্রীরপাঁচ, কিম্বা সাত মাসে অন্ন প্রাশন দিবে। তিন বর্ষের মধ্যে চূড়া সংস্কার করিবে। কুলাচারানুসারে গর্ব্ভাষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়নের মুখ্য কাল, গর্ব্ভ একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের মুখ্য কাল, গর্ব্ভ দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যের মুখ্য কাল। ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের গৌণ কাল। বেদাধ্যয়নের জন্য আচার্য্য নিকটে গমন করে যে কর্ম্ম দ্বিজ তাহার নাম উপ-নয়ন। ব্রাহ্মণ সন্তান ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়ন রহিত থাকিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত, যদি পিতৃ মাতৃ হীন বালক হয় তবে প্রাজাপত্য মাত্র উপনয়ন বিধি। সীমন্তোন্নয়নে, নাম করণে, চূড়া কর্ম্মে, পুত্র মুখ দর্শনে, কন্যা পুত্র বিবাহে, পিতা আপনার পিত্রাদির বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবেন। সাম বেদির গর্ব্ভাধানে বৃদ্ধি নাই।

প্রশ্ন। কিং নিয়মে সংসার নির্ব্বাহ হইতে পারে।

উত্তর। উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে শত্রু বিগ্রহে, রাজ দ্বারে, আর শ্মশানে যে ব্যক্তি সহায়তা করে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে মৈত্রতা করিবেক. সাক্ষাতে মিষ্ট কথা কহে, অসাক্ষাতে কর্ম্ম নষ্ট করে, এ প্রকার মনুষ্যকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, গোপন বিষয় মিত্রকেও বলিবেক না দুষ্ট ব্যক্তির কথায় কখন প্রত্যয় করিয়া হটাৎ কোন কর্ম্ম করা অনুচিত। নদী, নখী, শৃঙ্গী রাজা আর স্ত্রী ইহার দিগেরকে বিশ্বাস করিবেক না। উপার্জ্জনীয় ধন চারি অংশ করিয়া এক ভাগ ধর্ম্মার্থে, দ্বিতীয়ভাগ পরিবার পোষণার্থে, তৃতীয় ভাগ আত্মারক্ষার্থে, ব্যয় করিবেক, চতুর্থভাগ সঞ্চয় করি-বেক, স্থানের ঠিকানা না করিয়া পূর্ব্বস্থান ত্যাগ করিবেক না। গৃহচ্ছিদ্র, অপমান, মনস্তাপ, অর্থনাশ প্রকাশ করিবেক না।

আহারে ব্যবহারে লজ্জা করিবেক না। কোন বিষয় করিতে হইলে মনে চিন্তা করিবেক, প্রকাশ করিবেক না, অতি দর্প, অতি মান, অতি দান, ইহা করিবেক না, সৎবংশ ও সৎআচার হয় এমত ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ, পণ্ডিতের সহিত বন্ধুতা, আর জ্ঞানির সহিত মেলন করিবেক, পরাধীন জীবন, নিরাশ্রয় বাস, নির্ধন ব্যবসা, করিবেকনা, জ্ঞাত বিষয় ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত বিষয়ের চেষ্টা করা উচিৎ নহে, কিঞ্চিৎ কর্ম্মকে ভারি কর্ম্ম জ্ঞান করিয়া সংপুর্ণ উদ্যোগ করিবে অর্থাৎ কোন কর্ম্মকে অবহেলা করিবেক না। হর্ষ চিত্ত নিরন্তর থাকা ভাল। সঙ্গম গোপনীয় স্থানে করা কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় অবশ হইলে অনেক উৎপাত ঘটে। মিষ্ট বাক্য মনুষ্যকে বাধ্য করণের প্রধান উপায়। ভিক্ষোপজীবীর অসন্তুষ্টতে অনেক ক্ষতি হয়। করগ্রাহির সন্তুষ্ট হওয়া ভাল নহে। বেশ্যা লাজুক হইলে ধনোপার্জন করিতে পারে না। কুলবতী লজ্জা রহিত হইলে মান হানি হয়। পর হস্তে ধন, পুঁতি গত বিদ্যা আবশ্যক সময়ে পায়া যায়না, অতএব তাহা ভাল নহে। দুষ্ট লোককে সর্ব্বদা ভয় করিবেক। অসম্ভব চক্ষে দেখিলেও কাহাকে কহিবেক না। নারির হস্তে কর্ম্মের ভার, নদীতীরে কৃষি ইহা কখন করিবেক না। কামিনীর কটাক্ষ বান পুরুষের হৃদয়ে যে পর্য্যন্ত বিদ্ধ না হয়, সে পর্য্যন্ত সৎ পথ, ইন্দ্রিয়বশ, লজ্জা, বিনয় ইত্যাদি থাকে। মনুষ্যকে অনুগত করণের প্রকরণ এই সকল দেখা হইলে হাস্য প্রশ্নেতে আদর, অসাক্ষাতে প্রশংসা, উত্তম দ্রব্য দেখিলে স্মরণ, সেবা ব্যতিত আনুরক্তি, প্রিয় বাক্যের সহিত দান, দোষেতেও গুন গ্রহণ করান, বিরক্ত লক্ষণ, প্রত্যাশা সর্ব্বদাকরা ফল রহিত প্রসংশা করা, মূঢ় ব্যক্তিকে উপদেশ করা

কেবল ক্রোধ জন্মাইবার হেতু হয়। শঠের সহিত সৎব্যবহার সরলের সহিত কুব্যবহার, নীচের সেবা, করিবেকনা ইহাতে দোষ এবং পাপ জনক হয়। যে সভাতে বৃদ্ধ নাই, সে সভা নহে, যে বৃদ্ধ ধর্ম্ম জানেনা সে বৃদ্ধ নহে, যে ধর্ম্মে সত্য নাই সে ধর্ম্ম নহে, যে সত্যতে ছল আছে সে সত্য নহে। অল্প কর্ম্ম করিয়া নির্ব্বোধ লোক মহাব্যস্ত হয়, বড় কর্ম্ম করিয়া বুদ্ধিমান ব্যাকুল হয় না। অভয় দান আর শরণাগত রক্ষা ইহার তুল্য কর্ম্ম নাই।

প্রশ্ন। পুন্য সঞ্চয় প্রথম বৃদ্ধাবস্থায় যে করিতে হয় সে কি প্রকার।

উত্তর। পঞ্চাশত বর্ষ পর্য্যন্ত প্রথম বৃদ্ধাবস্থা তাহাতে নানা প্রকার তিথি মাহাত্মেতে বিতর্ক না করিয়া ক্ষমতা মতে নিত্য নৈমিত্ত কর্ম্ম করিবেক।

প্রশ্ন। কোন তিথিতে কি কর্ম্ম করা উচিৎ।

উত্তর। তিথি তত্ত্ব কিছু এবং স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল বর্ণন করিতে হইল।

প্রতিপৎ

শুক্ল পক্ষে অমাবস্যা কিম্বা দ্বিতীয়া যুক্তাস্থলে অমাবস্যা যুক্তে দৈবাদি কর্ম্ম। কৃষ্ণ পক্ষে দ্বিতিয়া যুক্তাতে, তাহাতে উপবাস নিষেধ। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল প্রতি পদে বলি পূজা, বলি রাজাকে বামন পুরানে ভগবান কহিয়াছেন নরলোকে তোমার পূজা এই দিন করিবেক। কার্ত্তিক প্রতিপদে দ্যুত ক্রীড়ায় জয় হইলে সর্ব্বত্র জয় হয়। কার্ত্তিক পূর্ণিমার পর রোহিণী

শুক্লা প্রতিপদ গঙ্গা স্নানে মাহাত্ম্য আছে তাহার সঙ্কল্পে মার্গ শীর্ষ উল্লেখ।

দ্বিতীয়া। কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়া যুক্তাতে দৈবাদি কর্ম্ম। আষাঢ়ের শুক্ল দ্বিতীয়াতে রথ যাত্রা কার্ত্তিক শুক্ল দ্বিতীয়াতে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া, ইহাতে ভগ্নী ভ্রাতাকে ভোজন করাইবেন, ইহার কাল পঞ্চম যামার্দ্ধ, অপ্রাপ্তে সামান্য কাল, লিঙ্গ পুরানের বিধি। প্রেত পক্ষের পর শুক্লা দ্বিতীয়া কোজাগরের পর কৃষ্ণা দ্বিতীয়া আর চৈত্র পুর্ণিমার পর কৃষ্ণা দ্বিতীয়া এবং কার্ত্তিক পুর্ণিমার পর কৃষ্ণ দ্বিতীয়া এসকলে অধ্যয়ন নিষেধ।

তৃতীয়া রম্ভা ব্রতেতর দৈব কর্ম্মে চতুর্থী যুক্তা গ্রাহ্য বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া সত্য যুগাদ্যা নাম অক্ষয়া। জৈষ্ঠের দ্বিতীয়া যুক্তা শুক্ল তৃতীয়া রম্ভা নামে স্বর্গ বেশ্যা ইহাতে ব্রত করিয়াছিলেন। ভাদ্র এবং চৈত্রের শুক্ল তৃতীয়া মন্বন্তরা ইহাতে এক২ মনুর জন্ম হইয়াছিল।

চতুর্থী পঞ্চমী যুক্তাতে দৈব কর্ম্ম।

মঙ্গলবার শুক্লচতুর্থী অক্ষয়া। তৃতীয়া যুক্তা চতুর্থীতে গণেশব্রত। চতুর্থী মাত্রেরি প্রদোষে অধ্যয়ন নিষেধ। জৈষ্ঠের চতুর্থী উমা চতুর্থী। সিংহ রাশির চন্দ্র দর্শনে নিষেধ, প্রাচীন স্মৃতিতে লিখেন। মাঘীয় শুক্লা চতুর্থী বরদা চতুর্থী।

পঞ্চমী চতুর্থী যুক্তাতে দৈবাদি কর্ম্ম।

আষাঢ়ে হরি শয়নের পর কৃষ্ণা পঞ্চমীতে নাগের পূজা মাঘের শুক্ল পঞ্চমীতে বাগ্দেবীর পূজা।

ষষ্ঠী সপ্তমী যুক্তা কার্য্যা।

জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ষষ্ঠী আরণ্য ইতি খ্যাতা ইহাতে বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা আর কার্ত্তিকেয়ের এবং ষষ্ঠীর পূজা পুত্রার্থিনী স্ত্রী করিবেক। ভাদ্রের শুক্লা ষষ্ঠী অক্ষয়া। আশ্বিনের শুক্লা ষষ্ঠীর সায়ং কালে দুর্গার বোধন, এই শারদীয় মহাপূজার কাম্যত্বের হেতু ফলশ্রুতি আর ব্রহ্মার বচনানুসারে নিত্যত্ব। এই কর্ম্ম প্রাচীন মতে চৈত্র মাসে যাহাকে বাসন্তী কহে আশ্বিন মাসে প্রকাশ শ্রীরামচন্দ্র হইতে। মার্গশীর্ষের শুক্লা ষষ্ঠী গুহ নামা তাহাতে পুত্রার্থিনী স্ত্রী কার্ত্তিকের পূজা করে। চৈত্রীর শুক্লা ষষ্ঠী স্কন্দ নাম্নী তাহারো ফল গুহ ষষ্ঠীর ন্যায়, কিন্তু পঞ্চমী যুক্তা কর্ম্মার্হা।

সপ্তমী ষষ্ঠী যুক্তা গ্রাহ্যা।

রবিবার যুক্তা শুক্লা সপ্তমী বিজয়া এবং অক্ষয়া বৈশাখের শুক্লা সপ্তমীতে জহ্নু মুনি গঙ্গা পান করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ দিবস গঙ্গাস্নান বিধিঃ। যে হেতু উহার নাম বিবস্বৎ সপ্তমী। ভাদ্রের শুক্লা সপ্তমী তাহাতে ললিতা চণ্ডীর পূজা, কালিকা পুরাণে প্রমাণ। আশ্বিনের শুক্ল পক্ষে উদয় গামিনী সপ্তমীতে কন্যা লগ্নে কিম্বা তুলা লগ্নে পত্রী প্রবেশঃ। মার্গশীর্ষের শুক্লা সপ্তমী মিত্র সপ্তমী, এই দিন দিবাকর রথোপবিষ্ট হইয়াছিলেন। মাঘের শুক্লা সপ্তমীকে অরুণোদয় সপ্তমী কহে। ইহাতে গঙ্গাস্নান এবং আরোগ্য কামির উপবাস বিধিঃ। আরোগ্য ব্রত অষ্টমী যুক্তা, এবং মলমাসে অবিধিঃ। গঙ্গাস্নান উভয় দিন অরুণোদয় কালে মুহুর্ত্তান্যূনলাভে পূর্ব্ব অরুণোদয় কাল স্নানার্হা। এ সপ্তমীও এক মনুর জন্মদিন। ৭।

অষ্টমী শুক্লে নবমী আর কৃষ্ণে সপ্তমী যুক্তা কর্ম্মার্হা।

শনি মঙ্গলবার যুক্তা কৃষ্ণাষ্টমী অতি পুন্যা। শুক্রবার যুক্তা শুক্লাষ্টমী অক্ষয়া। বৈশাখের কৃষ্ণাষ্টমীর নাম ত্রিলোচনাষ্টমী, ইহাতে মহাদেবের পূজা করিবেক। শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তিথি, উপবাস করিবেক, সঙ্কল্পে ভাদ্র উল্লেখ। এ অষ্টমী মন্বন্তরা। ভাদ্রের শুক্লাষ্টমী দূর্ব্বাষ্টমী তাহাতে সপ্তমী যুক্তা হইলে সন্তান বৃদ্ধি কামনায় দূর্ব্বার পূজা করিবেক। কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমী গোষ্ঠ বিহার, মার্গশীর্ষের কৃষ্ণাষ্টমী পূপাষ্টকা তাহাতে পিষ্টক দ্বারা পিতৃ-লোকের শ্রাদ্ধ করিবেক। বাক্য রচনা পৌষ উল্লেখ। পৌষের কৃষ্ণাষ্টমী মাংসাষ্টকা তাহাতে মাংস দ্বারা পিতৃ-লোকের শ্রাদ্ধ করিবেক, বাক্য রচনা মাঘ। মাঘীয় কৃষ্ণাষ্টমী শাকাষ্টকা শাক দ্বারা শ্রাদ্ধ, বাক্য ফাল্গুণ। মাঘীয় শুক্লাষ্টমীতে ভীষ্ম তর্পণ, ঐ দিবস ভীষ্মের মৃত তিথি চৈত্রের শুক্লাষ্টমী ব্রহ্ম পুত্রের জন্ম তিথি, তাহাতে অশোক কামনায় অশোক কলিকা ভোজন করিবে। পঞ্চম যামার্দ্ধ ব্যাপীনী গ্রাহ্যা। উভয় দিন লাভে বা অলাভে পর দিন। ইহাতে পূর্ব্বাহ্নে বুধবার যোগ হইলে এবং পুনর্ব্বসু থাকিলে লৌহিত্য স্নানে অনেক ফল।

নবমী অষ্টমী যুক্তা কার্য্যা।

ভাদ্রের শুক্লা নবমী দুর্গা নবমী, কৃষ্ণা আর্দ্রা যুক্তাতে বোধন, আর্দ্রার অভাব হইলেও বোধন হয়, ইহার বাক্য আশ্বিন উল্লেখ। আশ্বিনের শুক্লা নবমী উদয় গামিনী মহা নবমী, এবং মন্বাদি। কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী ত্রেতা যুগাদ্যা,

তন্ত্র মতে জগদ্ধাত্রী পূজা। মাঘের শুক্লা নবমী মহা নন্দা তত্তাহাতে গঙ্গা স্নান। ফাগুনের শুক্লা নবমী অনন্ত ফলা। চৈত্রের শুক্লা নবমী শ্রীরামনবমী যাহাকে রামচন্দ্রের জন্ম তিথি কহে, স্নান এবং উপবাস বিধি। ইহাই বাসন্তী পূজার মহা নবমী।

দশমী শুক্লা একাদশী আর কৃষ্ণা নবমী
যুক্তা গ্রাহ্যা।

জৈষ্ঠ শুক্লা দশমী দশহরা, এই দিনে গঙ্গা মর্ত্যলোকে আগমন করেন অতএব গঙ্গা স্নান করিবেক। উভয় দিনে হস্তা নক্ষত্র যোগে পর দিন স্নান; যদি পূর্ব্ব দিন মঙ্গল-বার হয় তবে সেই দিন স্নান বিধিঃ। আষাঢ়ের শুক্লা দশমী মন্বন্তরা আশ্বিনের শুক্লা দশমী উদয় গামিনী বিজয়া।

একাদশী দ্বাদশী যুক্তাতে উপবাস।

একাদশীর উপবাসে অশৌচ প্রতিবন্ধক হয় না ইহার হেতু উপবাস নিত্য কর্ম্ম না করিলে পাপ হয়। অতএব অষ্টম বৎসরের পর অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক মনুষ্যেরা অধিকারি। অশক্ত প্রযুক্ত অনুকল্প, তাহাতে রাত্রিতে অন্নো দনাদি আহার করিবেক। অনুকল্পেতেও বিষ্ণুর উপাস করিবে না। অনুকল্পে অশক্ত হয় এক জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেক, ভোক্তা ব্রাহ্মণের অভাবে ভোজনের দ্বৈগুণ্য ধন দান। পৌষ মাসের শুক্লা একাদশী মন্বন্তরা। মাঘের শুক্লা একাদশী ভৈমী ইহাতে তিল দান করিবে।

দ্বাদশী একাদশী যুক্তা দৈব কর্ম্মাহ।

বৈশাখের শুক্লা দ্বাদশী পিপীতকী, তাহা ত্রয়োদশী যুক্তা। জ্যৈষ্ঠের শুক্লা দ্বাদশী বিশোকা, অর্থাৎ বিশোকা নামে একব্যক্তি প্রকাশ করে। আষাঢ়ের শুক্লা দ্বাদশীতে অনুরাধার পাদ যোগ হয় কিম্বা না হয় তথাপি নিশিতে বিষ্ণুর শয়ন করাইবে। দ্বাদশীতে না হইয়া যদি অন্য তিথিতে অনুরাধার আদ্য পাদ যোগ হয় তবে তাহাতেই শয়ন করান বিধি, পার্শ্ব পরিবর্ত্তে এবং উত্থানে এক ব্যবহার। ভাদ্রের শ্রবণা যুক্তা শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণ দ্বাদশী, বামন দেবের জন্ম তিথি। তাহার ব্যবস্থা একাদশীতে শ্রবণা লাভ হইলে একাদশীর উপবাস করিলেই সিদ্ধ হয়, কেবল দ্বাদশীতে শ্রবণা হইলে দুই উপবাস হয়, দ্বাদশীর উপবাস কাম্য তাহা না করিলে প্রত্যবায় নাই। মার্গশীর্ষের শুক্লা অখণ্ড দ্বাদশী। ফাল্গুনে শুক্ল দ্বাদশী গোবিন্দ দ্বাদশী গঙ্গা স্নান বিধি।

ত্রয়োদশী শুক্লা দ্বাদশী যুক্তা কৃষ্ণা চতুর্দশী যুক্তা কার্য্যা। শ্রাবণে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী দ্বাপর যুগাদ্যা ইহার স্থানে ভাদ্র উল্লেখ। ভাদ্রে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী মঘা যুক্তা হইলে শ্রাদ্ধের আবশ্যক, মধু পায়সেতে ফলাধিক্য, ব্রাহ্মণের অন্নদান আবশ্যক। হস্তা নক্ষত্রে সূর্য্য থাকিলে কুঞ্জর চ্ছায়া যোগ হয়, অতএব আশ্বিনের দশম দিনে মঘা যুক্তা ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিয়া একাদশ দিনে যদি মঘা যুক্তা ত্রয়োদশী থাকে কুঞ্জর চ্ছায়া যোগ নিমিত্ত তাহাতে শ্রাদ্ধ পুনর্ব্বার করিবেক না, কারণ মঘা ত্রয়োদশী শ্রাদ্ধেতে কুঞ্জরচ্ছায়া যোগ হইলে ফলাধিক্য হয়। আর তাহাতে বিতর্ক অবিতর্কে তাবতেই শ্রাদ্ধ করিবে। এই অপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিলে পাক

শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয়। চান্দ্র ফাল্গুনের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী শত ভিষা নক্ষত্র যুক্তা বারুণী, শনিবার যুক্তা মহা বারুণী শুভ যোগ সমাযুক্তা মহা মহা বারুণী। উহার স্নানে চৈত্র মাস উল্লেখ করিবে। কিন্তু বারুণীর উল্লেখ করিবে না। এ স্নান বিধবাদি তাবতে করিতে পারে, রাত্রিতে যোগ হইলেও স্নান বিধি। ঐ স্নান দিনে যদি একাদশীর পারণ হয় নিত্য স্নান করিয়া পারণ করিবে, স্নানের অনুরোধে দ্বাদশীতে পারণ ত্যাগ করিবে না। চৈত্র শুক্ল ত্রয়োদশী মদন ত্রয়োদশী তাহাতে কন্দর্প দমন কামনার ব্রত।

চতুর্দশী শুক্লা পূর্ণিমা যুক্তা কৃষ্ণা ত্রয়োদশী যুক্তা দৈব কর্ম্ম করণার্হ।

বৈশাখের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে সাবিত্রী ব্রত, সাবিত্রী নাম্নী স্ত্রী হইতে প্রচার। তাহার বাক্যে জ্যৈষ্ঠ মাস উল্লেখ। শ্রাবণীয় কৃষ্ণা চতুর্দশী অঘোরা ইহাতে শিবব্রত করিবে। ভাদ্রে শুক্লা চতুর্দশীতে অনন্ত ব্রত, এ ব্রতে মধ্যাহ্ন ব্যাপিনী তিথির পূজ্যতা। আশ্বিনে কৃষ্ণা চতুর্দশী পূর্ব্বাহ্ন ব্যাপিনী ভূত চতুর্দশী তাহাতে স্নান, যম তর্পণ, দীপ দান, এবং চতুর্দশ শাক ভোজন। বাক্য কার্ত্তিকের উল্লেখ। মার্গশীর্ষে শুক্লা চতুর্দশী পাষাণ চতুর্দশী, পৌষ কৃষ্ণা চতুর্দশী রটন্তী তাহাতে কালি পূজা, স্নান এবং যম তর্পণ। বাক্যে মাঘ উল্লেখ। মাঘের কৃষ্ণা চতুর্দশী শিবরাত্রি, তাহাতে উপবাস এবং রাত্রিতে চারি প্রহরে চারি শিবপূজা। পারণ চতুর্দশীতে ফলাধিক্য. বাক্য ফাল্গুন মাস উল্লেখ। ফাল্গুনের মঙ্গলবার যুক্তা কৃষ্ণা চতুর্দশীতে গঙ্গাস্নান আর গঙ্গাজল পান। চৈত্রে শুক্লা মদন চতুর্দশী, ইহাও মদন ত্রয়োদশীর ন্যায়।

পূর্ণিমা চতুর্দ্দশী যুক্তা দৈব কর্ম্মাই।

প্রতি পূর্ণিমাতে স্রোতো জলে স্নান উচিত। বৈশাখী পূর্ণিমাতে দান কর্ত্তব্য। জ্যৈষ্ঠ সম্বৎসরে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র যুক্ত জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা মহা জ্যৈষ্ঠী। জ্যেষ্ঠা বৃশ্চিক রাশিতে গুরু চন্দ্র থাকিয়া রোহিণী বৃষেতে যদি সূর্য্য থাকেন আর বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা যদি হয় সেও মহা জ্যৈষ্ঠী। অনুরাধা বৃশ্চিক রাশিতে চন্দ্র আর গুরু যদি থাকেন তাহাও জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথি মহা জ্যৈষ্ঠী ঐ দিবস স্নান যাত্রা। এ পূর্ণিমা মন্বন্তরা এবং আষাঢ়ী পূর্ণিমাও মন্বন্তরা। তাহাতেও স্নান দান করিবে। শ্রাবণের পূর্ণিমাতে স্নান এবং শ্রাদ্ধ করিবে। এবং রাখি বাঁদিবে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা যে দিনে সঙ্গব কালে পূর্ণিমার লাভ হয় সেই দিন শ্রাদ্ধ। উভয় দিনে সঙ্গব কালে অপ্রাপ্তিতে পর দিন মাঘী পূর্ণিমারও ঐ প্রকার ব্যবস্থা। শ্রাবণী পূর্ণিমাতে ঝুলন যাত্রা। ভাদ্রে প্রৌষ্ঠপদী ও আশ্বিনে প্রদোষ নিশীথোভয় ব্যাপিনী যে পূর্ণিমা উহাতে কোজাগর কৃত্য, তাহা প্রদোষ, আর নিশীথ ব্যাপিনী কর্ম্মাই। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা মন্বাদি তাহাতে দান করিবে। কৃত্তিকা যুক্তা পূর্ণিমা মহা কার্ত্তিকী, তাহাতে রাস যাত্রা। আর পৌষী পূর্ণিমার পর মাঘী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মূলক আহার নিষেধ। মাঘী পূর্ণিমা কলি যুগাদ্যা উহাতে শ্রাদ্ধ আর দান করিবে। ফাল্গুনী পূর্ণিমা মন্বন্তরা। উহাতে দোল যাত্রা।

অমাবস্যা।

ভাদ্রের অমাবস্যা মহালয়া, তাহাতে শ্রাদ্ধ এবং ষোড়শ পিণ্ড দান। ইহার বাক্য আশ্বিন মাস উল্লেখ। আশ্বিনের

অমাবস্যা দীপান্বিতা। উহাতে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে: আর প্রদোষে লক্ষ্মী পূজা। তাহার বাক্য কার্ত্তিক মাস উল্লেখ। রবিবার ব্যতীপাত শ্রবণা নক্ষত্র যুক্তা পৌষ মাস কি মাঘ মাসের অমাবস্যা যদি হয় তাহার নাম অর্দ্ধোদয় তাহাতে স্নানে পুণ্য জনক ইহা পৌষে হইলে মাঘের উল্লেখ, মাঘে হইলে ফাল্গুনের উল্লেখ ফাল্গুনের অমাবস্যা মন্বাদি। চৈত্র অমাবস্যা গোসহস্রী। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে স্নান আর দান করিবে অশৌচ স্নানের বাধক নহে। সোমবার চন্দ্র গ্রহণ রবিবার সূর্য্য গ্রহণ তাহাতে চূড়ামণি যোগ হয়। যে ব্যক্তির রাশিতে গ্রহণ দর্শণ নিষেধ সে ব্যক্তির পর স্নান করিবে। সূর্য্য গ্রহণের পূর্ব্ব চতুঃপ্রহর আর চন্দ্র গ্রহণের পূর্ব্ব তিন প্রহর আহার নিষেধ। গ্রস্তোদয় চন্দ্রে দিবাতে আহার করিবে না। আতুর পক্ষ এ ব্যবস্থা নহে। সায়ং কালে গ্রহণ হইলে মধ্যাহ্নে আহার অবিধি। মধ্যাহ্নে হইলে সঙ্গবে, সঙ্গবে হইলে পূর্ব্ব ভোজন অবিধি। গ্রস্তাস্ত হইলে পরদিন চন্দ্র দর্শন করিয়া স্নান আহার। মেঘ দ্বারা দর্শন না হইলে সেই সময় অবসানে স্নান আহার। গ্রস্তাস্ত হইলে তিন দিন বেদাদি পাঠ নিষেধঃ। গ্রহণ দিনে পুত্রবান ব্যক্তি পারণ ও উপবাস করিবে না। দ্বাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি এবং শ্রাদ্ধ দিনে বস্ত্র নিস্পীড়ন করিবে না, একারণ তর্পণে বস্ত্র নিস্পীড়নোদক নিষেধ। সপ্তমী, জন্ম তিথি, গঙ্গাজল, তীর্থস্থল, আর যুগাদ্যা, অমাবস্যা, প্রেতপক্ষ ব্যতিত তিল তর্পণ বিধি নহে অমাবস্যা বন্যা, অষ্টকাত্রয়, নিরগ্নির চতুর্দ্দশী ব্যতিরিক্ত কৃষ্ণ পক্ষের যে তিথি এবং ভাদ্রমাসের পূর্ণিমার পর পঞ্চদশ তিথি কি ষষ্ঠ্যাদি দশ তিথি কি একাদশ্যাদি পঞ্চ তিথি কি ত্রিয়োদশ্যাদি

তিথিত্রয় রূপ কল্প চতুষ্টয়ের অন্যতর কল্প করিবে যথা ত্রয়োদশী কন্যাস্থ রবি কালীন কৃষ্ণপক্ষ, তিথি শ্রাবণী পূর্ণিমা এবং মাঘী পূর্ণিমা আর আষাঢ় মাসের চত্বারিংশদ্দণ্ডাধিক ষষ্টদিনোত্তর বিংশতি দণ্ডাধিক ত্রয়োদশদিন পর্য্যন্ত যে কোন তিথিতে নবোদক শ্রাদ্ধ, নবান্ন শ্রাদ্ধ, গ্রহণ শ্রাদ্ধ, তাহা আবশ্যক। প্রতি মাসের অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিতে অশক্ত হইলে, কন্যা, কুম্ভ, কিম্বা বৃষরাশির অমাবস্যাতে করিবে। তাহার বাক্য সৌরমাস উল্লেখ। মলমাসে অমাবস্যার শ্রাদ্ধ হয় না। অষ্টকশ্রাদ্ধ অন্ন দিয়া করিবে। নবান্ন শ্রাদ্ধের মুখ্যকাল আশ্বিনের শুক্ল পক্ষ, অশক্ত হইলে বৃশ্চিকের শুক্ল পক্ষ, তাহাতে অশক্ত হইলে মাঘ, ফাল্গুন কি বৈশাখের শুক্ল পক্ষ, তাহার বাক্যে মুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখ। বৈশাখের শুক্ল পক্ষে যব শ্রাদ্ধ। অশক্তপর জ্যৈষ্ঠের কি আষাঢ়ের শুক্ল পক্ষ, শয়নে করিবে না। নূতন তণ্ডুল অভাবে পুরাতনেও পারে। পিতা বর্ত্তমানে এ সকল শ্রাদ্ধ করিতে অধিকার নাই। পিতা অবর্ত্তমানে পিতামহ থাকিলে পিতা প্রপিতামহ বৃদ্ধ প্রপিতামহ পার্ব্বণ। মাতামহাদিত্রয় বর্ত্তমান থাকিলে কেবল পিত্রাদিত্রয়ের পার্ব্বণ। ৮।

প্রশ্ন। এক মাসের তিথিতে অন্য মাসের উল্লেখ বাক্য ইহার হেতু কি।

উত্তর। স্নান এবং অষ্টকাশ্রাদ্ধাদিতে গৌণ চান্দ্র মাসের। ব্রতেতে মুখ্য চান্দ্রমাসের। আর বিবাহাদিতে সৌরমাসের উল্লেখ করিতে বিধি।

প্রশ্ন। গৌণচান্দ্র, মুখ্যচান্দ্র, আর সৌর মাস কি প্রকার।

উত্তর কৃষ্ণ প্রতিপদাদি পৌর্ণ মাস্যন্ত গৌণচান্দ্র শুক্ল প্রতিপদাদি দর্শান্ত মুখ্য চান্দ্র; আর সূর্য্য যে রাশিতে থাকেন তাহাতে যে মাস হয় তাহাকে সৌর মাস কহে, ঐ সৌর মাসের সংক্রান্তিতে স্নান দান উচিত, আর কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্ত্তিক পূজা এত।

প্রশ্ন। শেষ বৃদ্ধাবস্থায় যোগ সাধন তাহা কি প্রকার।

উত্তর। যোগ সাধনের মুখ্যকাল শেষ বৃদ্ধাবস্থা জানিবে কিন্তু ষষ্ঠ্যবধি সপ্ততি পর্য্যন্ত শেষ বৃদ্ধাবস্থা তৎকালে মনুষ্য প্রায় বল রহিত হয়, একারণ শাস্ত্রে পঞ্চাশতূর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ লিখেন, একারণ স্বীয় ধন সন্তান দিগকে বণ্টন করিয়া দিয়া আপনি যোগাশ্রয় করিবে, যে হেতু শরীর ক্ষণ বিধ্বংশী, অতএব ধর্ম্ম ও সুখের কারণ সাধুসঙ্গ উচিৎ। তীর্থ আর দেবস্থান, শাস্ত্রজ্ঞান জন্য তপস্বি হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। ঐ প্রকার বৈরাগ্য যদি না জন্মে।

উত্তর। সন্তান দিগকে স্বোপার্জ্জিত ধন কিঞ্চিৎ দিয়া আপনি অধিক লইয়া চিন্তা রহিত হইয়া বাস করিলেও হয়, কারণ আর বিষয়েচ্ছা না করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরারাধনায় আসক্ত থাকিয়া অন্তে যোগে দেহ ত্যাগ করিবে। বিষয়ে আসক্তি না করিয়া যদি গৃহে থাকে তাহাতেও যোগ সাধন হয়, তাৎপর্য্য ইন্দ্রিয়ের দমন করা, তাহা হইলে যথায় থাকে সেই স্থানেই তপস্যা হইতে পারে, যে ব্যক্তি অনিন্দিত কর্ম্মে রত সেই বিরাগি মনুষ্যের গৃহই তপোবন। অহিংসা পরম ধর্ম্ম তাহা সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের সম্মতি। ধনের জন্য অতিশয় আকিঞ্চন ভাল নহে, দেখ অর্থোপার্জ্জনে ক্লেশ, নষ্টেতে

ত্যাগ, সম্পত্তিতে অহঙ্কার নকালিই দোষের বিষয়, তবে অর্থকে কি প্রকারে সুখ দায়ক বলা হইতে পারে। কার্পণ্য রহিত প্রিয় স্বরে, শ্লাঘা রহিত গুরু সুপাত্র দারী দাতা, বাবুদিক ব্যক্তি অনিষ্ঠুর ভাষী, ইহা মহাপুরুষ লক্ষণ। প্রিয় বাক্যে দান, তমো রহিত জ্ঞান, ক্ষমা যুক্ত শুরতা, দান নিযুক্ত ধন, এই সংসারে দুর্লভ।

প্রশ্ন। অধিক দিন এপ্রকারে জীবিত থাকায় ধন ব্যয় হওনের সম্ভাবনা পরে আহারের কষ্ট হইতে পারে।

উত্তর। ধর্ম্ম শাস্ত্রে তাহার উপায় নির্ণয় আছে, পুত্র সহিত বিভাগের পর ধন ক্ষয় হইলে পুনরায় পুত্রাদি হইতে লইতে পারে। পিতামহাদি ধন পুত্রের সহিত সমানাংশ হয়। যদি পিতা উদ্ধার করিয়া থাকেন তাহা স্বোপার্জিতের ন্যায় হইবে। বিভাগানন্তর অন্য পুত্র জন্মিলে পিতৃ ভাগে তাহার অধিকার। বিভাগ না হওয়ায় পিতার মৃত্যু হইলে পিতৃ ঋণ ও প্রতিশ্রুত পরিশোধ এবং অসংস্কৃত পুত্র কন্যা থাকেতো তাহার সংস্কারান্তর অবশিষ্ট সমানাংশ হইবে। যদি মাতা স্ত্রীধন না পাইয়া থাকেন এক অংশী হইবেন। প্রপৌত্র পর্য্যন্ত রহিত হইয়া যদি মরে তাহার ধনে পত্নী অধিকারিণী, তাহা কেবল শরীর রক্ষার্থ ভোগ আর স্বামির স্বর্গার্থ কিঞ্চিৎ দান করিতে পারে, স্থাবরাদি দান বিক্রয়ের অধিকার নাই। তাহার অভাবে কুমারী কন্যা, বাগদত্তা, দত্তার, ক্রমে অধিকার, তাহারো অভাবে সম্ভাবিত,পুত্রা, পুত্র-বতীর এককালে অধিকার তদাভাবে দৌহিত্র, তাহার অভাবে পিতা, তদাভাবে মাতা, তদভাবে ভ্রাতা, তদভাবে ভ্রাতৃপুত্র, তদভাবে ভ্রাতৃ পৌত্র, ইহাতে সাসৃষ্ট এবং অসংসৃষ্ট বিশেষ

আছে। তদভাবে পিতৃ দৌহিত্র, তদভাবে পিতামহ, তদভাবে পিতামহী তদভাবে পিতামহের দৌহিত্রান্ত ক্রমে পাইবে, তদভাবে প্রপিতামহ, তদভাবে প্রপিতামহি, তদভাবে প্রপিতামহের দৌহিত্রান্তক্রমে পাইবে তদভাবে মাতামহ, তদভাবে মাতুল, তদভাবে মাতুলপুত্রাদি তদভাবে প্রপৌত্রের প্রপৌত্র পুরুষত্রয়, তদভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধ পুরুষত্রয়, তদভাবে সমানোদক, তদভাবে আচার্য্য, তদভাবে শিষ্য, তদভাবে সহাধ্যায়ী, তদভাবে সগোত্র, তদভাবে সমান প্রবর, তদভাবে ব্রাহ্মণ ভিন্নের রাজা অধিকারি, স্ত্রীধনে পুত্র এবং অবিবাহিতা কন্যার একদা অধিকার। একের অভাবে অন্যের, উভয় অভাবে পুত্রবতী ও সম্ভাবিত পুত্রার একদা অধিকার, পুত্র কন্যা অভাবে পৌত্র, তদভাবে দৌহিত্র। স্ত্রীধন নিরূপন এই স্ত্রীলোক শিল্পদ্বারা লব্ধ আর পিতৃ মাতৃ ভর্ত্তৃ কুল ব্যতিরিক্ত হইতে লব্ধ যে ধন তাহাতে স্বামির স্বত্ব। স্বামী বিদ্যমানে অলঙ্কার পতি না দিলেও তাহাতে স্ত্রীর স্বাম্য। ভর্ত্তৃ দত্ত স্থাবর ভিন্ন স্ত্রীর দান বিক্রয়ে অধিকার। দুর্ভিক্ষে ভোজন প্রতিরোধ কৃত উত্তমর্ণাদির নিমিত্ত স্ত্রীধন স্বামী লইয়া দিতে না পারিলে পাপ হয় না।

প্রশ্ন। মৃত দেহ সংস্কারের প্রকরণ কি।

উত্তর। মৃত দেহের গতি তিন প্রকার, নিক্ষেপ করিলে পশু পক্ষিতে আহার করে তাহাতে বিষ্ঠা হয়, মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিলে কৃমি হয়, অগ্নিতে দগ্ধ করিলে ভস্ম হয় দেখ বিষ্ঠা এবং কৃমি হইতে ভস্ম উত্তম কি না। এ কারণ স্মৃতিকারেরা দাহ বিধান করিয়াছেন কিন্তু দুই বৎসর পূর্ণ,

হইয়াছে এমত বালকের মৃত দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত রিবে।

প্রশ্ন। এ বিবেচনায় মৃত শরীর ভস্ম করাই উত্তম বটে বে দুই বৎসরের অনধিক বালক বালিকার মৃত দেহ দাহ রা কি জন্য নিষিদ্ধ।

উত্তর। দুই বৎসরাবধি বালকের পাপ পুন্য না থাকায় দবৎ বলা যায়, দেব শরীর দাহনে পাপ আছে।

প্রশ্ন। মৃত শরীরের দাহাধিকারি কোনং ব্যক্তি।

উত্তর। পুরুষ মরিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র অপুত্রা পত্নী, অদত্তা কন্যা, দত্তা কন্যা, দৌহিত্র, কনিষ্ঠ সহোদর, জ্যেষ্ঠ সহোদর, কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয়, জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়, সহদরের পুত্র, বৈমাত্রেয়ের পুত্র, পিতা, মাতা, পুত্রবধূ, পৌত্রবধূ, অদত্তা পৌত্রী, দত্তা পৌত্রী, প্রপৌত্র বধূ, প্রপৌত্রী, দত্তা প্রপৌত্রী, পিতামহ, পিতামহী, পিতৃব্যাদি সপিণ্ড, সমানোদক, শ্বশুর, জামাতা, ভ্রাতার শিষ্য, ঋত্বিক, আচার্য্য, মিত্র, পিতৃ মিত্র, একত্রবাসী, গৃহিত বেতন, ক্রমে ইত্যাদি, স্ত্রীলোক মরিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র কন্যা, দত্তা কন্যা, দৌহিত্র, সপত্নীপুত্র, স্বামী, সপিণ্ড সমানোদক, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনীপুত্র, স্বামীর ভাগিনেয়, ভ্রাতার-পুত্র, জামাতা, স্বামীর মাতুল, স্বামীর শিষ্য, পিতৃবংশ, মাতৃ-বংশ, দ্বিজোত্তম, ক্রমে ইত্যাদি। শব কি অস্থি যদি না পাওয়া যায় তবে পর্ণনর করিয়া দাহ করিবে।

প্রশ্ন। সপিণ্ড এবং সমানোদক কি।

উত্তর। পিরম্পর সপ্তম পুরুষ সপিণ্ড, (মতান্তরে পিতা পিতামহ জীবত্মান থাকিলে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড)

অবিবাহিতা কন্যার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড। সপিণ্ডের পর দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক, তাহার পর চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ সম্বন্ধ স্মৃতিতক সকুল্য।

প্রশ্ন। মৃত দেহের দাহাদি হইলে কি ব্যবহার সপিণ্ড-গনের করা কর্ত্তব্য।

উত্তর। অশৌচ ব্যবহার করিবে, তাহার মধ্যে নিত্য কি কাম্য কোন কর্ম্ম করিবে না। সপিণ্ডগনের জনন মরণে সম্পূর্ণ অশৌচ,। তাহার বিধি ব্রাহ্মণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের বারো দিন, বৈশ্যের পনেরো দিন, শূদ্রের ত্রিশ দিন। আর পিতা মাতা মরণে পুত্রেরা এক বৎসর পিতৃ কর্ম্ম দেব কর্ম্ম করিবে না এবং ভর্ত্তৃ মরিলে স্ত্রী। কিন্তু সন্ধ্যোপাসনা আর মাতৃ মরণের পর পিতার পিতৃ মরণানন্তর মাতার শ্রাদ্ধ করিতে পারে। সপিণ্ডানন্তর দশম পুরুষ পর্য্যন্ত তিন দিন অশৌচ, দশম পুরুষানন্তর চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত দুই দিন অশৌচ। তাহার পরে সম্বন্ধ নাম স্মৃতি পর্য্যন্ত এক দিন। তাহার পর স্নান মাত্র শুদ্ধি। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব অশৌচ হইলে পূর্ব্ব দিবসাবধি গননা। অশৌচ প্রকৃত রূপ জ্ঞাত না হইলে অশৌচ হয় না। খণ্ডাশৌচ সর্ব্ব বর্ণের সমান।

প্রশ্ন। খণ্ডাশৌচ কি।

উত্তর। অশৌচের মধ্যে জ্ঞাত হইলে শেষ যত দিন থাকে তাহাতেই শুদ্ধি হয়। অশৌচানন্তর এক বৎসরের মধ্যে জ্ঞাত হইলে তিন রাত্র, তাহার পর স্নানে শুদ্ধি। পিতা মাতা স্বামীর মরণে বৎসরানন্তর দুই বৎসর পর্য্যন্ত এক দিন তাহার পর স্নানে শুদ্ধি। জননা শৌচ অশৌচের পর শুনিলে অশৌচ হয় না। নিজ পুত্র হইলে স্নানে শুদ্ধি।

আট মাস গর্ভের পর গর্ভস্রাব হইলেও জননাশৌচের বিধিঃ।

প্রশ্ন। তবে আট মাসের পূর্ব্বে কি ব্যবস্থা হইবে।

উত্তর আটমাস তক গর্ভস্রাবাশৌচের অধিকার, যদি ছয় মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হয় সেই স্ত্রীর অশৌচ হইবে, দুই মাসের মধ্যে তিন দিন তাহার পর ছয়মাস তক যত মাস গর্ভ হইবে ততো দিন অশৌচ, ইহাতে ব্রাহ্মণের এক দিন, ক্ষত্রিয়ের দুই দিন, বৈশ্যের তিন দিন, শূদ্রের ছয় দিন অধিক। আর ছয় মাসের পর সপ্তম অষ্টম মাস তক, সেই স্ত্রী সম্পূর্ণাশৌচ হইবে। জনকাদির তিন দিন হয়। যদি অপত্য জীবিত বাল থাকে, তাহাতে সকলের পূর্ণাশৌচ হয়। জন্ম দিনের পর মরিলে বালকাশৌচের ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। বালকাশৌচ কি প্রকার।

উত্তর। নবম মাস গর্ভ হইতে বালকাশৌচের বিচার, বালক যদি গর্ভ হইতে মরিয়া জন্মে, তাহাতে পিতা মাতা সপিণ্ড গনের সম্পূর্ণাশৌচ। জন্মিয়া অশৌচের মধ্যে মরিলে সপিণ্ড গনের স্নান মাত্রে শুদ্ধি। পিতা মাতার জননাশৌচ হয়। এ ব্যবস্থা সকল বর্ণের সমান।

প্রশ্ন। জননাশৌচের পরে যদি মরে তবে কি হয়।

উত্তর। ব্রাহ্মণের জননাশৌচের পর ছয় মাসের মধ্যে দন্ত হিন মরিলে পিতা মাতা সহদরের এক দিন রাত্র সপিণ্ডগনের স্নানে শুদ্ধি। যদি দন্ত হইয়া থাকে তাহাতে পিতা মাতার তিন দিন, সপিণ্ডগনের এক দিন। ছয় মাসের পর দুই বৎসরের মধ্যে চূড়া হীন মরিলে পিতা মাতার তিন দিন, সপিণ্ডগনের এক দিন। চূড়া হইলে পিতা মাতা সপিণ্ড-

গনের তিন দিন। দুই বৎসরের পর ছয় বৎসর তক মধ্যে যজ্ঞোপবিত হীন মরিলে পিতা মাতা সপিণ্ডগনের তিন দিন। যজ্ঞোপবিত হইলে তাবতের পূর্ণাশৌচ। শূদ্রের ছয় মাস তক তিন রাত্রাশৌচ। দন্ত হইলে পাঁচ দিন। ছয় মাসের পর দুই বৎসরের মধ্যে চূড়া হীন মরিলে পাঁচ দিন, চূড়া হইলে বারো দিন। দুই বৎসরের পর ছয় বৎসর তক বিবাহ না হইয়া মরিলে বারো দিন। বিবাহ হইলে তাবতের এক মাস। ছয় বৎসরের পর বিবাহ না হইলেও এক মাস।

প্রশ্ন। কন্যা সন্তানের কি প্রকার।

উত্তর। কন্যা অবিবাহিতার ত্রি পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড। কন্যা মরণে সকল বর্ণের সমান ব্যবস্থা। নয় মাস গর্ভে মরা কন্যা ভূমিষ্ট হইলে তাহাতে পিতা মাতা সপিণ্ডগনের পূর্ণাশৌচ। জন্মিয়া দুই বৎসরের মধ্যে মরিলে স্নানেই শুদ্ধি। দুই বৎসরের পর বাগ্দান না হওয়া পর্য্যন্ত তাবতের এক দিন। বাগ্দান হইলে পিতৃ এবং স্বামি কুলে তিন দিবস, বিবাহিতা কন্যা পিতৃ গৃহে প্রসব হয় কি মরে তাহাতে পিতা মাতার তিন দিন সহোদর গনের এক দিন, সপিণ্ডের হয় না। জন্ম দিন অবধি দন্ত না হওয়া তক ভগিনী মরিলে স্নানে শুদ্ধি। তাহার পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত এক দিবস, বিবাহ হইলে স্বামি কুলে অশৌচ।

প্রশ্ন। প্রসব হওয়ায় স্ত্রীলোকের অধিক কাল অশৌচ দেখা যাইতেছে ইহার বিধি কি।

উত্তর। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের স্ত্রী পুত্র প্রসব হইলে সেই স্ত্রীর ২০ দিন, কন্যা হইলে এক মাস, শূদ্রের উভয়েতেই এক মাস ব্যবস্থা। স্ত্রীলোক রজস্বলা হইলে তাহার তিন দিন

অশৌচ হয়। স্বামির পূরক পিণ্ড দানের কালে রজস্বলা হইলে স্নান করিয়া পিণ্ড দিবে। স্বামির আব্দিক দিনে রজস্বলা হইলে তাহার পঞ্চম দিনে শ্রাদ্ধ করিবে।

প্রশ্ন। দুই কি তাহার অধিক অশৌচ একদা হইলে কি করা উচিৎ।

উত্তর। গুরু, লঘু, এবং সমান, এই তিন প্রকার অশৌচ হয়। ইহার মধ্যে সপিণ্ড জননাশৌচ হইতে মরণাশৌচ গুরু, সপিণ্ড জননাশৌচ হইতে নিজ পুত্র জননাশৌচ গুরু, সপিণ্ড মরণাশৌচ হইতে নিজ পিতা মাতা, এবং স্ত্রীলোকের স্বামির মরণাশৌচ গুরু, অল্প দিনাশৌচ হইতে অধিক দিনাশৌচ গুরু। অতএব যে অশৌচ হইতে যে অশৌচ গুরু, তাহা হইতে সে লঘু যাইবে। দুই সপিণ্ড জননে এবং মরণে সমানাশৌচ। পূর্ণাশৌচের মধ্যে সমান অশৌচ হইলে পূর্ণাশৌচে শুদ্ধি হয়। যদি পূর্ণাশৌচের শেষ দিনে হয় তবে দুই দিন অধিক হইবে। সে দিনের প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইলে তিন দিন অধিক হয়। গুরু অশৌচের মধ্যে লঘু অশৌচ হইলে সমান অশৌচের মত ব্যবহার হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্বাশৌচে শুদ্ধি। যদি লঘু অশৌচের মধ্যে গুরু অশৌচ হয়, তাহাতে দ্বিতিয় অশৌচ হইবে। অশৌচানন্তর খণ্ডা শৌচ শ্রবণ হইলে অশৌচ হয় না।

প্রশ্ন। জ্ঞাতি ব্যতিরিক্ত বিবিধ প্রকার নিকট কুটুম্ব আছে তাহারা মরিলে অশৌচ ব্যবহার হয় কি না।

উত্তর। পিতামহের ভগিনী পুত্র, পিতামহীর ভ্রাতৃ ও ভগিনী পুত্র মরিলে দুই দিন অশৌচ। মাতামহীর ভগিনীর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র, মাতামহ ভগিনী পুত্র মরিলে এক দিবা

রাত্র বিবাহিতা ভগিনী, মাতুলানি, মাতুল পিতার ভগিনী, মাতার ভগিনী, মাতামহী দৌহিত্র, ভাগিনেয়, মরিলে দুই দিন। শ্বশুর শাশুড়ি যদি ভিন্ন গ্রামে মরে তবে এক দিন, নিকটে মরিলে ত্রি রাত্র। পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসার স্বামী মরিলে অশৌচ হয় না। গুরুর পত্নী মরিলে দুই দিন। বিমাতার ভ্রাতা, আচার্য্য পত্নী, আচার্য্য পুত্র, শিষ্য, উপাধ্যায়, শ্যালক, মরিলে এক দিন। গুরু পুত্র, মণ্ডলাধিপ, মরিলে এক দিন মাতামহ মরিলে তিন দিন। ভগিনীপতি, জামাতা বৈমাত্রেয় বিবাহিতা ভগিনী, সপত্নী দৌহিত্র, মরিলে স্নান করিলেই শুদ্ধি। পিতা মাতা মরিলে বিবাহিতা কন্যার তিন দিন। পুত্রহীন পুরুষ মরিলে অবিবাহিতা কন্যার এক দিন। এক গ্রাম বাসি গোত্রজ মরিলে এক দিন। পিতৃস্বসার আর মাতৃস্বসার পুত্র মরিলে দুই দিন। যাহাদের অশৌচ দুই দিন লেখা হইলে তাহাদের মরণে যদি দহন বহন করে তবে ত্রি রাত্রাশৌচ হইবে। আর যে মরিলে যে যত দিন অশৌচী হয় তাহার মরণে সে তত দিন অশৌচী হইবে। ৯।

প্রশ্ন। অপমৃত্যু ইত্যাদিতে অশৌচ কি মত ব্যবহার।

উত্তর। উচ্চদেশ হইতে পতন, বৃক্ষ, শৃঙ্গি, দংষ্ট্রি, নখি, বিষ ভক্ষণ, বন্ধন, অনশন, বজ্র, অগ্নি, জল, পক্ষি, মৎস্য,

মৃগ হইতে আর ক্ষত ব্যতীত শস্ত্রাঘাত হইতে যদি তিন দিবসের মধ্যে মৃত্যু হয় তাহাতে তিন দিন অশৌচ হইবে। তিন দিবসের পর মরিলে পূর্ণাশৌচ। উক্ত ব্যতীত অন্য প্রকার ক্ষত হইয়া সাত দিবসের মধ্যে মৃত্যু হইলে তিন দিন অশৌচ।

প্রশ্ন। এমত কি আছে যে তাহাতে অশৌচ হয় না।

উত্তর। ব্যাঘ্র সর্পাদির সহিত আর স্ত্রীর সহিত ক্রীড়ার সময় মৃত্যু হইলে অশৌচ হয় না। চৌর্য্য দোষে রাজা প্রাণ নাশ করিলে, পরস্ত্রী গমনে প্রবৃত্ত জনের সেই স্ত্রীর পতি প্রাণ নাশ করিলে, ব্রাহ্মণ হইয়া চাণ্ডালাদির সঙ্গে মল্লযুদ্ধে মরিলে চাণ্ডালাদিকে জাতি দিলে, ক্রোধ বশতঃ আত্ম হত্যা করিলে, আর যে সকল কর্ম্ম মহাপাতক মধ্যে গণ্য হইয়াছে, তাহার কোন কর্ম্ম করিয়া মহা পাতকী হইলে, এই সমস্ত লোকেরদের দাহাদি এবং অশৌচ নাই। ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মরিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দাহাদি করিবে।

প্রশ্ন। অশৌচ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতির কথা কহিলেন। ইহা ব্যতিরেকে হিন্দুর মধ্যে অনেক জাতি দেখা যাইতেছে তাহাদের অশৌচের কোন নিয়ম নাই।

উত্তর। স্বায়ম্ভুব মনু সৃষ্টির প্রথম মনুষ্য সকলকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করেন, তাহাতে চারি জাতি স্থির হয়, মনু সংহিতা প্রমাণে, সেই চারি জাতির আচার পণ্ডিতেরা ধর্ম্ম শাস্ত্রে রচনা করিয়াছেন। মধ্যে বেণরাজা প্রজা দিগের মধ্যে ব্যতিক্রম বিবাহাদি দেওয়াইয়া কতক গুলি মিশ্র জাতি উৎপত্তি করান, তাহারাই সঙ্কর জাতি হয়। তাহাদের প্রায় সকলেরি শূদ্রের মত তাবত আচার চলিত হইয়াছে। কেবল রাঢ়ীয় বৈদ্যের বল্লাল সেনের যত্নে বৈশ্যমত আচারে ১৫ দিন অশৌচ ব্যবহার হইয়াছে, আর চাণ্ডালেরা দশ দিন অশৌচ ব্যবহার করে।

প্রশ্ন। কোনং জাতি হইতে কোনং সঙ্কর জাতি হইয়াছে।

উত্তর। নানা দেশে নানা প্রকার ঘটনায় নানা জাতি হইয়াছে। সমুদয় নিশ্চয় হওয়া ভার, কতক গুলিন যাহা হইতে পারে, তাহা বর্ণনা করিলে সকলের প্রিয় হইবে না, অতএব এই ইঙ্গীত মাত্র।

প্রশ্ন। মরণাশৌচের পর কি কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

উত্তর। দাহ কর্ত্তা দশ পিণ্ড দিবেক। দায় তত্ত্ব লিখিত

মতে মৃত ব্যক্তির ধন যে পাইবে, উত্তরাধিকারি সেই ব্যক্তি বিহিত অশৌচানন্তর আদ্য কৃত্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধ করিবে। দানাদি সকলে করিতে পারে। পুত্র প্রতি মাসে এক বৎসর তক মাসিক শ্রাদ্ধ করিয়া বৎসরান্তে সপিণ্ডন করিবে। মাসিক শ্রাদ্ধ অশক্ত পক্ষে দ্বিমাসান্তর, ষণ্মাসে, এককালে বৎসরান্তেও করিতে পারে। তাহার পর প্রতি বৎসর মৃত তিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। এক পুত্রস্থলে অপকর্ষ বিধি, ত্রি পক্ষে সপিণ্ডীকরণ করিতে পারে। ব্রাহ্মণের একাহে সপিণ্ডীকরণ হয়। অন্য সকল বর্ণের বৃদ্ধি উপলক্ষে অপকর্ষ হয়। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ অষ্টম মুহূর্ত্তে আরম্ভ করিয়া নবম মুহূর্ত্তে সমাপন করিবে। বিদেশে তিথি না জানিতে পারে, মাস জানে, তাহাতে সেই মাসের কৃষ্ণা একাদশী কি অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ বিধি। তিথি জানে মাস জানেনা এ স্থানে মার্গশীর্ষ, আষাঢ়, কি ভাদ্র, অথবা মাঘ, ইহার মধ্যে যে মাস শুননের নিকট হয় সেই মাসেতে শ্রাদ্ধ বিধি। মাস এবং তিথি উভয় অজ্ঞাত হইলে প্রস্থান তিথি মৃত তিথি হয়। প্রস্থান তিথি অজ্ঞানে কেবল মাস জ্ঞানে সেই স্থলে সেই মাসের কৃষ্ণা একাদশী। মাস জ্ঞাতনয় তিথি জানে, সেস্থলে মার্গশীর্ষাদি। প্রস্থান দিন এবং মাস জানেনা সেস্থানে শুনিবার দিন মৃত তিথি হয়। দেশান্তর ব্যক্তির সমাচার বারো বৎসর না পাইলে মৃত স্থির করিয়া অমাবস্যাতে পর্ণনর দাহানন্তর ত্রিরাত্রাশৌচের পরদিন শ্রাদ্ধ

বিধি। আর গমন দিন মৃত তিথি ধার্য্য করিবে। অমাবস্যা এবং প্রেত পক্ষে মরিলে পুত্র সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ ত্রৈপুরুষিক পার্ব্বণ বিধানে করিবে। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ যদি স্বতিথিতে করিতে না পারে তবে কৃষ্ণ একাদশীতে নতুবা অমাবস্যাতে করিবে। ত্রৈপুরুষিক পার্ব্বণ করিলে যাট পুনর্দ্বিক পার্ব্বণ করা হয়। অবিভক্ত ভৈম্যাত্রের পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিলে আপনার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের কারণ পুনর্ব্বার পার্ব্বণ করিবে।

প্রশ্ন। মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে ফল কি।

উত্তর। বেদের আজ্ঞা অতি মান্য, মনুষ্য মরিলে তাহার সন্তানাদিরা আদ্য কৃত্যাদি সপিণ্ডণ করিলে সেই মৃত জীবের প্রেতত্ব বিমুক্তি হইয়া এক বৎসরে পিতৃ লোক প্রাপ্তি হয়।

প্রশ্ন। মৃত জীবের শ্রাদ্ধ করিলে মৃতের যে উপকার হয় এ অসম্ভব বোধ হইতেছে।

উত্তর জীবের যে নিত্যত্ব তাহা সকল শাস্ত্রেই কহেন। বিশেষত জম্বুদ্বীপের ভারতবর্ষস্থ যাবদীয় লোক বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ম্লেচ্ছ জবনাদির শাস্ত্রে লেখে যে মনুষ্য মরিয়া এইক্ষণে সে, জীব কিছু কাল যবস্থবে থাকে, বিচারের দিনে,

ঐ সকল মৃত জীবকে ভগবান এক২ শরীর দিয়া ... সাক্ষাতে বিচার দ্বারা পুণ্যাত্মাকে স্বর্গে আর পাপিকে ... পাঠাবেন, হিন্দু শাস্ত্রের সহিত ইহা ঐক্য হইতেছে, ... দের মতে শ্রাদ্ধ না থাকাতে মহা প্রলয় পর্য্যন্ত ... স্বীকার, অতএব সনাতন ধর্ম্ম মতে মৃত মাত্রে প্রেতত্ব, ... পিণ্ড দান হইলে আতি বাহিক শরীর পাইয়া যমালয়ে ... এবং ঈশ্বরাংশ ধর্ম্ম রাজ যমের সমক্ষ্যে মৃত জীবের ... কর্ম্ম বিষয়ে সন্ধ্যাদি কালের সাক্ষ্য দ্বারা পুন্যানুসারে ... স্কার, পাপ সাব্যস্ত হইলে কর্ম্মানুযায়ি দণ্ড, তাহাতে ... নরকাদি ভোগ হইয়া, কোনং মতে পুনর্জন্ম হয়। ই... মনু কহেন পুর্য্যষ্টক রূপ লিঙ্গ শরীর অর্থাৎ ভুত, ই... বুদ্ধি, মন, কর্ম্ম, অবিদ্যা, সংস্কার, প্রাণ, এই আট সুক্ষ্ম একত্র হইয়া, স্থাবর কি জঙ্গম কারণ যে বীজ তাহাতে ... করে আর পুনরায় তাহার দ্বারা স্থূল দেহকে গ্রহণ ক... এই সকল সামান্যত কর্ম্মি জীব প্রতি জানিবে, কিন্তু ... জ্ঞানির পাপ পুণ্য রাহিত্য জন্য অনিত্য দেহ ত্যাগ মা... নির্ব্বাণ পায়, যে হেতু পরমেশ্বরের সত্তাতে গিয়া সেই ... লীন হয়, নানা প্রকারে ভক্তেরা এই মুক্তি বর্ণন করেন, যথ... সালোক্য, সাযুজ্য, আর সারূপ্য, কারণ বিষ্ণু ভক্ত বৈকুণ্ঠ শিব ভক্ত শিবলোক কল্পনা করেন ইত্যাদি।

প্রশ্ন। মনুষ্য মরিলে আদ্য কৃত্যাদি সপিণ্ডীকরণ তক হইলেই উদ্ধারের কল্পনা, তবে পুনরায় প্রতি বৎসর এবং নানা কারণে বারবার শ্রাদ্ধের আবশ্যক কি হেতু।

উত্তর। তাহা পিতৃলোক উদ্দেশে এক প্রকার বিষ্ণু পূজা জানিবে। কারণ হিতাকাংক্ষি মহার্ষগনের এই অভিপ্রায় যে কোন মতে মনুষ্য সকল অন্নদানাদি সৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, এই কারণে নানা প্রদর্শণ ভয় এবং প্রবোধ দর্শাইয়াছেন। যথা মৃত তিথিতে বহুতর ক্ষুধিত ব্যক্তিকে আহার করাইবে; আর মৃত ব্যক্তির নাম গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক জল পিণ্ডাদি দান করিলে যে কোন শরীর ধারন করিয়া সেই জীব থাকুক তাহার তৃপ্তি জনক হইবে। যদি দেবতা হইয়া থাকেন তবে তাঁহার সম্বন্ধে অমৃত, মনুষ্য সম্বন্ধে অন্ন, পশু সম্বন্ধে তৃণ, বৃক্ষ সম্বন্ধে জল, এই প্রকার জানিবে।

সমাপ্ত।

শুদ্ধি পত্র ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
গ্রহনেণ	গ্রহনের	২	১৬
অজ	অজর	৭	৩
পীতিত	পীড়িত	১০	১২
[illegible]ক্ত	তত্রোক্ত	১১	১১
[illegible]ের	শাকের	১৩	৯
[illegible]	যুক্ত	ঐ	১৬
[illegible]ধীন	স্বেচ্ছাধীন	১৫	১৫
[illegible]	দ্বারা	১৬	১৭
[illegible]চ্ছা	কলেচ্ছা	১৮	২৪
[illegible]কাল	প্রাতকাল	২১	৪
[illegible]ীয়ায়ে	সম্বন্দীয়ায়ে	২২	২৪
[illegible]ান্তে	সামান্যত	২৩	২
[illegible]ন	ভোজন	ঐ	৫
[illegible]পাক	অতিপাতক	২৭	২
[illegible]তৃ	বিমাতৃ	২৮	২১
[illegible]	মধ্যে	৩০	২৫
[illegible]প	স্বরূপ	৩৪	১৪
[illegible]হা	আছে	৩৫	১৬
[illegible]	করিয়া	৩৬	২৩

আপান	আপনি	৩৭	১০
শ্রীজগন্নাথ	শ্রীজগন্নাথ	৪০	১০
কুলাণবের্বর	কুলার্ণবের	ঐ	২৪
শ্রাতি	শ্রুতি	৪৪	২২
মুনিত	ঘৃনিত	৪৬	১৪
কোক্রেশে	ক্রেশে	৪৮	৪
ক্রিয়	ক্রিয়া	ঐ	২২
কথক	কতক	৫০	২০
বাঃন্ধয়	বাঃন্ধায়	৫১	১০
পায়া	পাওয়া	৫৫	১৬
ফাগুণ	ফাগুন	৫৮	১৫
মনাদি	মন্নাদি	ঐ	২৫
একদশী	একাদশী	৬০	৯
ভাজন	ভোজন	৬১	৮
সোর	সৌর	৬৪	২৪
সুয্যাদয়ের	সূর্য্যোদয়ের	৬৫	১৬

গ্রন্থকর্ত্তা।

এই পুস্তক গত ফাল্গুন মাহায় যন্ত্রে স্থাপন হয় তাহাতে যন্ত্র বারম্বার ভগ্ন হওয়ার পুস্তক প্রস্তুত হওনে এতাধিক কাল বিলম্ব হইয়াছে এইক্ষণে যন্ত্রাধক্ষ আর অধিক কাল পুস্তক যন্ত্রে রাখিতে অসমর্থ প্রকাশ আছে স্বাক্ষরকারিগণের নাম লেখাইবার কারণ ১ হইতে ৮ সংখ্যা বহি প্রস্তুত হয় তন্মধ্যে ১। ৫। ৭ সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে যে সকল নাম স্বাক্ষর আছে তাহার তালিকা পুস্তকের পশ্চাৎভাগে দেওয়া গেল এতদ্ভিন্ন অন্যং বহিতে যে সকল মহাশয়েরা স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা তাহা দেখিয়া পুস্তক গ্রহণ করিবেন এই পুস্তকের মূল্য অতি অল্প, পুস্তক গ্রহণ সময়ে প্রদান করিলেই উত্তম হইবেক ইতি ॥

স্বাক্ষর কারির নাম	পুস্তকের সংখ্যা
ক	
শ্রীমন্মহারাজ কমল কৃষ্ণ দেব বাহাদুর	২
শ্রীযুক্ত বাবু কালাচাঁদ বসু	১
শ্রীযুক্ত বাবু কালাচাঁদ সাণ্ডাল	১
শ্রীযুক্ত বাবু কালিচরণ ঘোষ	১
শ্রীযুক্ত বাবু কালিপদ ঘোষাল	১
শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বসু	২

স্বাক্ষর কারির নাম	পুস্তকের সংখ্যা
শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী	১
শ্রীযুক্ত রায় কৃষ্ণপ্রসাদ মিত্র	১
খ	
শ্রীযুক্ত বাবু খেলাৎচন্দ্র ঘোষ	১
গ	
শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	১
শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দগোপাল বসাক	১
চ	
শ্রীযুক্ত চন্দ্রশিখর বাচস্পতি	১
জ	
শ্রীযুক্ত রামজীবন ভট্টাচার্য্য	১
শ্রীযুক্ত রায় যাদবলোচন মিত্র	১
ধ	
শ্রীযুক্ত বাবু ধরণিধর দে	১
ন	
শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল গঙ্গপাধ্যায়	১
শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র নন্দী	১
শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচরণ দেব	১
প	
শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর	১

স্বাক্ষরকারির নাম	পুস্তকের সংখ্যা
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ	১
শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতিচরণ নন্দী	১
ম	
শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র রায়	১
শ্রীযুক্ত বাবু মুরারি মিত্র	১
র	
শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর	২
শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ বসু	১
শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী	১
শ্রীযুক্ত বাবু সঙ্কর বাচস্পতি	১
ল	
শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ বসু	১
ব	
শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব সেন	১
শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ বসু	১
শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবন মিত্র	১
শ	
শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তি	১

স্বাক্ষরকারির নাম পুস্তকের

শ্রীযুক্ত বাবু শিবপ্রসাদ বসু

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামালাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল সেন

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মুস্তফী

শ্রীযুক্ত বাবু শিবকৃষ্ণ গুহ

শ্রীযুক্ত বাবু শিবনারায়ণ বসু

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়

হ

শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস বসু